দৈনিক মানবিক বাংলাদেশ

Manabik Bangladesh

বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ সংবাদের জাতীয় দৈনিক

ঢাকা সোমবার ॥ বর্ষ-২ সংখ্যা-২৫৯ ॥ ০৬ জানুয়ারি ২০২৫ ॥ ২২ পৌষ ১৪৩১ বাংলা ॥ ০৫ রজব ১৪৪৬ হিজরি ॥ পৃষ্ঠা ৮ ঃ মূল্য ৫ টাকা

জনগণের ঐক্যের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের আভাস পাচ্ছেন ড. কামাল হোসেন

স্টাফ রিপোর্টার : জুলাই গণঅভ্যুত্থানকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশের জনগণ ও রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে যে ঐক্য তৈরি হয়েছে তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের আভাস পাচ্ছেন বলে মন্তব্য করেছেন গণফোরামের ইমেরিটাস সভাপতি ড. কামাল হোসেন। তিনি বলেন, জনগণের ঐক্য আরও সংহত করেই এ ষড়যন্ত্র মোকাবিলা করতে হবে। রোববার (৫ জানুয়ারি) দুপুরে রাজধানীর জাতীয় প্রেসক্লাবে গণফোরামের জাতীয় কাউন্সিল-২০২৪ পরবর্তী পূর্ণাঙ্গ কেন্দ্রীয় কমিটি ঘোষণা ও সমসাময়িক রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে তিনি এসব কথা বলেন।

জাতির অহংকার ও বিশ্বাসের জায়গা বাংলাদেশ সেনাবাহিনী: প্রধান উপদেষ্টা

রাজবাড়ী প্রতিনিধি : অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস বলেছেন, সেনাবাহিনীর মূল লক্ষ্যই হলো সব পরিস্থিতিতে বিজয়ী হওয়া, দেশকে রক্ষা করা। বলা যাবে না-এখন বর্ষার দিন, এখন আর পারব না কিংবা এখন বেশি গরম এটা পারা যাবে না, বলার উপায় নাই। যে কোনো মুহূর্তে, যে অবস্থায় আছে না কেন প্রয়োজনে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে হয় পূর্ণ সাহস ও প্রস্তুতি নিয়ে। সেটারই একটা মহড়া হলো। ভবিষ্যতে বাস্তব যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য একটা প্রস্তুতি। রোববার (৫ জানুয়ারি) দুপুরে রাজবাড়ী মিলিটারি ট্রেনিং এরিয়ার (আরএমটিএ) চর খাপড়া ও চর রামনগর এলাকায় বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ৫৫ পদাতিক ডিভিশনের ব্যবস্থাপনায় শীতকালীন ম্যানুভার অনুশীলন পরিদর্শন শেষে এ কথা বলেন তিনি। প্রধান উপদেষ্টা বলেন, আমরা সিনেমার পর্দায় যুদ্ধ দেখি সবসময়, সম্মুখ যুদ্ধ দেখি, ইতিহাসের বহু বড় বড় যুদ্ধ আমরা সিনেমার পর্দায় দেখি। প্রথম মহাযুদ্ধের, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের একাবারে প্রকৃত ছবিগুলো দেখি। নানা ব্যাটল তার শত্রুর সম্মুখে হয়েছে সেই দৃশ্য দেখি। করুণ দৃশ্য দেখি, সাহসের দৃশ্য দেখি। অনেকগুলো আমাদের স্মৃতিতে অমর হয়ে থাকে, সারা পৃথিবীর স্মৃতিতে অমর হয়ে থাকে। তাদের বীরত্বের জন্য এবং সাহসের জন্য। সম্পূর্ণ অসহায় অবস্থা থেকে কীভাবে পুরো জিনিসটাকে পাল্টে দিয়ে জয়কে ছিনিয়ে নিয়ে আসে, সেই দৃশ্য দেখেছি। বহু ব্যাটল পৃথিবীতে বিখ্যাত হয়ে আছে। এক একটা ব্যাটেল কীভাবে লড়াই করেছে

কীভাবে জিতেছে, কীভাবে শত্রুর কাছ থেকে বিজয় ছিনিয়ে নিয়ে এসেছে-সবকিছুর প্রস্তুতি এভাবেই হয়। তিন বলেন, আজকের এই প্রস্তুতি দেখে খুব ভালো লাগলো। যাতে এটা ক্রমাগতভাবে আমরা প্রতি মুহূর্তের জন্য প্রস্তুত থাকতে পারি সেটার জন্য। আজকে যে সমস্ত ইউনিট অংশগ্রহণ করল, সেই সব সৈনিকদের অভিনন্দন জানাচ্ছি। যারা পরিচালনা করেছেন তাদেরকেও অভিনন্দন জানাচ্ছি। ক্রমাগত এটা আরও সুন্দরভাবে গড়ে উঠবে বলে আশা করছি। ড. মুহাম্মদ ইউনূস বলেন, বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর এই মহড়ায় আসতে পেরে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। একজন শান্তিকামী মানুষ হিসেবে আমি যুদ্ধের চেয়ে শান্তির মহড়া দেখতে আমি বেশি আনন্দবোধ করি। তবে দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের প্রশ্নে প্রস্তুতির লক্ষ্যে সামরিক বাহিনীর এই প্রশিক্ষণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আজকের এই মহড়ায় বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর প্রদর্শিত দক্ষতা অত্যন্ত প্রশংসনীয়। এই মহড়া দেখে আমি সেনাবাহিনী ও বিমানবাহিনীর সক্ষমতা সম্পর্কে আরও আত্মবিশ্বাসী হয়েছি। ভবিষ্যতে সশস্ত্র বাহিনীর সক্ষমতা আরও আধুনিকায়নের আশ্বাস দিয়ে প্রধান উপদেষ্টা বলেন, প্রশিক্ষণই সর্বোত্তম কল্যাণ, এই মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হয়ে আধুনিক ও যুগপযোগী প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আভিজানিক দক্ষতা অর্জন করে দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষায় বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সদস্যগণ সর্বদা প্রস্তুত থাকবে। সেই লক্ষ্যে ২-এর পাতায় দেখুন

১১ দিন পর খুলে দেওয়া হলো সচিবালয়ের ৭ নম্বর ভবন

স্টাফ রিপোর্টার : অগ্নিকাণ্ডের ১১ দিন পর খুলে দেওয়া হয়েছে বাংলাদেশ সচিবালয়ের ৭ নম্বর ভবন। রবিবার (৫ জানুয়ারি) সকালে ভবনটি খুলে দেওয়া হয়। ৯তলা ভবনটিতে পঞ্চম তলা পর্যন্ত প্রবেশ করা যাচ্ছে। ভবনটির পুড়ে যাওয়া অংশ সংস্কার করতে ১০ থেকে ১২ দিন লাগবে বলে জানিয়েছে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ। ষষ্ঠ থেকে নবম তলা ছাড়া রবিবার সকাল থেকে এ ভবনে প্রবেশ করা যাচ্ছে। তবে লিফট চলছে না। পঞ্চম তলায় সিঁড়ির মুখে কয়েকজন পুলিশ সদস্য দায়িত্বরত রয়েছেন। তারা কাউকে সেখানে উঠতে দিচ্ছেন না। পুলিশের পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে, কেবল স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে অনুমতি প্রাপ্তরাই প্রবেশ করতে পারবেন। বেলা সাড়ে ১১টার দিকে ৭ নম্বর ভবন পরিদর্শনে আসেন গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. হামিদুর রহমান খান। সাংবাদিকদের তিনি বলেন, 'ক্ষতিগ্রস্ত চারটি ফ্লোরে সংস্কার কাজ শেষ করতে ১০ থেকে ১২ দিন লাগবে। আমাদের ইঞ্জিনিয়াররা বলেছেন, তারা ১০-১২ দিনের মধ্যে সংস্কার কাজ করে দিতে ২-এর পাতায় দেখুন

তারেক রহমানের দেশে ফেরা নিয়ে যা বললেন সালাহউদ্দিন

স্টাফ রিপোর্টার : প্রায় দুই সপ্তাহ লন্ডন সফর শেষে দেশে ফিরেছেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমেদ। দেশে ফিরে দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের দেশে ফেরার বিষয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপ করেছেন তিনি। রোববার (৫ জানুয়ারি) দুপুরে হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে তারেক রহমানের দেশে ফেরা নিয়ে সাংবাদিকরা প্রশ্ন করলে সালাহউদ্দিন আহমেদ বলেন, তারেক রহমান অবশ্যই দেশে ফিরবেন। তিনি বলেন, এখনও পর্যন্ত তারেক রহমানের দেশে ফেরার জন্য উপযুক্ত পরিবেশ আমরা তৈরি করতে পারিনি। সেজন্য অল্প কিছু সময় লাগবে। তবে তিনি অবশ্যই আসবেন। ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান সঙ্গে কী কী বিষয়ে কথা হয়েছে জানতে চাইলে বিএনপির এই নেতা বলেন, এ বিষয়ে আপনারা ধীরে ধীরে জানতে পারবেন। তবে ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান ঐক্যের কথা বলেছেন। সালাহউদ্দিন আহমেদ আরও বলেন, বাংলাদেশে বর্তমানে ফ্যাসিবাদবিরোধী যে ঐক্য গড়ে উঠেছে, তা বাস্তবায়নে আমাদের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় যাওয়া উচিত। জাতীয় ঐক্যের ভিত্তিতে যত দ্রুত সম্ভব নির্বাচনের দিকে যাওয়া উচিত। ভাসা ভাসা সময় না, সবার সঙ্গে আলোচনা করে একটা সঠিক রোডম্যাপ দিতে হবে। ছাত্রদের দল করা প্রসঙ্গে বিএনপির এই নেতা বলেন, নতুন রাজনৈতিক শক্তির উদয় হলে আমরা স্বাগত জানাব। তবে, সেটা কিংস পার্টির মতো যেন না হয়। এরপর সংবিধান নিয়ে এক প্রশ্নের জবাবে সালাহউদ্দিন আহমেদ বলেন, সংবিধান কখনো কবর দেওয়া যায় না। পরিবর্তন, পরিবর্ধন বা সংশোধন হতে পারে।

তারেক রহমানের চার মামলা বাতিলের রায় বহাল

স্টাফ রিপোর্টার : চাঁদাবাজির অভিযোগে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের বিরুদ্ধে চার মামলা বাতিল করে হাইকোর্টের দেওয়া রায় বহাল রেখেছেন আপিল বিভাগ। আপিল বিভাগের জ্যেষ্ঠ বিচারপতি মো. আশফাকুল ইসলামের নেতৃত্বাধীন চার বিচারপতির আপিল বেঞ্চ রোববার (০৫ জানুয়ারি) এ বিষয়ে রাষ্ট্রপক্ষের করা লিভ টু আপিল (আপিলের অনুমতি চেয়ে আবেদন) খারিজ করে দেন। আদালতে রাষ্ট্রপক্ষে ছিলেন অতিরিক্ত অ্যাটর্নি জেনারেল অনীক আর হক। আদালতে তারেক রহমানের পক্ষে শুনানি করেন জ্যেষ্ঠ আইনজীবী ব্যারিস্টার এ এম মাহবুব উদ্দিন খোকন। এ সময় উপস্থিত ছিলেন জ্যেষ্ঠ আইনজীবী জয়নুল আবেদীন, ব্যারিস্টার বদরুদ্দোজা বাদল, ব্যারিস্টার রুহুল কুদ্দুস কাজল ও আইনজীবী ব্যারিস্টার কায়সার ২-এর পাতায় দেখুন

ভোটারদের বঞ্চনার কষ্ট দূর করতে চাই : সিইসি

স্টাফ রিপোর্টার : প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) এ এম এম নাসির উদ্দিন বলেছেন, ভোটারদের বঞ্চনার কষ্ট দূর করতে চাই। কমিটমেন্টে (অঙ্গীকার) অটল আছি। সবার সহযোগিতা চাই। রোববার (০৫ জানুয়ারি) রাজধানীর আগারগাঁওয়ে নির্বাচনী প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটে ভোটার তালিকা হালনাগাদ কর্মসূচি উপলক্ষে প্রশিক্ষকদের প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠান উদ্বোধনকালে তিনি এসব কথা বলেন। সিইসি বলেন, ভোটের অধিকার থেকে বঞ্চিত ১৮ কোটি মানুষ। আমরা দায়িত্ব নিয়েছি- তাদের বঞ্চনা যেন ঘোচাতে পারি। তারা যে বঞ্চিত হয়েছেন, ভোটার অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছেন, তা ঘোচাতে চাই।

বঞ্চনার কষ্ট দূর করতে চাই। আমাদের কমিটমেন্টে (অঙ্গীকার) অটল আছি। সবার সহযোগিতা চাই। তিনি বলেন, ২০ জানুয়ারি থেকে বাড়ি বাড়ি গিয়ে নতুন ভোটার তথ্য সংগ্রহের এ কাজে সবার সহযোগিতা চাই। ধাপে ধাপে প্রশিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার পর পৌনে এক লাখ লোকবলকে এ কর্মসূচির আওতায় আনা হবে। সিইসি বলেন, বিশেষ পরিস্থিতিতে অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্ব নিয়েছে, আমরাও ক্রান্তিকালীন সময়েরই নির্বাচন কমিশন। দায়িত্ব ছাড়াও দেশবাসীর প্রত্যাশা সরকারের কাছে বেশি, আমাদের কাছেও বেশি। সংস্কার প্রতিবেদন অনুযায়ী, আইন-কানুনের বিভিন্ন জায়গায় হাত দিতে হবে। সে লক্ষ্যে কাজ করছি। এজন্য পুরোনো মন-মানসিকতা থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। তিনি বলেন, সব সংস্কারের বড় সংস্কার নিজের আত্মাকে সংস্কার করা। মন-মগজ সংস্কার না হলে আখেরে ভালো কিছু বয়ে আনবে না। আমাদের মন-মানসিকতায় সংস্কার আনতে হবে। তিনি আরও বলেন, ১৯৯৬ সালের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলের সংস্কার কাজের অনেক কিছুই বাস্তবায়ন হয়নি। আমাদের এখানে নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশন রয়েছে। তারা যে সুপারিশ দেবে, তাতে আমাদের বিধিবিধান, আইন-কানুনে পরিবর্তন আনতে হবে। প্রধান নির্বাচন কমিশনার বলেন, আমাদের কমিটমেন্ট হলো, ফ্রি-ফেয়ার-ক্রেডিবল ইলেকশন জাতিকে উপহার দেওয়া। আমি প্রায়ই বলি, আমাদের বঞ্চিত কর্মকর্তারা জনপ্রশাসনে ২-এর পাতায় দেখুন

৫০ বিচারকের ভারতে প্রশিক্ষণের প্রজ্ঞাপন বাতিল

স্টাফ রিপোর্টার : ভারতে ৫০ জন বিচারকের প্রশিক্ষণে যাওয়ার বিষয়ে জারি হওয়া প্রজ্ঞাপন বাতিল করেছে আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়। রোববার (৫ জানুয়ারি) মন্ত্রণালয়ের আইন ও বিচার বিভাগ এ সংক্রান্ত নির্দেশনা জারি করেছে। এর আগে ভারতের ভূপালে অবস্থিত ন্যাশনাল জুডিসিয়াল একাডেমি এবং স্টেট জুডিসিয়াল একাডেমিতে প্রশিক্ষণের জন্য অধস্তন আদালতের ৫০ জন বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাদের অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। সুপ্রিম কোর্টের পরামর্শের প্রেক্ষিতে এ অনুমতি দেয় আইন মন্ত্রণালয়। প্রশিক্ষণের জন্য সহকারী জজ, সিনিয়র সহকারী জজ, যুগ্ম জেলা ও জজ, অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ, জেলা ও দায়রা জজ এবং সমপর্যায়ের কর্মকর্তাদের মনোনয়ন দেওয়া হয়েছিল। সম্প্রতি এ বিষয়ে আইন ২-এর পাতায় দেখুন

অল্প সময়ের জন্য এসেছি, ফুটপ্রিন্ট রেখে যেতে চাই: সালেহউদ্দিন আহমেদ

স্টাফ রিপোর্টার : অর্থ উপদেষ্টা সালেহউদ্দিন আহমেদ বলেছেন, আমরা সংস্কারের লক্ষ্যে এক-দেড় বছরের জন্য এসেছি। সে লক্ষ্যে ফুটপ্রিন্ট রেখে যেতে চাই। রোববার (৫ জানুয়ারি) পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে এক আলোচনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। সৌদি-বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি: প্রবণতা, মূল চ্যালেঞ্জ এবং দীর্ঘমেয়াদি সম্ভাবনা -শীর্ষক একটি প্রতিবেদন প্রকাশ উপলক্ষে ওই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে উপদেষ্টা সালেহউদ্দিন আহমেদ বলেন, আমরা স্বল্প সময়ের জন্য এলেও একটি মেঠোপথ রেখে যাব, অন্যরা যেন সে পথে এগিয়ে যেতে পারেন। তিনি বলেন, দেশের জন্য বাণিজ্য একটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ খাত। তবে অতীতে ভুল নীতির কারণে অনেক বিনিয়োগকারী চলে গেছেন। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, সৌদি আরবের আরামকো, দক্ষিণ কোরিয়ার সামসাং কোম্পানি ২-এর পাতায় দেখুন

দুদকের ২ মামলা স্ত্রীসহ তাপসের ৮০ কোটির সম্পদ, ৬১৫ কোটি টাকার সন্দেহজনক লেনদেন

স্টাফ রিপোর্টার : প্রায় ৮০ কোটি টাকার অবৈধ সম্পদ অর্জন ও ৬১৫ কোটি টাকার টাকার অস্বাভাবিক লেনদেনের অভিযোগে ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের (ডিএসসিসি) সাবেক মেয়র ব্যারিস্টার শেখ ফজলে নূর তাপস ও তার স্ত্রী আফরিন তাপসের বিরুদ্ধে পৃথক দুই মামলা দায়ের করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। রোববার (৫ জানুয়ারি) দুদকের ঢাকা সমন্বিত জেলা কার্যালয়ে দুদকের উপ-পরিচালক মনিরুল ইসলাম বাদী হয়ে মামলা দুটি দায়ের করেন। দুদকের মহাপরিচালক মো. আক্তার হোসেন বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। দুদক সূত্রে জানা যায়, ঢাকা-১০, ঢাকা-১২ এবং ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের সাবেক মেয়র হিসেবে দায়িত্ব পালনকালে নিজের ক্ষমতার অপব্যবহার করে বিভিন্ন ২-এর পাতায় দেখুন

রাসিক কর্মকর্তার যোগসাজশে অবৈধ লটারি বিক্রি করে উধাও কোম্পানি

মোঃ সাকিবুল ইসলাম স্বাধীন, রাজশাহীঃ রাজশাহীতে 'মেগা লাকি ড্র'এর নামে লটারির রমরমা বাণিজ্য করে লক্ষ লক্ষ টাকা হাতিয়ে নেয়ার অভিযোগ উঠেছে এইচটিএন ইন্টারন্যাশনাল নামের এ চক্রটির বিরুদ্ধে। এ বিষয়ে নগরীর বোয়ালিয়া থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন এক ভুক্তোভোগী। অভিযোগসূত্রে জানা যায়, গত ২৪ ডিসেম্বর থেকে ৩০ ডিসেম্বর পর্যন্ত রাজশাহী নগরীর ওলিতে গলিতে অটোরিকশায় মাইক লাগিয়ে বিক্রি করা হয়েছে 'মেগা লাকি ড্র' এর নামে হাজার হাজার লটারি। ৩০ টাকায় লাকি ড্র এর টিকিট কিনলে নিম্নমানের ১টি ইয়ার-ফোন ফ্রি সাথে থাকছে ৩১ ডিসেম্বর মেগা লাকি ড্র'তে রয়্যাল ইনফিল্ড মোটরসাইকেল সহ ৪১ টি আকর্ষণীয় পুরস্কার। কিন্তু ৩১ তারিখে 'ড্র' হওয়ার কথা থাকলেও অফিসে গিয়ে তালা ঝুলানো দেখে শতশত উৎসুক জনতা অফিস ঘেরাও করে পরে বোয়ালিয়া থানা পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রনে আনে। এ বিষয়ে সাকিবুল ইসলাম নামের এক ভুক্তোভোগী নগরীর বোয়ালিয়া থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন। অনুসন্ধানে জানা যায়, প্রথমত রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন থেকে পুরাতন মোবাইল ফোন ক্রয় বিক্রয়ের ট্রেড লাইসেন্স নিয়ে অফিস খুলে কোম্পানিটি পরে সিটি কর্পোরেশনের প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা আবু সালেহ্ মোঃ নূর ঈ সাঈদ'কে এবং বিজ্ঞাপন পরিদর্শক একরামুল হক

(বাবু)'কে ম্যানেজ করে কোম্পানির ব্র্যান্ডিং বিজ্ঞাপন প্রচারের অনুমতি নেয় এবং প্রসাশনকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে অবৈধ লটারি বিক্রি করে জনগণের সাথে অভিনব কায়দায় প্রতারণা করে এই কোম্পানিটি। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, এই কোম্পানির মালিক এবং এই চক্রের মূল হোতা নাঈম হোসেন তিনি ফরিদপুর জেলার বান্দুগামের বাসিন্দা, এবং তার সহযোগী হাসান মোল্যা তিনিও একই গ্রামের এবং আরেক সহযোগী তুষার আহম্মেদ সে রাজশাহী নগরীর তেরোখাদিয়া উত্তর পাড়ার বাসিন্দা। মুলত এই তিনজনসহ অজ্ঞাত আরোও কয়েকজন মিলে 'মেগা লাকি ড্র' এর নামে অভিনব কায়দায় প্রতারণা করেছে এই চক্রটি। অনুসন্ধানে আরো জানা যায়, এইচটিএন ইন্টারন্যাশনাল নামে ভাড়ায় নেয়া ভবনের মালিক নজরুল ইসলাম এই প্রতারণার সাথেও জড়িত এমনও অভিযোগ উঠেছে। অভিযুক্ত নাঈম হোসেন এর ফোনে একাধিকবার ফোন করা হলে সেটি বন্ধ পাওয়া যায়। এ বিষয়ে বোয়ালিয়া মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মোঃ মেহেদী মাসুদ জানান, তারা অবৈধ ভাবে লটারি বিক্রি করে রাজশাহীবাসীর সাথে প্রতারণা করেছে। খুব দ্রুত তাদের আইনের আওতায় নেওয়া হবে। এ বিষয়ে রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা আবু সালেহ্ মোঃ নূর ঈ সাঈদ জানান,ব্র্যান্ডিং বিজ্ঞাপন প্রচারের নামে যে তারা মানুষের সাথে প্রতারণা করবে এটি আমার জানা ছিলোনা। এটি সুষ্ঠ তদন্ত করে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করবো।

মিলেমিশে বেসিক ব্যাংক লুট

স্টাফ রিপোর্টার : প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ ব্যাংক ও পরিচালনা পর্ষদ যৌথভাবে লুট করে বেসিক ব্যাংক। সাবেক প্রধানমন্ত্রী পরিবারের পছন্দের লোক বেসিক ব্যাংকের চেয়ারম্যান আবদুল হাই বাচ্চু এই লুটের নেতৃত্ব দিয়েছেন। তখন ব্যাংকটির পর্ষদে ছিলেন সচিব, তৎকালীন প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মহাপরিচালক, সাবেক মহাপরিচালক, সাবেক কাস্টমস কমিশনারসহ আওয়ামী লীগ নেতারা। ঋণ কেলেঙ্কারির মামলায় বেসিক ব্যাংকের বাচ্চুর নেতৃত্বাধীন পরিচালনা পর্ষদকে বাদ দেওয়ায় তিন তদন্ত কর্মকর্তাকে তলব করেছেন আদালত। বিশ্লেষকরা বলছেন, বেসিক ব্যাংক লুটপাটে আবদুল হাই বাচ্চু একা নয়, পুরো পর্ষদই জড়িত ছিল। ব্যাংকের তৎকালীন এমডিসহ পর্ষদের সব সদস্যকে বিচারের আওতায় আনার জন্য তাদের সম্পদের হিসাব নেওয়া ২-এর পাতায় দেখুন

বেড়েছে ডায়রিয়া রোগীর প্রকোপ, ৭০ ভাগই শিশু

স্টাফ রিপোর্টার : টানা কয়েক দিন ধরেই বেড়েছে শীত ও কুয়াশার তীব্রতা। প্রতিবারই শীত মৌসুমে ঠান্ডাজনিত নানা রোগে আক্রান্ত হন বিভিন্ন বয়সের মানুষ। তবে শীতে ডায়রিয়া রোগের প্রকোপ বাড়ে বেশি। বছরের অন্যান্য সময় যে ডায়রিয়া বা কলেরা দেখা দেয়, তার থেকে শীতকালীন ডায়রিয়ার কিছুটা পার্থক্য আছে। শীতকালে শিশুদের ডায়রিয়ার মূল জীবাণু রোটাভাইরাস। এবার শীতে ডায়রিয়ায় আক্রান্তদের ৬০ থেকে ৭০ শতাংশই শিশুরা। মৃত্যুর ঘটনাও ঘটছে। আন্তর্জাতিক উদরাময় গবেষণা কেন্দ্র আইসিডিডিআর,বির চিকিৎসক ও গবেষকেরা বলছেন, রোগীর সংখ্যা স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি। অনেক শিশুকে নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্রে (আইসিইউ) রেখে চিকিৎসা দিতে হচ্ছে। বাড়িতে ভুলভাবে স্যালাইন খাওয়ানোর কারণে অনেক শিশু রক্তে মাত্রাতিরিক্ত সোডিয়াম নিয়ে বা 'হাইপারনেট্রিমিয়া'র লক্ষণ নিয়ে হাসপাতালে আসছে। নভেম্বর থেকে এ পর্যন্ত ১৫টি শিশুর মৃত্যু হয়েছে বলে আইসিডিডিআরবি সূত্র জানিয়েছে। আইসিডিডিআর,বির নিউট্রিশন অ্যান্ড ক্লিনিক্যাল সার্ভিসেস বিভাগের হাসপাতাল শাখার সহকারী বিজ্ঞানী শোহেব বিন ইসলাম বলেন, হাসপাতালে প্রচুর শিশু আসছে রোটাভাইরাসজনিত ডায়রিয়া নিয়ে। গত বছরের চেয়ে রোগী প্রায় ২৫ শতাংশ বেশি। কিছু শিশু বেশ খারাপ পরিস্থিতি নিয়ে আসছে। মহাখালীর হাসপাতাল সূত্রে জানা যায়, প্রতিদিনই ভর্তি হচ্ছে ৬০০ থেকে ৭০০'র মতো শিশু। এমন অবস্থা যে হাসপাতালের সামনে তাঁবু গেড়ে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে ডায়রিয়া আক্রান্তদের। প্রধান গেটের পরই বড় করে টানানো হয়েছে তাঁবু। যদিও এখনও সেখানে বেড করার প্রয়োজন পড়েনি। হাসপাতালের প্রধান ২-এর পাতায় দেখুন

এস আলমের নিয়ন্ত্রণে থাকা ৪ ব্যাংকসহ ৬ ব্যাংকের এমডি বাধ্যতামূলক ছুটিতে

স্টাফ রিপোর্টার : এস আলমের নিয়ন্ত্রণে থাকা ৪ ব্যাংকসহ ৬ ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালকদের (এমডি) বাধ্যতামূলক ছুটিতে পাঠাতে নির্দেশ দিয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক। রবিবার (৫ জানুয়ারি) এ নির্দেশ দেয় বাংলাদেশ ব্যাংক। ব্যাংকগুলো হলো- ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক, সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক, গ্লোবাল ইসলামী ব্যাংক, ইউনিয়ন ব্যাংক, এক্সিম ব্যাংক, আইসিবি ইসলামী ব্যাংক। জানা গেছে, এডিবির অর্থায়নে ৬টি ব্যাংকের ফরেনসিক অডিট শুরু করছে বিদেশি অডিট ফার্ম। স্বচ্ছতার সঙ্গে অডিট সম্পন্ন করতে তারা চায় বর্তমান এমডিরা কেউ দায়িত্বে না থাকুক। যে কারণে কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে বাধ্যতামূলক ছুটিতে পাঠাতে মৌখিকভাবে বলা হয়েছে। বিএবির ভাইস চেয়ারম্যান ও ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংকের চেয়ারম্যান সাংবাদিকদের বলেন, ?"স্বচ্ছতার সঙ্গে অডিট সম্পন্ন করার জন্য এরকম সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। কারো দায় প্রমাণিত না হলে তিনি আবার ফিরতে পারবেন।" এর আগে, শনিবার ফার্স্টসিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংকের এমডিকে বাধ্যতামূলক ২-এর পাতায় দেখুন

পাচার হওয়া টাকা ফেরানোয় অগ্রগতি কম, ঢাকঢোল বেশি

স্টাফ রিপোর্টার : বিভিন্ন সময় দেশ থেকে পাচার হওয়া টাকা ফেরাতে অনেক ঢাকঢোল পেটালেও কাজ এগিয়েছে খুবই সামান্য। বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ, জিএফআই, এডিবিসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা সহায়তার কথা জানালেও বাস্তবে এসবের অগ্রগতি উল্লেখ করার মতো নয়। এমন কি উল্লেখ করার মতো অগ্রগতি বলতে, চিঠি চালাচালি আর বৈঠকই সীমাবদ্ধ। গত ৫ আগস্ট স্বৈরাচার আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর এ সংক্রান্ত গঠিত কেন্দ্রীয় টাস্কফোর্স পুনর্গঠন করা হয় গত ২৯ সেপ্টেম্বর। যার প্রধান করা হয় বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নরকে। এরপর দুটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। সর্বশেষ ১৯ নভেম্বর একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। এদিকে আজ বিকাল ৪টায় বাংলাদেশ ব্যাংকে এই টাস্কফোর্সের তৃতীয় সভা অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে। এর আগে আওয়ামী লীগ সরকার পাচারের টাকা ফেরাতে লোক দেখানো নানা কার্যক্রমের কথা বললেও বাস্তবে ফেরত আনতে পারেনি এক টাকাও। এমন কি পদত্যাগী আওয়ামী লীগ সরকারের তৃতীয় মেয়াদের শেষ অর্থবছরে (২০২৩-২৪) ৭ শতাংশ কর দিয়ে বাংলাদেশের বাইরে যে কোনো রূপে গচ্ছিত অপ্রদর্শিত অর্থ ব্যাংকিং চ্যানেলের মাধ্যমে বৈধভাবে দেশে এনে আয়কর রিটার্নে দেখানোর সুযোগ দেওয়া হয়েছিল। সে সুযোগ কোনো কাজে লাগেনি, এমন কি এ সময়ে এক টাকাও ফেরত আসেনি। সেই সরকার পতনের পর ড. ইউনূসের নেতৃত্বে অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্ব নেয় গত ৮ আগস্ট। এরপর টানা ১৬ বছরের ঘুষ-দুর্নীতি, অন্যায়-অনিময়, লুটপাট ও টাকা পাচারের মতো মহাদুর্নীতির খবর বেরিয়ে আসে। উন্নয়নের নামে লাখ লাখ কোটি টাকা হাতিয়ে নিয়ে বিদেশে পাচার করা হয়। এসব অনিয়ম-দুর্নীতি, লুটপাট ও পাচারের বিষয়ে অর্থনীতির একটি শ্বেতপত্র প্রকাশ করে অন্তর্বর্তী সরকারের গঠিত শ্বেতপত্র প্রণয়ন কমিটি। একইসঙ্গে পাচারের অর্থ ফেরাতে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সঙ্গে যোগাযোগও করছে সরকার। তবে এর জন্য কার্যকর কোনো কর্মকৌশল এখনো ঠিক করতে পারেনি। যদিও এর দায়িত্ব ২-এর পাতায় দেখুন

২৬ মিনিট বন্ধ ছিল মেট্রোরেল চলাচল

স্টাফ রিপোর্টার : রাজধানীর শেওড়াপাড়া স্টেশনে মেট্রোর একটি ট্রেনের দরজার অটোমেটিক সিস্টেম অচল হয়ে যাওয়ায় প্রায় ২৬ মিনিট বন্ধ ছিল মেট্রোরেল চলাচল। রোববার (০৫ জানুয়ারি) সকাল পৌনে ১০টা থেকে ১০টা ১৩ মিনিট পর্যন্ত মেট্রোরেল চলাচল বন্ধ থাকে। এতে ভোগান্তিতে পড়তে হয় অফিসগামী যাত্রীদের। খোঁজ নিয়ে জানা যায়, শেওড়াপাড়া স্টেশনে ট্রেন থেকে নামতে গিয়ে দুই যাত্রী ট্রেন ও প্ল্যাটফর্মের মধ্যবর্তী স্থানে আটকে পড়েন। এতে ওই ট্রেনের দরজার অটোমেটিক সিস্টেম অচল হয়ে যায়। এতে অন্যান্য স্টেশনে থাকা ট্রেন বন্ধ হয়ে যায়। প্রায় ২৬ মিনিট বন্ধ থাকার পর আবার ট্রেন চলাচল শুরু হয়। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন ঢাকা ম্যাস র‍্যাপিড ট্রানজিট ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (লাইন-৬) এর উপ-প্রকল্প পরিচালক (গণসংযোগ) মো. আহসান উল্লাহ শরিফী। তিনি বলেন, যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে কিছু সময় ট্রেন চলাচল বন্ধ ছিল। আমরা দ্রুত সময়ের মধ্যে বিষয়টি সমাধান করেছি এবং বর্তমানে ট্রেন চলাচল ২-এর পাতায় দেখুন

আনসার-ভিডিপি যেন তৃণমূল জনগণের আস্থার প্রতীক হয়ে ওঠে: ভিডিপি মহাপরিচালক

গাজীপুর প্রতিনিধি : বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর (ভিডিপি) মহাপরিচালক মেজর জেনারেল আবদুল মোতালেব সাজ্জাদ মাহমুদ বলেছেন, আনসার ও ভিডিপি যেন আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের মাধ্যমে তৃণমূল জনগণের আস্থার প্রতীক হয়ে ওঠে। সেই লক্ষ্যেই কাজ করতে হবে। তিনি বলেন, দেশ পুনর্গঠনে ভিডিপি সদস্যদের প্রকৃত স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। ন্যায়পরায়ণ ও বৈষম্যহীন কল্যাণমূলক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় ভিডিপি সদস্যদের বাহিনীর সক্ষমতা সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা থাকা জরুরি। রোববার (৫ জানুয়ারি) সকালে গাজীপুরের কালিয়াকৈর উপজেলার সফিপুর এলাকায় বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর (ভিডিপি) প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী ও ৪৫তম জাতীয় সমাবেশের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য তিনি এ কথা বলেন। সবাইকে বাহিনীর লক্ষ্য অর্জনে নিষ্ঠা ও উদ্যমের সঙ্গে দায়িত্ব পালন করতে উদ্বুদ্ধ করে তিনি বলেন, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর জন্য চালু হওয়া ভিডিপি মৌলিক প্রশিক্ষণ বাহিনীর সংস্কার কার্যক্রমের একটি অনন্য দৃষ্টান্ত। এটি দেশের আপামর জনগোষ্ঠীকে সম্পৃক্ত করে বৈষম্যহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার পথে নতুন সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন করেছে। মহাপরিচালক ভিডিপি সদস্যদের দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন কার্যক্রমে আনসার-ভিডিপি ক্লাবের গুরুত্ব তুলে ধরেন। তিনি আরও বলেন, নতুন সিলেবাস ও প্রশিক্ষণ নীতিমালা অনুযায়ী সদস্যদের ২-এর পাতায় দেখুন

সিনিয়র সহকারী সচিব হলেন ১৫ জন

স্টাফ রিপোর্টার : সহকারী সচিব পদমর্যাদার ১৫ কর্মকর্তাকে সিনিয়র সহকারী সচিব হিসেবে পদোন্নতি পেয়েছেন। গতকাল রোববার জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের এক আদেশে এ সিদ্ধান্তের কথা জানানো হয়েছে। পদোন্নতি পাওয়ারা হলেন- রেল মন্ত্রণালয়ের সহকারী সচিব দুলাল মিয়া, ধর্ম মন্ত্রণালয়ের তফিকুল ইসলাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সফিকুর রহমান, স্থানীয় সরকার বিভাগের ফারুক হোসেন, সরকারী কর্ম কমিশন সচিবালয়ের মোল্লাহ মোস্তাহিদুর জামান, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সালমা আকতার, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ফারুক আলম, পরিকল্পনা বিভাগের মাহতাব হোসেন, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের মানিক উদ্দিন, শ্যামা পদ বিশ্বাস, পরিকল্পনা বিভাগের হাবিবুর রহমান, হারাধন চন্দ্র সরকার, শিল্প মন্ত্রণালয়ের কাঞ্চন বিকাশ দত্ত, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের শাহানারা খানম এবং স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের ফারুক আহম্মদ খান। আন্দোলনের মধ্য দিয়ে আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর মুহাম্মদ ইউনূসের ২-এর পাতায় দেখুন

দৈনিক
মানবিক বাংলাদেশ
Manabik Bangladesh
বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ সংবাদের জাতীয় দৈনিক
ঢাকা সোমবার ॥ ০৬ জানুয়ারি ২০২৫ ॥ ২২ পৌষ ১৪৩১ বাংলা

শুল্ক-কর বাড়লেও নিত্যপণ্যের দাম বাড়বে নাঃ এনবিআর

স্টাফ রিপোর্টার : যেসব পণ্য ও সেবায় ভ্যাট, সম্পূরক শুল্ক ও আবগারি শুল্ক বাড়ানো হচ্ছে, তার মধ্যে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য নেই। এ কারণে ভোগ্যপণ্যের দাম বাড়বে না এবং মূল্যস্ফীতিতে প্রভাব পড়বে না। এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এমনটি জানায় জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর)। এনবিআর এক বিজ্ঞপ্তিতে জানায়, সম্প্রতি ভ্যাট, আয়কর ও শুল্কবিষয়ক গণমাধ্যমে প্রকাশিত কিছু সংবাদ জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের নজরে এসেছে। জনস্বার্থে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির শুল্ক-কর হারে ব্যাপক ছাড় দেওয়ার পাশাপাশি, অভ্যন্তরীণ রাজস্ব সংগ্রহ বাড়ানো, এসডিজি বাস্তবায়ন এবং জাতি হিসেবে স্বাবলম্বী হওয়ার লক্ষ্যে ভ্যাটের আওতা বাড়ানো এবং হার যৌক্তিকীকরণের লক্ষ্যে এনবিআর নানামুখী পদক্ষেপ নিয়েছে। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, আয়কর অব্যাহতির সংস্কৃতি থেকে ধীরে ধীরে বেরিয়ে আসার ধারাবাহিকতায় আয়কর অব্যাহতির বিধান বাতিল ও সংশোধনের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন।

যেসব পণ্য ও সেবায় ভ্যাট, সম্পূরক শুল্ক ও আবগারি শুল্ক বাড়ানো হচ্ছে তার মধ্যে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য নেই। এ কারণে সর্বসাধারণের ভোগ্যপণ্যের দাম বাড়বে না এবং মূল্যস্ফীতিতে প্রভাব পড়বে না। এনবিআর জানায়, গত চার মাসে বাজারে নিত্যপণ্য সরবরাহ বাড়ানো এবং মূল্য স্থিতিশীল রাখার লক্ষ্যে চাল, আলু, পেঁয়াজ, চিনি, ডিম, খেজুর, ভোজ্যতেল ও কীটনাশকসহ আটটি পণ্যে আমদানি, স্থানীয় ও ব্যবসায়ী পর্যায়ে জনস্বার্থে শুল্ক, ভ্যাট ও আয়কর ছাড় দেওয়া হয়

৭-এর পাতায় দেখুন

সরকারি বিভিন্ন দপ্তর এডিপি বাস্তবায়নে পিছিয়ে পড়ছে

স্টাফ রিপোর্টার : সরকারি বিভিন্ন দপ্তর বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) বাস্তবায়নে পিছিয়ে পড়ছে। গত পাঁচ বছরের মধ্যে এডিপি সবচেয়ে কম বাস্তবায়িত হয়েছে চলতি অর্থবছরের প্রথম পাঁচ মাস জুলাই-নভেম্বরে। ওই সময়ে এডিপি বাস্তবায়িত হয়েছে মাত্র ১২ দশমিক ২৯ শতাংশ। এডিপি বাস্তবায়ন হারের পাশাপাশি টাকার অঙ্কেও জুলাই-নভেম্বরে পাঁচ বছরের মধ্যে সবচেয়ে কম খরচ হয়েছে। পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি) সংশ্লিষ্ট সূত্রে এসব তথ্য জানা যায়। সংশ্লিষ্ট সূত্র মতে, চলতি ২০২৪-২৫ অর্থবছরের প্রথম পাঁচ মাস জুলাই-নভেম্বরে আগের অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় সাড়ে ১২ হাজার কোটি টাকা কম খরচ হয়েছে। এ বছর খরচ হয়েছে ৩৪ হাজার ২১৪ কোটি টাকা, যা আগের অর্থবছরের একই সময়ে ছিল ৪৬ হাজার ৮৫৭ কোটি টাকা। গত পাঁচ মাসে অভ্যন্তরীণ উৎসের ১৯ হাজার ৪১১ কোটি টাকা, বিদেশি ঋণের ১১ হাজার ৪০৭ কোটি টাকা এবং বাস্তবায়নকারী সংস্থার নিজস্ব তহবিলের ৩ হাজার ৩৯৬ কোটি টাকা খরচ হয়েছে। যদিও ২০২০-২১ থেকে ২০২২-২৩ অর্থবছর পর্যন্ত প্রথম পাঁচ মাসে খরচের পরিমাণ ছিল ৩৮ হাজার কোটি টাকা থেকে ৪৭ হাজার কোটি টাকার মধ্যে। চলতি অর্থবছরে মোট ২ লাখ ৭৮ হাজার ২৮৯ কোটি টাকার এডিপি নেয়া হয়। তাতে ১ হাজার ৩৯২টি প্রকল্প রয়েছে। বাস্তবায়ন কম হওয়ায় প্রতিবছরের মতো এবারও এডিপির আকার কমানোর উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। সূত্র জানায়, সরকারের ২৭টি মন্ত্রণালয় ও বিভাগ চলতি

৭-এর পাতায় দেখুন

আওয়ামী লীগের সঙ্গে বিএনপির তুলনা করে শয়তানের বাবাঃ দুদু

স্টাফ রিপোর্টার : বিএনপি ভাইস চেয়ারম্যান শামসুজ্জামান দুদু মন্তব্য করেছেন, যারা আওয়ামী লীগের সঙ্গে বিএনপির তুলনা করে তারা শয়তানের বাবা। তিনি বলেন, বিএনপি গরিব, মধ্যবিত্ত মানুষের দল। আন্দোলন সংগ্রামের কারণেই বিএনপি মানুষের হৃদয়ের মধ্যে আছে। আর আওয়ামী লীগ লুটপাট করেছে। আওয়ামী লীগের সঙ্গে বিএনপিকে যারা তুলনা করে তারা শয়তানের বাবা। তাদের মতো শয়তান আর কেউ নাই। রোববার (৫ জানুয়ারি) জাতীয় প্রেস ক্লাবে মাওলানা আকরাম খাঁ হলে বাংলাদেশ ইয়ুথ ফোরামের উদ্যোগে 'অভ্যুত্থানের পাঁচ মাস: আকাঙ্ক্ষা ও শঙ্কা' শীর্ষক আলোচনা সভায় তিনি এসব কথা বলেন। দুদু বলেন, জুলাই অভ্যুত্থানে আকাঙ্ক্ষা কি ছিল, এটা সবাই জানে। আকাঙ্ক্ষা ছিল মানুষ ভোট দিতে পারবে। মানুষ স্বাচ্ছন্দ্যে বাজার করতে পারবে, চলাফেরা করতে পারবে। খুন হবে না। গুম হবে না। বাজার নিয়ন্ত্রণ হবে। দুর্নীতি বন্ধ হবে। সীমাহীন ব্যাংক লুট, ঘুষ দুর্নীতি বন্ধ হবে। কিন্তু এগুলা এখন দুঃখজনক পর্যায়ে আছে। আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর যারা ছাত্র জনতার ওপর গুলি করেছে তারা এখনো বহাল তবিয়তে আছে। তিনি বলেন, পরিবর্তনের পরে বর্তমানে যারা ক্ষমতায় আছে তারা কি করলেন? এই সরকার এখনো কোনো কিছু করতে পারেনি। আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি, বাজার নিয়ন্ত্রণ কোনো কিছুই করতে পারেনি। কিছু করতে না পারলে কি জন্যে এসেছেন আপনারা? অনেকেই শিশু সুলভ বক্তব্য দেয়। এগুলো প্রত্যাহার করেন। আপনাদের জন্মের অনেক আগে বিএনপি কয়েকবার ক্ষমতায় এসেছে। আপনারা যখন শিশু তখন বিএনপি আন্দোলনে নেমেছে। ১৫ বছর পরে আপনারা আন্দোলন করলেন। সবাই আপনাদের সঙ্গে অংশগ্রহণ করেছে। কৃষকদলের সাবেক এই আহ্বায়ক বলেন, ওয়ান ইলেভেনের সময় বিএনপিকে যারা মাইনাস করতে চেয়েছিল তারা আওয়ামী লীগকে ক্ষমতায় বসিয়েছিল। দেশের মানুষ ১৬ বছর দেখেছে আওয়ামী লীগ দেশের কি পরিস্থিতি করেছে। ডক্টর ইউনূসের উদ্দেশ্যে দুদু বলেন, আপনি সম্মানিত মানুষ। এমন কোনো কাজ করবেন না। আপনার ওপর দেশের মানুষের সন্দেহ সৃষ্টি হয়। আপনার সম্মান বিনষ্ট হয়। আপনার ওপর এখনো বিএনপির এবং অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলোর আস্থা আছে। সেই আস্থা নষ্ট করবেন না। আপনাকে কেউ না কেউ ব্যবহার, কলঙ্কিত করতে চাচ্ছে। এই জায়গায় আপনাকে সতর্ক থাকতে হবে। সাবেক এই সংসদ সদস্য বলেন, আমরা আকাঙ্ক্ষা করতে চাই এই বছরের মধ্যেই একটি সুষ্ঠু নিরপেক্ষ নির্বাচন হবে। সরকার প্রধান হিসেবে ডক্টর ইউনূস সাহেবও বলেছেন এই বছরের মধ্যে অথবা ২৬ সালের প্রথমে নির্বাচন হবে। এর মধ্যে যাতে থাকে তাহলে ভালো কিছু হবে। কারণ, আমরা চাই আপনাকে (ড. ইউনূস) ফুলের

৭-এর পাতায় দেখুন

পঁচিশে ঘুরে দাঁড়াবার প্রত্যয় আ.লীগের

স্টাফ রিপোর্টার : গুম-খুন-দুর্নীতিতে নিমজ্জিত ছিল দলটি। অব্যাহত ছিল নেতৃত্বের ভুল ও অহমিকা। ফলাফল জনরোষ। সবমিলিয়ে ভয়াবহ পতন ও লজ্জাজনকভাবে বিদায় নিতে হয়েছে টানা সাড়ে ১৫ বছর ক্ষমতার মসনদে থাকা আওয়ামী লীগ সরকারকে। দলের সভাপতি শেখ হাসিনা দেশ ছাড়ার পর কেন্দ্র থেকে, জেলা, উপজেলা, ইউনিয়ন, ওয়ার্ড-ইউনিটের নেতারাও আত্মগোপনে। কার্যত বন্ধ সব অফিসিয়াল কার্যক্রম। এমন ঘটনাবহুল ২০২৪ সাল শেষে সমাগত ২০২৫। খ্রিষ্টীয় নতুন বছরে সবার মতো ঘুরে দাঁড়ানোর প্রত্যয় ঐতিহ্যবাহী দলটির। অজ্ঞাত স্থান

৭-এর পাতায় দেখুন

টহল দেওয়ার জন্য পুলিশের যানবাহন সংকট কাটেনি

স্টাফ রিপোর্টার : জুলাই-আগস্টে ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের সময়ে রাজধানী ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন থানায় হামলা, ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটে। পুড়িয়ে দেওয়া হয় থানা-পুলিশের কাজে ব্যবহৃত গাড়ি। অনেক জায়গায় অস্ত্রসহ বিভিন্ন সরঞ্জাম ও নথি লুট হয়। বর্তমানে নতুন-পুরোনো কিছু পেলেও পুলিশের যানবাহন সংকট কাটেনি। পুলিশ বলছে, ওই সময়ে সারা দেশে পুলিশের এক হাজার ৭৪টি যানবাহনে ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ চালানো হয়। এ কারণেই এখন সড়কে টহল দেওয়ার জন্য এবং পুলিশ সদস্যদের আনা-নেওয়ার ক্ষেত্রে যানবাহনের সংকট সৃষ্টি হয়েছে। এতে তাদের দায়িত্ব পালনে চ্যালেঞ্জও বেড়েছে। আন্দোলনের সময়ে পুলিশের যেসব যানবাহনে ভাঙচুর ও আগুন দেওয়ার ঘটনা ঘটেছে, সেসবের মধ্যে রয়েছে জিপ, ডাবল কেবিন পিকআপ, সিঙ্গেল কেবিন পিকআপ, মাইক্রোবাস, অ্যাম্বুলেন্স, এপিসি, ক্রাইম সিন ভ্যান, ট্রাক, বাস, কার, মোটরসাইকেল, ওয়াটার ক্যানন, প্রিজনার্স ভ্যান ইত্যাদি। পুলিশ সদরদপ্তর বলছে, ঢাকাসহ দেশের অনেক থানায় যানবাহন সরবরাহ করা হয়েছে। তা এখনো চলমান। আর আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর একাধিক সূত্র বলছে, অভ্যুত্থানের সময়ে পুলিশের অনেক যানবাহন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তবে পুলিশের যানবাহন সংকট নতুন কিছু নয়। যানবাহন সংকট লেগেই থাকে। এ কারণেই পুলিশ অন্যের যানবাহন 'রিকুইজিশন' নেয়। ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) একটি সূত্র জানায়,

জুলাই-আগস্ট আন্দোলনে ২২টি থানা ও ১৮৬টি গাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এর মধ্যে ৯৭টি গাড়ি পুড়ে গেছে, যেগুলো আর কখনো ব্যবহার করা সম্ভব হবে না। এমনিতেই থানাগুলোতে প্রায় সময়ই যানবাহন সংকট লেগেই থাকে। একেকটি থানা অনেক বড় জায়গা নিয়ে। পাঁচ-ছয়টি গাড়িতেও হয় না। এ কারণেই অন্যের গাড়ি 'রিকুইজিশন' করা হয়। তা ছাড়া ডিএমপির ১৮৬টি গাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এরমধ্যে দেওয়া হয়েছে ৬০টি। সংকট রয়েই গেছে। গত ৯ অক্টোবর রাজারবাগ পুলিশ লাইন্স মাঠে ডিএমপির অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার (লজিস্টিক, ফাইন্যান্স অ্যান্ড প্রকিউরমেন্ট) হাসান মো. শওকত আলী জানান, থানার সক্ষমতা বাড়াতে ও পুলিশের পেট্রোলিং কার্যক্রম জোরদার করতে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের (ডিএমপি) ১০টি থানায় নতুন গাড়ি দেওয়া হয়েছে। গাড়ি হস্তান্তরের আগে তিনি বলেছিলেন, আইনশৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণের জন্য পুলিশের গতিশীলতা খুবই

৭-এর পাতায় দেখুন

দেশে ফিরছেন ৯০ জেলে, ভারতে ফিরবেন ৯৫ জন

স্টাফ রিপোর্টার : ভারত ও বাংলাদেশে আটকে থাকা ১৮৫ জেলে অবশেষে যার যার দেশে ফিরতে চলেছেন। গতকাল রোববার বঙ্গোপসাগরের আন্তর্জাতিক জলসীমায় দুই দেশের মধ্যে তাদের হস্তান্তর প্রক্রিয়া সম্পন্ন হবে বলে পররাষ্ট্র উপদেষ্টা তৌহিদ হোসেন আগেই জানিয়েছেন। বিভিন্ন সময়ে আটক হওয়া ৯০ জন বাংলাদেশি জেলে ভারতে বন্দি রয়েছেন। আর বাংলাদেশের কারাগারে আছেন ৯৫ জন ভারতীয় জেলে। গতকাল রোববার তাদের যার যার দেশের কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তর করা হবে। আনন্দবাজার জানিয়েছে, গত শনিবার সকালেই ১২ জন বাংলাদেশি জেলেকে হলদিয়া নিয়ে যাওয়া হয়েছে। পারাদীপ থেকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে ৭৮ জনকে। বাংলাদেশের উপকূলরক্ষী বাহিনীর হাতে তাদের তুলে দেওয়া হবে। অন্যদিকে, বাংলাদেশে আটক থাকা ৯৫ জন ভারতীয় জেলেকেও একইভাবে ভারতীয় উপকূলরক্ষী বাহিনীর হাতে তুলে দেওয়া হবে।

৭-এর পাতায় দেখুন

পাট-পর্যটন-ফার্মাসিউটিক্যালস-টেলিকমে বিনিয়োগের আহ্বান বাণিজ্য উপদেষ্টার

স্টাফ রিপোর্টার : ইউকে বাংলাদেশ ক্যাটালিস্টস অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির ব্যবসায়ী নেতাদের পাটজাত দ্রব্য, পর্যটন, ফার্মাসিউটিক্যালস ও টেলিকম খাতে বিনিয়োগের আহ্বান জানিয়েছেন বাণিজ্য এবং বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা শেখ বশিরউদ্দীন। রোববার (০৫ জানুয়ারি) বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে ইউকে বাংলাদেশ ক্যাটালিস্টস অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির (ইউকেবিসিসিআই) নেতাদের সঙ্গে বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের তিনি এ কথা জানান। বৈঠকে দুই দেশের দ্বিপাক্ষিক ব্যবসা-বাণিজ্য ও বাংলাদেশে বিনিয়োগ সম্ভাবনা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। বাণিজ্য উপদেষ্টা শেখ বশিরউদ্দীন যুক্তরাজ্যের বাংলাদেশী ব্যবসায়ীদের এদেশে বিনিয়োগের আহ্বান জানিয়ে বলেন, বাংলাদেশে বিনিয়োগ করুন, দেশের উন্নয়নে অবদান রাখুন। দুই দেশের বাণিজ্যিক সম্পর্কোন্নয়নে আপনাদের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। উপদেষ্টা ব্যবসায়ী নেতাদের পাটজাত দ্রব্য, পর্যটন, ফার্মাসিউটিক্যালস ও টেলিকম খাতে বিনিয়োগের আহ্বান জানান। তিনি বলেন, বর্তমানে বাংলাদেশে বিনিয়োগ পরিবেশ ভালো। বিনিয়োগে কোনো বাধা নেই। বিনিয়োগকারীদের সব সুবিধা নিশ্চিতে সরকার কাজ করছে। ইউকেবিসিসিআই এর নেতারা বাংলাদেশ ন্যাশনাল টি বোর্ড, সরকারি টেলিকম খাত ও শিক্ষা খাতে আর্টিফিশিয়াল

৭-এর পাতায় দেখুন

পেট্রোবাংলার চেয়ারম্যান পদে যোগদান করলেন রেজানুর রহমান

স্টাফ রিপোর্টার : বাংলাদেশ তেল, গ্যাস ও খনিজসম্পদ করপোরেশনের (পেট্রোবাংলা) চেয়ারম্যান পদে অতিরিক্ত সচিব মো. রেজানুর রহমান যোগদান করেছেন। রেজানুর রহমান পূর্ববর্তী চেয়ারম্যান জনেন্দ্র নাথ সরকারের স্থলাভিষিক্ত হচ্ছেন। গত বৃহস্পতিবার (২ জানুয়ারি) সন্ধ্যায় যোগদান করলেও রোববার (৫ জানুয়ারি) থেকে দাপ্তরিক কার্যক্রম শুরু করেছেন তিনি। পেট্রোবাংলায় যোগদানের পূর্বে তিনি বিদ্যুৎ বিভাগে অতিরিক্ত সচিব পদে কর্মরত ছিলেন। ১৯৯৮ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডারের ১৭ তম ব্যাচে যোগদান করেন। কর্মকালীন সময়ে তিনি মাঠ প্রশাসনে প্রথম শ্রেণির ম্যাজিস্ট্রেট, সহকারী কমিশনার (ভূমি), উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও ডিডিএলজি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। এছাড়াও গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশনের (বিইআরসি) পরিচালক এবং দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) মহাপরিচালক

৭-এর পাতায় দেখুন

বিসিএস: পুনর্বিবেচনার আবেদন নিয়ে সচিবালয়ে প্রার্থীরা

স্টাফ রিপোর্টার : জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে পুনর্বিবেচনার আবেদন জমা দিতে সচিবালয়ের সামনে জড়ো হয়েছেন ৪৩তম বিসিএসে বাদ পড়া দুই শতাধিক চাকরি প্রার্থী। গতকাল রোববার সচিবালয়ে গিয়ে বাদ পড়ার কারণ জানতে চাওয়ার পাশাপাশি নিজেদের অবস্থান স্পষ্ট করে আবেদন জমার প্রস্তুতি নিয়ে এসেছেন তারা। বাদ পড়াদের একজন রায়হান নূর সচিবালয় গেইটে বলেন, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় নির্দেশনা অনুযায়ী, আজকে (রোববার) আমরা বাদপড়ারা আবেদন জমা দিতে এসেছি। আমরা কোনো রাষ্ট্র বিরোধী কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত নই। কোন ক্রাইটেরিয়ায় আমাদেরকে বাদ দেওয়া হয়েছে, সেটা স্পষ্ট বলতে হবে। অন্যথায় ৬ তারিখের মধ্যে আমাদেরকে ৪৩তম বিসিএসের চাকরির প্রজ্ঞাপনের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে এবং ১৫ তারিখে অন্য সবার সাথে

৭-এর পাতায় দেখুন

রমজান ঘিরে ফের দাম বাড়ানোর পায়তারা

দাম বাড়লেও কাটছে না ভোজ্য তেলের সংকট

স্টাফ রিপোর্টার : নিয়ন্ত্রণহীন নিত্যপণ্যের বাজার, এমন চিত্র পুরনো। সংকট যেন কাটছে না কিছুতেই। ফের সংকটে ভোজ্য তেল। দাম বাড়িয়েও মুক্তি মিলছে না। বাজারে বোতলজাত সয়াবিন তেল লিটার প্রতি বিক্রি হচ্ছে ১৭৫ টাকা। আর পাঁচ লিটারের বিভিন্ন ব্রান্ডের সয়াবিন তেল বিক্রি মূল্য ৮৫০-৮৫৫ টাকা। এক মাস আগে দাম বাড়লেও সয়াবিন তেলের কৃত্রিম সংকটের অভিযোগ উঠেছে। এখনও বাজারে সরবরাহ স্বাভাবিক নয় বলে দাবি করছেন খুচরা বিক্রেতারা। রোববার (৫ জানুয়ারি) রাজধানীর কারওয়ান বাজার, মধুবাগ ও রাম-পুরা বাজার ঘুরে এসব চিত্র দেখা গেছে। এ বিষয়ে মধুবাগের ব্যবসায়ী মাহাবুব বলেন, কয়েকদিন ধরে ডিলাররা তেল সরবরাহ করছে না। অর্ডার দিয়েও তেল পাচ্ছি না। অনেকেই তেল চাচ্ছে দিতে পারছি না। এক দফা দাম বৃদ্ধি পেয়েছে, তারপরও সরবরাহ স্বাভাবিক নয়। শুনছি সামনে রমজানকে ঘিরে আরেক দফা দাম বৃদ্ধির পায়তারা করছে বড় ব্যবসায়ীরা। অন্যদিকে পাইকারি বিক্রেতা জাহাঙ্গীর হোসেন বলেন, বাজারে সয়াবিন তেলের সংকট নেই। দাম ?বৃদ্ধির পর থেকে বাজারে ভোজ্য তেলের স্বাভাবিক সরবরাহ রয়েছে। আমরা চাহিদা অনুসারেই সরবরাহ করতে পারছি। গত ৯ ডিসেম্বর সয়াবিন তেলের দাম প্রতি লিটারে আট টাকা বেড়েছে। এর ফলে প্রতি লিটার বোতলজাত সয়াবিন তেল এখন বিক্রি হচ্ছে ১৭৫ টাকায়। প্রতি লিটার খোলা সয়াবিন তেলের দাম ১৪৯ টাকা থেকে বেড়ে ১৫৭-১৬০ টাকা। খোলা পাম তেলের লিটারও ১৪৯ টাকা থেকে বেড়ে ১৫৭ টাকা হয়েছে। এ ছাড়া বোতলজাত পাঁচ লিটার সয়াবিন তেলের দাম এখন ৮৫০ টাকা, যা আগে ছিল ৮১৮ টাকা। সয়াবিন ও পামতেলের সাম্প্রতিক আন্তর্জাতিক বাজারে উর্ধ্বমুখী দর বিবেচনায় নিয়ে পবিত্র রমযান মাসে পণ্যটির সরবরাহ স্বাভাবিক রাখার উদ্দেশ্যে কর অব্যাহতি দেয় জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর)। সয়াবিন ও পাম তেলের অব্যাহতির মেয়াদ আগামী ৩১ মার্চ পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে। ভোজ্যতেলের ওপর আমদানি পর্যায়ে ৫ শতাংশ মূসক ব্যতীত অন্য শুল্ক-করাদি প্রত্যাহার করা হয়। গত অক্টোবরে এমন আদেশ জারি করেছিল এনবিআর। আর ১৬ ডিসেম্বর ক্যানোলা ও সানফ্লাওয়ার তেল আমদানিতে আগাম কর সম্পূর্ণ প্রত্যাহার করার পাশাপাশি মূসক বা ভ্যাট হ্রাস করে প্রতিষ্ঠানটি। তারপরও ভোজ্য তেলের বাজার স্বাভাবিক হয়নি বলে ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়ই দাবি করছেন।

হাই কোর্টের এক বেঞ্চ 'কাগজমুক্ত', বিচারক বললেন 'নতুন যুগ'

স্টাফ রিপোর্টার : সুপ্রিম কোর্টের হাই কোর্ট বিভাগের একটি বেঞ্চে কাগজমুক্ত বিচারকাজ শুরু হয়েছে, যাকে নতুন যুগে প্রবেশ বলে মন্তব্য করেছেন ওই বেঞ্চের বিচারক। গতকাল রোববার বিচারপতি আহমেদ সোহেলের একক কোম্পানি বেঞ্চে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রথম এ ধরনের বিচারকাজ শুরু হলো। ২০২৪ সালের ৩১ ডিসেম্বর সুপ্রিম কোর্টের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে নতুন বছর কাগজমুক্ত বিচারকাজ শুরু করার বিষয়ে প্রধান বিচারপতি সৈয়দ রেফাত আহমেদের প্রত্যাশার কথা জানানো হয়। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ২০২৫ সালের মধ্যে প্রধান বিচারপতি ঘোষিত রোডম্যাপের সফল বাস্তবায়নের মাধ্যমে বিচারসেবাকে জনগণের দোড়গোড়ায় পৌঁছানোর জন্য বিভিন্নমুখী পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এরই অংশ হিসেবে

৭-এর পাতায় দেখুন

১২ দিনের মধ্যে পুড়ে যাওয়া ভবনের সংস্কার কাজ সম্পন্ন হবে : গণপূর্ত সচিব

স্টাফ রিপোর্টার : আগামী ১০ থেকে ১২ দিনের মধ্যে সচিবালয়ে পুড়ে যাওয়া ৭ নম্বর ভবনের চারটি ফ্লোরের সংস্কার কাজ সম্পন্ন হবে বলে জানিয়েছেন গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. হামিদুর রহমান খান। রোববার (৫ জানুয়ারি) বেলা সাড়ে ১১টার দিকে ৭ নম্বর ভবন পরিদর্শনে এসে সচিব সাংবাদিকদের এ কথা জানান। অগ্নিকাণ্ডের ঘটনার ১১ দিন পর এ ভবনটি খুলে দেওয়া হলো। গৃহায়ন ও গণপূর্ত সচিব বলেন, ক্ষতিগ্রস্ত চারটি ফ্লোরে সংস্কার কাজ শেষ করতে ১০ থেকে ১২ দিন লাগবে। এ সময়ের মধ্যে আমরা করে দিতে পারবো ইনশাআল্লাহ। আমাদের ইঞ্জিনিয়ার সাহেবরা বলেছেন তারা ১০-১২ দিনের মধ্যে করে দিতে পারবেন। আমরা চেষ্টা করবো যত তাড়াতাড়ি সংস্কার কাজ শেষ করা যায়। তিনি বলেন, ৭ নম্বর ভবনে এখনো পানি সরবরাহ করা সম্ভব হয়নি।

৭-এর পাতায় দেখুন

ঢাকার বায়ু দুর্যোগপূর্ণ দূষণে বিশ্বে শীর্ষে

স্টাফ রিপোর্টার : দীর্ঘদিন ধরে রাজধানী ঢাকা বায়ুদূষণের কবলে। বায়ুমানে আজ বিশ্বের দূষিত শহরের তালিকায় শীর্ষে রয়েছে ঢাকা। দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে ইরাকের রাজধানী বাগদাদ। রোববার (৫ জানুয়ারি) সকালে শহরটির বাতাসে দূষণ ভয়াবহ অবস্থায় রয়েছে। সকাল সাড়ে ৯টার দিকে আন্তর্জাতিক বায়ুমান প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান আইকিউএয়ারের তথ্যানু-যায়ী, ৪৪৫ স্কোর নিয়ে ঢাকা বিশ্বের দূষিত শহরের তালিকায় শীর্ষে রয়েছে। একই সময়ে বিশ্বের দূষিত শহরের তালিকায় ৪৪৪ স্কোর নিয়ে দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে ইরাকের রাজধানী বাগদাদ। এ ছাড়া ২৪৮ স্কোর নিয়ে তৃতীয় অবস্থানে রয়েছে পাকিস্তানের করাচি শহর, ২১৬ স্কোর নিয়ে চতুর্থ অবস্থানে রয়েছে ভিয়েতনামের হ্যানয় শহর এবং পঞ্চম অবস্থানে থাকা মঙ্গোলিয়ার রাজধানী উলানবাটরের স্কোর ২১২। একিউআই স্কোর শূন্য থেকে

৭-এর পাতায় দেখুন

রুমে দেওয়া ছারপোকা মারার ওষুধের গ্যাসে প্রাণ গেলো ২ শ্রমিকের

স্টাফ রিপোর্টার : রাজধানীর কামরাঙ্গীরচরে ছারপোকা মারার ওষুধের গ্যাসে ঘুমন্ত অবস্থায় দুই কারখানা শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। তারা হলেন- আবু বক্কর সিদ্দিক নাঈম (২১) ও মো. মোহন (১২)। তারা দুই জনই রেকসিনের লেডিস ব্যাগ তৈরির কারখানার শ্রমিক ছিলেন। নোয়াখালী জেলার বেগমগঞ্জ উপজেলার দুর্গাপুর ৬ নং ওয়ার্ডের অজি উল্লাহর ছেলে আবু বক্কর সিদ্দিক নাঈম। একই এলাকার আলাউদ্দিনের ছেলে মো. মোহন। ডিএমপির কামরাঙ্গীরচর থানার উপ-পরিদর্শক (এসআই) মো. মুছা এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, গত শনিবার দুপুরে সংবাদ পেয়ে কামরাঙ্গীরচর কয়লাঘাঁট শহিদুল্লাহর বাড়ি 'সাধন ভিল্লার নিচ তলার একটি কক্ষ থেকে মরদেহ দুটি উদ্ধার করা হয়। আইনি প্রক্রিয়া শেষে ময়নাতদন্তের জন্য মধ্যরাতে মরদেহগুলো ঢাকা

৭-এর পাতায় দেখুন

শীতকালে বাড়ে খেজুর গাছের কদর

স্টাফ রিপোর্টার : পৌষ মাস আসার সাথে সাথে শীতের তীব্রতা বেড়েছে। ঘন কুয়াশা আর হিমেল হাওয়ায় উপকূলে এখন শীতের আমেজ চলছে। শীত মানেই খেজুরের রস, শীত মানেই পিঠা। তাই শীত মৌসুম আসার সাথে সাথে ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন উপকূলীয় প্রত্যন্ত অঞ্চলের গাছিরা। শীত হলো খেজুর রস আহরণের মৌসুম। গাছিরা এখন খেজুর গাছ থেকে রস আহরণের যাবতীয় প্রস্তুতি ও সংগ্রহের জন্য ব্যস্ত। এ মৌসুমে আবহমান বাংলায় খেজুর রস থেকে তৈরি পিঠার উৎসব আর নবান্নের উৎসব একটি প্রাচীন ঐতিহ্য। খেজুর রসের পিঠা-পায়েস বাংলার উপাদেয় খাদ্যতালিকায় এখনও জনপ্রিয়। গাছিরা জানান, বছরজুড়ে অযত্ন আর

অবহেলায় পড়ে থাকলেও শীতকালে উপকূলের চাষিদের কাছে খেজুর গাছের কদর বেড়ে যায়। কারণ এ গাছ দিচ্ছে শীত মৌসুমজুড়ে আহরিত সুমিষ্ট রস। আর এ রস জ্বাল দিয়ে ঝোলা গুড়, দানা গুড় ও পাটালি তৈরি করা হয়। খেজুরের রস থেকে এক সময় বাদামি চিনিও তৈরি করা হতো। যার মৌতানো স্বাদ ও ঘ্রাণ সম্পূর্ণ ভিন্ন। খেজুর গাছের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যত বেশি শীত পড়বে; তত বেশি মিষ্টি রস দেবে। শীতের সকালে খেজুর রস পান শরীর ও মনে প্রশান্তি এনে দেয়। খেজুর গুড় আবহমান বাংলার সংস্কৃতির অনুষঙ্গ। খেজুরের নলেন গুড় ছাড়া শীত মৌসুমের পিঠা খাওয়া জমে না। খেজুর রস গ্রামবাংলায় শীত উদযাপনের সাথে মিলেমিশে একাকার। খেজুর রস ছাড়া শীত জমে না। পটুয়াখালীর উপকূলে

৭-এর পাতায় দেখুন

দুই গেটের মাঝে যাত্রী আটকা পড়ায় মেট্রোরেল চলাচল বন্ধ ছিল

স্টাফ রিপোর্টার : ট্রেন ও প্লাটফর্মের গেটের মাঝে দুই জন নারী যাত্রী আটকা পড়ায় কিছু সময়ের জন্য মেট্রোরেল চলাচল বন্ধ ছিল। মেট্রোরেল সূত্র বলছে, দুই দরজার মাঝে যাত্রী আটকা পড়ায় অটোমেটিক সিস্টেম অচল হয়ে পড়ে, এতে ট্রেন চলাচলে বিলম্ব হয়। গতকাল রোববার সকাল সাড়ে ৯টায় শেওড়াপাড়া স্টেশনে এই ঘটনা ঘটে। ঘটনার সময় স্টেশনে উপস্থিত থাকা যাত্রীরা জানানা, সকাল সকাল ৯টা ৩১ মিনিটে শেওড়াপাড়া স্টেশন মেট্রোরেল এসে থামলে সেখানে মহিলা বগিতে দুই জন নারী প্লাটফর্ম গেট ও ট্রেনের দরজার মধ্যে আটকা পড়ে। ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেড (ডিএমটিসিএল) এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক আবদুর রউফ বলেন, ট্রেনের গেটে টেকনিক্যাল সমস্যা দেখা দেয়। এতে দরজা বন্ধ হচ্ছিলো না। ফলে ২৮ মিনিটের

৭-এর পাতায় দেখুন

রাজধানীর পূর্বাচলে বাংলাদেশ-চায়না ফ্রেন্ডশিপ এক্সিবিশন সেন্টারে চলছে মাসব্যাপী ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্যমেলা। জমে উঠেছে বাণিজ্য মেলা। সকাল থেকে মেলা প্রাঙ্গণে ছিল দর্শনার্থীদের ভিড়। তবে এখনও অনেক স্টলের কাজ চলছে।

ইউরোপিয়ান ইউনির্ভাসিটির শিক্ষার্থী হত্যায় ৩ জনের মৃত্যুদণ্ড

স্টাফ রিপোর্টার : ২০১৯ সালে ইউরোপিয়ান ইউনির্ভাসিটি বাংলাদেশ এর সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের শিক্ষার্থী ইসমাইল হোসেন জিসান হত্যা মামলায় তিন জনকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছেন আদালত। দণ্ডপ্রাপ্তরা হলেন-হাসিবুল হোসেন ওরফে হাসিব, শ্রাবণ ওরফে শাওন ও আব্দুল্লাহ আল নোমান। তবে সজনী আক্তার নামে এক নারীর বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়ায় তিনি খালাস পেয়েছেন। গতকাল রোববার ঢাকার ৫ম অতিরিক্ত মহানগর দায়রা জজ ফারজানা ইয়াসমিনের আদালত এ রায় দেন। আসামিদের মধ্যে শাওন পলাতক রয়েছে। আদালত তার বিরুদ্ধে সাজা পরোয়ানাসহ গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করেছেন। অপর দুই আসামিকে কারাগার থেকে আদালতে হাজির করা হয়। রায় শেষে সাজা পরোয়ানা দিয়ে তাদের আবার কারাগারে পাঠানো হয়। সংশ্লিষ্ট আদালতের অ্যাডিশনাল পাবলিক

৭-এর পাতায় দেখুন

সম্পাদক ও প্রকাশক : মোহাম্মদ আলী কর্তৃক গাজী ভবন (৩য় তলা), প্লট : ৩৫, রোড : ২, ব্লক : খ, সেকশন : ৬, মিরপুর, ঢাকা থেকে প্রকাশিত। তুহিন প্রেস, ২১৯/২, ফকিরাপুল (১ম গলি), মতিঝিল, ঢাকা থেকে মুদ্রিত।
ফোন : ০৯৬৩৮-৩৬০৭৪৩, **ই-মেইল :** news.manabikbangladesh@gmail.com, **ওয়েবসাইট :** www.manabikbangladesh.com.

সিনিয়র সহকারী সচিব হলেন ১৫

নেতৃত্বে শপথ নেওয়া অন্তর্বর্তী সরকার পাঁচ মাস সময় পার করেছে। এই কয়েক মাসে শেখ হাসিনা সরকারের রেখে যাওয়া প্রশাসনে রদবদল, উল্লেখযোগ্য সংখ্যক কর্মকর্তাকে বাধ্যতামূলক অবসর, চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ বাতিল এবং গত সরকারের আমলে বঞ্চিতদের পদোন্নতির সিদ্ধান্ত এসেছে একের পর এক। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, আর্থিক প্রতিষ্ঠান, পুলিশ, আইন-আদালত, সশস্ত্র বাহিনী, হাসপাতাল ও সেবাখাত, জনপ্রশাসন সব জায়গায় পরিবর্তন অব্যাহত আছে।

আনসার-ভিডিপি যেন তৃণমূল

দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে আত্মনিয়োগ করতে হবে। ভিডিপি সদস্যদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জনের জন্য আনসার-ভিডিপি ক্লাবভিত্তিক কো-অপারেটিভ কার্যক্রম জোরদার করতে ইতোমধ্যে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সহযোগিতা ক্ষেত্র চিহ্নিত করা হয়েছে। অনুষ্ঠানে বাহিনীর অতিরিক্ত মহাপরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল ফিদা মাহমুদ, একাডেমির কমান্ড্যান্ট, উপ-মহাপরিচালকরা এবং বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারী ও সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন। আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি আনসার বাহিনীর প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে জাতীয় সমাবেশ অনুষ্ঠিত হবে। আজকের এই ভিডিপি প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর দিনে ওই সমাবেশের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন ঘোষণা করা হয়। এ উপলক্ষে মহাপরিচালকের নেতৃত্বে একটি র‍্যালি বের করা হয়। র‍্যালি শেষে তিনি সমাবেশ কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য দিক-নির্দেশনা দেন এবং সমাবেশের সফলতা কামনা করেন।

২৬ মিনিট বন্ধ ছিল মেট্রোরেল

স্বাভাবিক রয়েছে। তবে তিনি যাত্রী আটকে পড়ার বিষয়টি সম্পর্কে বিস্তারিত বলতে পারেননি।

পাচার হওয়া টাকা ফেরানোয়

দেওয়া হয়েছে পুনর্গঠিত টাস্কফোর্সকে। পাচারবিরোধী সবচেয়ে বড় সংস্থা গ্লোবাল ফিন্যান্সিয়াল ইন্টিগ্রিটিকেও আনুষ্ঠানিকভাবে কোনো চিঠি দিতে পারেনি সরকার। বিশ্বব্যাপী পাচারকারীদের সবচেয়ে নিরাপদ ব্যাংক হিসেবে পরিচিত সুইস ন্যাশনাল ব্যাংকেও (এসএনবি) আনুষ্ঠানিকভাবে কোনো চিঠি দেওয়া সম্ভব হয়নি। জানা গেছে, ২৯ সেপ্টেম্বর পুনর্গঠিত টাস্কফোর্সের কার্যপরিধি বাড়ানো হয়েছে। এত দিন কার্যপরিধিতে তিনটি বিষয় থাকলেও এবার করা হয়েছে ছয়টি। এগুলো হলো বাংলাদেশ থেকে বিদেশে পাচার হওয়া অর্থ বা সম্পদ চিহ্নিত করা। পাচার করা সম্পদ উদ্ধারে হওয়া মামলাগুলোর কার্যক্রম দ্রুত নিষ্পত্তি করার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতাগুলো চিহ্নিত করা ও তা দূর করার উদ্যোগ নেওয়া। বিদেশে পাচার করা অর্থ ফেরত আনার উদ্যোগ নেওয়া। জব্দ বা উদ্ধার সম্পদের ব্যবস্থাপনার জন্য উদ্যোগ নেওয়া। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট দেশ, বিদেশি সংস্থার সঙ্গে যোগাযোগ ও তথ্য আহরণ করা এবং পাচার করা সম্পদ উদ্ধারে সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলোর সক্ষমতা বৃদ্ধি ও অভ্যন্তরীণ সমন্বয় সাধন করা। টাস্কফোর্সের সদস্য পুলিশের সিআইডি শাখার প্রধান ও অতিরিক্ত আইজিপি মো. মতিউর রহমান শেখ বলেন, এ-সংক্রান্ত টাস্কফোর্স কাজ করছে। তবে দৃশ্যমান অগ্রগতির জন্য আরেকটু সময়ের প্রয়োজন হবে। রোববার বিকাল ৪টায় বাংলাদেশ ব্যাংকে এ টাস্কফোর্সের তৃতীয় সভা অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংক সূত্র জানায়, টাকা ফেরত আনার সব সম্ভাবনা ও বাধাকে সামনে রেখে কাজ করছে টাস্কফোর্স। এর অংশ হিসেবে আজকের বৈঠকে একটি কর্মকৌশলও চূড়ান্ত হওয়ার কথা রয়েছে। বৈঠকে একটি প্রেজেন্টেশনও দেওয়া হবে। একই সঙ্গে যেসব দেশে বাংলাদেশি অর্থ পাচার করা হয়েছে সেসব দেশের সঙ্গে কেস-টু কেস ভিত্তিতে যোগাযোগ করা হবে। এ জন্য সুইস ন্যাশনাল ব্যাংক, জিএফআই ও বিশ্বব্যাংকের সহায়তা নেওয়ার কথা জানানো হয়েছে। এ বিষয়ে জানতে চাইলে দুর্নীতিবিরোধী আন্তর্জাতিক সংস্থা টিআইবির নির্বাহী পরিচালক ড. ইফতেখারুজ্জামান বলেন, পাচারের অর্থ ফেরত আনা খুবই জটিল ও লম্বা প্রক্রিয়া। এটা যে দেশে পাচার হয়েছে সে দেশেরও সহযোগিতা লাগবে। সেখানেও বিচার হতে হবে। তবে এখন যেহেতু একটা বিশেষ সরকার ক্ষমতায় আছে। এ কাজে তৎপরতাও দেখাচ্ছে। এর প্রতি বিশ্ববাসীর সমর্থনও আছে ফলে আশা যায় টাকা ফেরতে ইতিবাচক কিছু হবে। তবে বিশ্বব্যাপী পাচারকৃত অর্থের ফেরতের পরিসংখ্যান খুবই কম। আপনি হয়তো জানেন অনুন্নত দেশগুলো থেকে মোট পাচার হওয়া অর্থের মাত্র ১ শতাংশ ফেরত আনা সম্ভব হয়েছে। তিনি আরও বলেন, আমাদের এখান থেকে পাচার হয়েছে এটা শুধু আমাদেরই ব্যর্থতা বা অপরাধ নয়, এটা সে দেশেরও ব্যর্থতা যে দেশে টাকাটা গেছে। এ ছাড়া এ-সংক্রান্ত যে টাস্কফোর্স করা হয়েছে সে টাস্কফোর্সের প্রধান হওয়া উচিত অ্যাটর্নি জেনারেল অফিস। কেননা এগুলো আইন ও বিচার-সংক্রান্ত কাজকর্ম। ফলে এটার প্রধান দায়িত্ব যে, বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নরকে দেওয়া হয়েছে সেটার সংশোধন হওয়া দরকার বলে তিনি মনে করেন। ড. ইউনূস সরকারপ্রধান হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার পর শেখ হাসিনার টানা তিন মেয়াদের যে শ্বেতপত্র প্রকাশ করে তাতে দুর্নীতি ও টাকা পাচারের ভয়াবহ চিত্র উঠে আসে। গত ১ ডিসেম্বর শ্বেতপত্র প্রণয়ন কমিটি প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের কাছে প্রতিবেদন হস্তান্তর করে। এতে উল্লেখ করা হয়, বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে, ২০০৯ থেকে ২০২৩ সালের মধ্যে ২৩ হাজার ৪০০ কোটি ডলার বিদেশে পাচার হয়েছে। বর্তমান বাজার দরে (প্রতি ডলারের দাম ১২০ টাকা) এর পরিমাণ ২৮ লাখ কোটি টাকা। এই হিসাবে প্রতি বছর গড়ে ১ লাখ ৮০ হাজার কোটি টাকা পাচার হয়েছে। শ্বেতপত্র প্রতিবেদনের তথ্য আমলে নিয়ে টাস্কফোর্সের দ্বিতীয় সভার কার্যবিবরণীতে বলা হয়েছে, গত কয়েক বছরে অর্থ পাচার বাংলাদেশে উদ্বেগজনক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রতিবছর মোট দেশজ উৎপাদনের (জিডিপি) ৩ দশমিক ৪ শতাংশের পরিমাণ অর্থ পাচার হয়েছে। এ ছাড়া ২০২৩-২৪ অর্থবছরে রপ্তানি আয় ও প্রবাসী আয় থেকে যত অর্থ এসেছে, এর এক-পঞ্চমাংশ পরিমাণ অর্থ এক বছরে পাচার হয়। বিদেশি ঋণ ও বিনিয়োগ হিসেবে যত অর্থ আসে, এর দ্বিগুণ পরিমাণ অর্থ পাচার হয়। এদিকে পাচার হওয়া অর্থ ফেরাতে টাস্কফোর্সকে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে সব ধরনের সহায়তা দেওয়া হচ্ছে বলে জানা গেছে।

এস আলমের নিয়ন্ত্রণে থাকা ৪

ছুটিতে পাঠানো হয়। তাকে আগামী তিন মাসের জন্য ছুটিতে পাঠানো হয়। এ সময়ে ভারপ্রাপ্ত এমডির দায়িত্ব পালন করবেন ব্যাংকটির অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক আবু রেজা মো. ইয়াহিয়া। ব্যাংকটির চেয়ারম্যান মোহাম্মদ আবদুল মান্নান গণমাধ্যমকে এ তথ্য জানিয়েছেন। জানা গেছে, বাংলাদেশ ব্যাংক গত বৃহস্পতিবার ৬ ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের সদস্যদের নিয়ে জরুরি বৈঠক করে। সেখানে এসব ব্যাংকে অধিকতর তদন্ত করে পরবর্তী ব্যবস্থা নেওয়ার লক্ষ্যে এস আলম ঘনিষ্ঠ ব্যবস্থাপনা পরিচালকসহ ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সরিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নির্দেশনার আলোকে ফার্স্ট সিকিউরিটি ব্যাংক শনিবার পরিচালনা পর্ষদের জরুরি বৈঠক করে এ সিদ্ধান্ত নিয়েছে। রবিবার এস আলমের নিয়ন্ত্রণমুক্ত হওয়া সোশ্যাল ইসলামী ব্যাংকের পর্ষদের জরুরি সভা ডাকা হয়েছে। অন্য ব্যাংকগুলোর উচ্চ পদে শিগগিরই পরিবর্তন আসবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংকের চেয়ারম্যান ছিলেন এস আলম গ্রুপের কর্ণধার সাইফুল আলম মাসুদ। সরকার পরিবর্তনের পর গত ১ সেপ্টেম্বর ব্যাংকটির পরিচালনা পর্ষদ ভেঙে পুনর্গঠন করে বাংলাদেশ ব্যাংক। ব্যাংকটির চেয়ারম্যানের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে ইসলামী ব্যাংকের সাবেক ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোহাম্মদ আবদুল মান্নানকে। ২০১৭ সালে এস আলম ইসলামী ব্যাংক দখলের সময় আব্দুল মান্নানকে জোরপূর্বক তুলে নিয়ে পদত্যাগ করানো হয়।

বেড়েছে ডায়রিয়া রোগীর

ভবনের শুরুতেই নার্সরা এন্ট্রি নিচ্ছেন এবং চিকিৎসকরা রোগীদের দেখভাল করছেন। এই দুই বুথে ভিড় লেগেই আছে সারাদিন। এর ভেতরেই ইমার্জেন্সি ওয়ার্ডে চিকিৎসা নিচ্ছেন ডায়রিয়া আক্রান্ত শিশু ও বয়স্করা। আর আউটপেশেন্ট ডিপার্টমেন্ট (ওপিডি) এ শিশুদের খাওয়ানো হচ্ছে স্যালাইন। মহাখালীর হাসপাতালটিতে গিয়ে দেখা যায়, ইমার্জেন্সি রুমের বেডে তিন বছরের শিশু মুসাকে নিয়ে শুয়ে আছেন তার বাবা মো. বিপ্লব হোসেন। তারা এসেছেন কেরানিগঞ্জ থেকে। দুই দিন ধরে ছেলের মাঝে মাঝে পাতলা পায়খানা হচ্ছিল। শুক্রবার (৩ জানুয়ারি) অনেক বেশি বেড়ে যায়, সঙ্গে জ্বরও আসে। এজন্য রাতেই তাকে নিয়ে আইসিডিডিআর,বির হাসপাতালে নিয়ে আসেন তিনি। পাশের আরেকটি বেডে ছেলে মো. ইউসুফ আলীকে কোলে নিয়ে বসে আছেন মা শারমিন আক্তার। তারা এসেছেন জামালপুর থেকে। ছেলে ইউসুফ আলীর বয়স ১১ মাস। প্রায় ছয় দিন ধরে পাতলা পায়খানা ইউসুফের। জামালপুরে ডাক্তার দেখানও হলেও লাভ হয়নি। তাই ঢাকায় নিয়ে এসেছেন। চিকিৎসকরা বলেছেন, তাকে স্যালাইন খাওয়াতে। হাসপাতালে আগত শিশুদের ইমার্জেন্সি ওয়ার্ডে নিয়ে গুরুতর না হলে কিছু সময় চিকিৎসা ও স্যালাইন খাইয়ে ও পরামর্শ মোতাবেক ছুটি দিয়ে দেওয়া হচ্ছে। আইসিডিডিআর,বির দেওয়া তথ্যে দেখা যায়, ১ জানুয়ারি ডায়রিয়া নিয়ে ৮৫০ শিশু হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিল। কোনো কোনো দিন নয় শতাধিক রোগী ভর্তি হচ্ছে। ২৪ নভেম্বর থেকে ১ জানুয়ারি পর্যন্ত ভর্তি হওয়া রোগী হিসাব করলে দেখা যায়, দৈনিক ৮৫০ জন ভর্তি হয়েছে। এর মধ্যে ৭৯ দশমিক ৪ শতাংশ শিশু। এদের বয়স পাঁচ বছরের কম। পরিসংখ্যান পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, দুই বছর বা তার কম বয়সী শিশুর সংখ্যা ৭৬ শতাংশের বেশি। শুক্রবার (৩ জানুয়ারি) ৬৪৮ জন ডায়রিয়া আক্রান্ত রোগী হাসপাতালে আসেন। শনিবার (৪ জানুয়ারি) সকাল থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত ২৬৭ জন ডায়রিয়া রোগী হাসপাতালে চিকিৎসা নিতে এসেছেন। এর আগে, ২০২৪ সালের ২৮ ডিসেম্বর এ হাসপাতালে চিকিৎসা নেন ৮৯১ জন, ২৯ ডিসেম্বর ৮২৬ জন, ৩০ ডিসেম্বর ৯১৩ জন, ৩১ ডিসেম্বর ৮৮৪ জন।

আইসিডিডিআর,বির জ্যেষ্ঠ কমিউনিকেশন ম্যানেজার এ কে এম তারিফুল ইসলাম খান বলেন, প্রতিবছর শীত এলেই ডায়রিয়া রোগে আক্রান্তের সংখ্যা বাড়ে। বিশেষ করে নভেম্বর, ডিসেম্বর, জানুয়ারি ও ফেব্রুয়ারি এই চার মাস রোটাভাইরাসের প্রভাব বেশি থাকে। তিনি আরও বলেন, আইসিডিডিআর,বিতে ভর্তিপ্রতি ৫০তম রোগীর টয়লেট পরীক্ষা করে দেখা হয়-ডায়রিয়ার কারণ ভাইরাস নাকি ব্যাকটেরিয়াজনিত। পরীক্ষায় দেখা গেছে, বর্তমান সময়ে ৪০ থেকে ৫০ শতাংশ রোগীর ডায়রিয়া হচ্ছে রোটাভাইরাসের কারণে। বাকি ৫০ শতাংশ অন্য ভাইরাস কিংবা ব্যাকটেরিয়ার কারণে হচ্ছে। শিশুস্বাস্থ্যবিশেষজ্ঞদের একটি অংশ বলছেন, রোটাভাইরাসের টিকা আছে। ভারত ও আফগানিস্তানে রোটাভাইরাসের টিকা ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হয়। বিশিষ্ট শিশুরোগবিশেষজ্ঞ ও ঢাকা মেডিকেল কলেজের শিশু বিভাগের সাবেক প্রধান অধ্যাপক আবিদ হোসেন মোল্লা বলেন, বাংলাদেশের সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচিতে (ইপিআই) রোটাভাইরাসের টিকা অন্তর্ভুক্ত করা উচিত। আইসিডিডিআর,বির বিজ্ঞানীরা বলছেন, সরকারের পক্ষ থেকে ওআরএসের ব্যাপারে মায়েদের ও স্বাস্থ্যকর্মীদের সচেতনতা বাড়ানোর উদ্যোগ নিতে হবে। শিশুকে ঘরের বাইরের খাবার খাওয়ানো থেকে বিরত থাকতে হবে। বিশুদ্ধ খাবার পানি খাওয়াতে হবে। শিশুকে খাওয়ানোর আগে হাত সাবান দিয়ে ধুতে হবে। শিশুর মল পরিষ্কার করার পরও হাত ভালো করে পরিষ্কার করতে হবে। আইসিডিডিআর,বির বিজ্ঞানী ডা. লুবাবা শাহরিন বলেন, অতিরিক্ত বমি করলে, কিছু খাওয়াতে না পারলে, আচরণগত পরিবর্তন দেখা দিলে, অনেক জ্বর থাকলে, পায়খানার সঙ্গে রক্ত গেলে হাসপাতালে নিয়ে আসতে হবে। বমিরও একটা বিষয় আছে, ঘণ্টায় যদি তিনবারের বেশি বমি করে, তার মানে সে কিছুই পেটে রাখতে পারছে না। স্যালাইন দিচ্ছেন আর সে বের করে দিচ্ছে, তাহলে হাসপাতালে নিতে হবে। ভাইরাল ডায়রিয়ায় জ্বর থাকে। কিন্তু যদি অতিরিক্ত জ্বর থাকে, তাহলেও হাসপাতালে আনতে হবে। শিশুর মানসিক আচরণে পরিবর্তন হলে। শিশু যে রকম হাসিখুশি থাকে, খেলাধুলা করে, যাদের ডায়রিয়া হয় তাদেরও কিন্তু অ্যাক্টিভিটি স্বাভাবিক থাকে। যদি দেখা যায় বাচ্চা একেবারে নেতিয়ে পড়েছে, ঘাড় সোজা করে রাখতে পারছে না, শিশুর মুখে খাবার দেওয়া যাচ্ছে না অথবা ভীষণ খিটখিটে হয়ে গেছে, অর্থাৎ কোনোভাবেই তাকে শান্ত করা যাচ্ছে না। এই পরিবর্তনগুলো অ্যালার্মিং সাইন। তাহলে শিশুকে হাসপাতালে আনতে হবে। বয়স ও ওজন অনুযায়ী স্যালাইন না খাওয়ালে শিশুদের জটিলতা দেখা দিতে পারে। স্যালাইন ডায়রিয়ার জন্য অবশ্যই ওষুধ হিসেবেই খাওয়াতে হবে। সঠিক নিয়মেই বানাতে হবে। বাজারে যে ওরস্যালাইন পাওয়া যায় তার পেছনে নির্দেশনা লেখা থাকে, সে অনুযায়ী খাওয়াতে হবে। বেশিরভাগ স্যালাইনেই আধা লিটার বোতলে মিশ্রণ করতে হয়। এরপর বয়স অনুযায়ী পরিমাণ মতো খাওয়াতে হয়। যেমন সাধারণত শিশুর বয়স যতো তত চা চামচ স্যালাইন খাওয়ানো বাচ্চার জন্য যথেষ্ট। যতবার তাদের স্টুল পাস বা পাতলা পায়খানা হওয়ার পর ওজন অনুযায়ী এক চামচ করে (১০ কেজি হলে ১০ চামচ) স্যালাইন খাওয়াতে হবে।

মিলেমিশে বেসিক ব্যাংক লুট

উচিত সরকারের। শেখ আবদুল হাই বাচ্চুর যোগসাজশের মাধ্যমে বেসিক ব্যাংকে লুটপাটের কাজ শুরু হয়। ২০০৯ সালে বাচ্চুকে চেয়ারম্যান নিয়োগ দেওয়ার পরে তার মেয়াদ বাড়ানো হয়। ২০০৯-১৪ সালে বাচ্চুর মেয়াদে নজিরবিহীন অনিয়মের মাধ্যমে ব্যাংকটির সাড়ে চার হাজার কোটি টাকা লুটে নেওয়া হয়। লুটপাটের ফলে বেসিক ব্যাংকের দেওয়া ঋণের ৬৪ শতাংশই এখন খেলাপি। গত ১০ বছরে ব্যাংকটির লোকসান হয়েছে ৪ হাজার ৩৩০ কোটি টাকা।

বেসিক ব্যাংক সূত্র জানায়, ২০০৯ সালের ১০ সেপ্টেম্বর সাবেক সংসদ সদস্য শেখ আবদুল হাই ওরফে বাচ্চুকে বেসিক ব্যাংকের চেয়ারম্যান নিয়োগ দেওয়া হয়। যোগ দেন ৫ অক্টোবর। তখন সরকারি কর্মকর্তাদের মধ্যে ব্যাংকটির পরিচালক হিসেবে নিয়োগ পান মহিলা ও শিশুবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ভারপ্রাপ্ত সচিব রাজিয়া বেগম, বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশনের চেয়ারম্যান মো. সিদ্দিকুর রহমান, ফখরুল ইসলাম, শ্যামসুন্দর শিকদার। সিদ্দিকুর রহমান মারা যাওয়ায় বিসিকের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান হিসেবে ব্যাংকের একটি (২৭৬তম) পর্ষদ সভায় যোগ দিয়েছিলেন খায়রুল আনাম। এ ছাড়াও পরিচালক ছিলেন অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগের যুগ্ম সচিব বিজয় ভট্টাচার্য, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের যুগ্ম সচিব কামরুন নাহার আহমেদ, সাবেক অতিরিক্ত সচিব একেএম রেজাউর রহমান, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মহাপরিচালক নিলুফার আহমেদ, শুভাশিষ বসু, সাবেক কাস্টমস কমিশনার শাখাওয়াত হোসেন। বেসরকারি প্রতিনিধি হিসেবে নিয়োগ পান চাঁদপুর চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির সভাপতি জাহাঙ্গীর আখন্দ সেলিম, কুষ্টিয়ার ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের তথ্য ও হিসাববিজ্ঞান ব্যবস্থাপনা বিভাগের চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. কাজী আখতার হোসেন, এআরএস লুব বাংলাদেশের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. আনোয়ারুল ইসলাম, চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টস প্রতিষ্ঠান ইসলাম আফতার কামরুল অ্যান্ড কোম্পানির পার্টনার একেএম কামরুল ইসলাম, আওয়ামী লীগের মুখপত্র উত্তরণের সহকারী সম্পাদক আনিস আহমেদ। রাজিয়া বেগম ও সিদ্দিকুর রহমান ২০১০ সালের ৩১ জুলাই মানিকগঞ্জে সড়ক দুর্ঘটনায় মারা যান। তাঁরা দুজন ওই দিন গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় বেসিক ব্যাংকের শাখা উদ্বোধন করতে যাচ্ছিলেন। ব্যাপক সমালোচনার মুখে ২০১৪ সালের ৫ জুলাই পদত্যাগ করেন আবদুল হাই বাচ্চু। তখন সাবেক বেসিক ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালকের (এমডি) দায়িত্বে ছিলেন একেএম সাজেদুর রহমান, শেখ মনজুর মোর্শেদ ও কাজী ফখরুল ইসলাম। ২০০৮ সালের ২৩ জুলাই থেকে ২০১০ সালের ২৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত এমডি হিসেবে ছিলেন একেএম সাজেদুর রহমান। ২০১০ সালের ২৬ ডিসেম্বর থেকে ২০১১ সালের ৮ জুন পর্যন্ত ছিলেন শেখ মনজুর মোর্শেদ। মনজুর মোর্শেদের পর এমডি হিসেবে নিয়োগ পান কাজী ফখরুল ইসলাম। ২০১৪ সালের ২৫ মে তাকে অপসারণ করে বাংলাদেশ ব্যাংক। শেখ আবদুল হাই বাচ্চুর আমলে বেসিক ব্যাংকের পরিচালক হিসেবে নিয়োগ পাওয়া এসব সরকারি কর্মকর্তা বেশির ভাগই পরবর্তী সময়ে পদোন্নতিসহ বিভিন্ন সিনিয়র সচিব, সচিব হন এবং গুরুত্বপূর্ণ পদে পদায়ন হন। ওই সময় ব্যাংকটির পরিচালক ছিলেন সাবেক সচিব শ্যামসুন্দর সিকদার, যিনি পরে টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রক সংস্থা বিটিআরসির চেয়ারম্যান হন। শুভাশিষ বসু হয়েছিলেন রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর (ইপিবি) চেয়ারম্যান এবং পরে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব। পরিচালনা পর্ষদের যারা সদস্য ছিলেন তাঁরা প্রায় সবাই এখন বিদেশে আরাম-আয়েশে জীবন কাটাচ্ছেন। বেসিক ব্যাংকের পরিচালক সরকারি কর্মকর্তারা পরবর্তী সময়ে পদোন্নতিসহ নানা রকম সুবিধা পাওয়ায় বিশ্লেষকরা মনে করেন আবদুল হাই বাচ্চু একা নন, তাঁর নেতৃত্বাধীন পরিচালনা পর্ষদ ও এমডিও বেসিক ব্যাংক লুটপাটের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। তাই তাঁকেও বিচারের মুখোমুখি করা হোক। লুটপাটের মাধ্যমে অর্জিত সম্পদের হিসাব নেওয়ার ব্যবস্থা করার পরামর্শ দিয়েছেন সংশ্লিষ্টরা। ব্যাংকটির পরিচালনা পর্ষদের মধ্যে মাত্র দুইজন পরিচালক লুটপাটের প্রতিবাদ করেছিলেন। তারা হলেন সনদপ্রাপ্ত হিসাববিদ কামরুল ইসলাম এবং সাবেক অতিরিক্ত সচিব এ কে এম রেজাউর রহমান। আবদুল হাই বাচ্চুর অনিয়ম-দুর্নীতির চিত্র তুলে ধরে ২০১৩ সালের জুলাই মাসে রেজাউর রহমান অর্থ মন্ত্রণালয়ে চিঠি পাঠিয়েছিলেন। রেজাউর রহমান এবং কামরুল ইসলামকে বেসিক ব্যাংকে আর ঢুকতে দেয়নি বাচ্চু সিন্ডিকেট। এ বিষয়ে জানতে চাইলে পলিসি এক্সচেঞ্জ বাংলাদেশের চেয়ারম্যান এম মাসরুর রিয়াজ বলেন, রাজনৈতিক, অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক, ব্যবসায়ী, বেসিক ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদ ও ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের একটি চক্র মিলে ব্যাংকটি লুটপাট করেছে। পুরো ব্যাংক খাতে যে লুটপাটের চক্র গড়ে উঠেছিল বাচ্চু ছিল তারই অংশ। এঁদের সবাইকে একযোগে জবাবদিহির আওতায় আনা উচিত। এ বিষয়ে বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠানের (বিআইডিএস) সাবেক মহাপরিচালক ড. মুস্তফা কে মুজেরী বলেন, চেয়ারম্যান হিসেবে শেখ আবদুল হাই বাচ্চু বড় অপরাধী, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। একই সঙ্গে পরিচালনা পর্ষদে যারা ছিলেন, ব্যাংকের ব্যবস্থাপনায় যারা ছিলেন, বিশেষ করে ব্যবস্থাপনা পরিচালকসহ ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা লুটপাটের কার্যক্রম বাস্তবায়ন করেছেন। তিনি আরও বলেন, তদারকি সংস্থা হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংকেরও দায় আছে। কারণ তারা লুটপাট করতে দিয়েছে, কোনো ব্যবস্থা নেয় নাই। বেআইনিভাবে ব্যাংকটি লুটপাট করা হয়েছে। যারা বাচ্চুকে চুরি করার জন্য দরজা খুলে দিয়েছে, সহায়তা করেছে তারাও অপরাধী। বাংলাদেশ ব্যাংক, অর্থ মন্ত্রণালয় এবং সরকারও এই লুটপাটের সঙ্গে জড়িত। আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগেরও এই নজরদারির মধ্যে থাকার কথা ছিল। কাজেই এই অপরাধের জন্য অর্থ মন্ত্রণালয়, সরকার, বাংলাদেশ ব্যাংকসহ সংশ্লিষ্ট কেউ দায়ভার এড়াতে পারে না। নিজ নিজ দায়িত্ব পালন না করার কারণে সবাই অপরাধী। বেসিক ব্যাংক লুটপাটের সঙ্গে যারা জড়িত সবাই বেআইনি সুযোগ সুবিধা গ্রহণ করেছে। কাজেই তাদের সবারই বিচার হওয়া উচিত। এদিকে বেসিক ব্যাংক ঋণ কেলেঙ্কারির ঘটনায় দায়ের করা ১৬ দুর্নীতির মামলার তিন তদন্তকারী কর্মকর্তাকে তলব করেছেন আদালত। তাদের বিরুদ্ধে কেন ব্যবস্থা নেওয়া হবে না, তা জানতে চাওয়া হয়েছে। তারা ত্রুটিপূর্ণ প্রতিবেদন আদালতে উপস্থাপন করেছেন। এসব প্রতিবেদনে ব্যাংক পর্ষদে যারা ছিলেন বিশেষ করে তারা সরকারি কর্মকর্তা হিসেবে পর্ষদ সদস্য ছিলেন, তাদের বাদ দিয়ে প্রতিবেদন তৈরি করা হয়েছে। ঢাকার ১ নম্বর বিশেষ জজ আদালতের বিচারক আবুল কাশেম গত বৃহস্পতিবার এ আদেশ দেন। আদেশে ব্যাংকের দুর্নীতির সঙ্গে পরিচালনা পর্ষদ জড়িত কি না, সে বিষয়ে ব্যাখ্যা চেয়েছেন আদালত। তলব করা কর্মকর্তারা হলেন দুদকের পরিচালক মোহাম্মদ মোরশেদ আলম, উপ-পরিচালক মোহাম্মদ ইব্রাহীম ও সিরাজুল হক। এ তিন কর্মকর্তা মামলাগুলো তদন্ত করে চার্জশিট দাখিল করেছেন।

সৌদি কোম্পানিকে অতীতে

অনেক বড় বড় কোম্পানি যেমন অ্যাপল, আইবিএমের মতো ৪৫০টি কোম্পানি কাজ করছে। তিনি বলেন, সৌদি আরব বাংলাদেশের অর্থনৈতিক জোনে বিনিয়োগে আগ্রহী। সৌদি কোম্পানিকে এখানে আমরা আমন্ত্রণ জানাবো। সৌদি রাষ্ট্রদূত অভিযোগ করেন, সৌদি আরবের আরামকো কোম্পানি বাংলাদেশে ২০১৮ থেকে ২০২২ সালের মধ্যে তিন বার বিনিয়োগের জন্য এসেছিল, কিন্তু কেউ অভ্যর্থনা জানায়নি। সৌদি রাষ্ট্রদূত বলেন, বাংলাদেশের ৩০ লাখ মানুষ সৌদি আরবে কাজ করছেন। আমরা বাংলাদেশের সঙ্গে সম্পর্ক গড়তে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। আমরা আরো বড় পরিসরে বহুমুখী সম্পর্ক গড়ে তুলতে চাই। শুধু হজ, কর্মী নিয়োগ, অনুদান নয়, এর বাইরেও বাণিজ্যসহ আরো নানা দিকে সম্পর্ক বিস্তৃত করতে চাই। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন অর্থ, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক উপদেষ্টা ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ। এতে বিশেষ অতিথি ছিলেন পররাষ্ট্র উপদেষ্টা মো. তৌহিদ হোসেন। এতে স্বাগত বক্তব্য রাখেন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সচিব (পূর্ব) মো. নজরুল ইসলাম, পলিসি এক্সচেঞ্জের চেয়ারম্যান এবং সিইও ড. এম মাসরুর রিয়াজ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করবেন পররাষ্ট্র সচিব রাষ্ট্রদূত এম জসীম উদ্দিন।

স্ত্রীসহ তাপসের ৮০ কোটির

অনিয়ম ও দুর্নীতি এবং ক্ষমতার অপব্যবহারের মাধ্যমে তার জ্ঞাত আয়ের উৎসের সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ ৭৩ কোটি ১৯ লাখ ৬৭ হাজার ৩৭ টাকা মূল্যের সম্পদের অসাধু উপায়ে অর্জন করেন। ফজলে নূর তাপস নিজ নামীয় ২৭টি ব্যাংক হিসাবে ২০১৩ থেকে ২০২৪ পর্যন্ত সময়ে তার জ্ঞাত আয়ের সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ ৫৩৫ কোটি ৩৩ লাখ ৫৮ হাজার ৫২৮ টাকা জমা ও ২৩৪ কোটি ৮২ লাখ ৬৬ হাজার ৭৫০ টাকা উত্তোলন করে তার ব্যাংক হিসাবে মোট ৫৩৯ কোটি ১৬ লাখ ২৫ লাখ ২৭৮ লেনদেন করেন। একইসঙ্গে ৫ লাখ ১৭ হাজার ৫২৭ মার্কিন ডলার অস্বাভাবিক লেনদেন করেন। অপর মামলায় আসামি করা হয়েছে ফজলে নূর তাপসের স্ত্রী আফরিন তাপসকে। ওই মামলার এজাহারে বলা হয়, আসামি তার স্বামী শেখ ফজলে নূর তাপসের সহায়তায় আয়ের উৎসের সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ ৬ কোটি ৪০ লাখ ৮৯ হাজার ৯৮ টাকা মূল্যের সম্পদের মালিকানা অসাধু উপায়ে অর্জন করেন। তার নিজ নামীয় ৯টি ব্যাংক হিসাবে ৭০ কোটি ৮৯ লাখ ৯৩ হাজার ৬৬৯ টাকা লেনদেন করেন। অন্যদিকে ২ লাখ ২ হাজার ২৫৯ মার্কিন ডলার জমা ও ১ লাখ ৯৩ হাজার ৭০৪ মার্কিন ডলার উত্তোলনসহ মোট ৩ লাখ ৯৫ হাজজর ৯৬৩ মার্কিন ডলার অস্বাভাবিক লেনদেন করেছেন। দুদক বলছে, অপরাধলব্ধ অবৈধ অর্থ গোপন ও আড়াল করার উদ্দেশ্যে জ্ঞাতসারে হস্তান্তর ও স্থানান্তর করে দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪ এর ২৭(১) ধারা এবং মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ এর ৪(২) ধারাসহ ১৯৪৭ সনের দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনের ৫(২) ধারায় শাস্তিযোগ্য অপরাধ করেছেন আসামিরা। অভিযোগ অনুসন্ধানে গত ৩ নভেম্বর হাজির হয়ে বক্তব্য দেওয়ার জন্য সাবেক মেয়র তাপসকে তলব করেছিল দুদক। অভিযোগ ছিল টেন্ডার, ইজারা, নিয়োগ, দোকান বরাদ্দসহ অসংখ্য কাজ করেন তিনি আত্মীয়-স্বজন ও তার সিন্ডিকেটের মাধ্যমে শত শত কোটি টাকা হাতিয়ে নিয়েছেন। অভিযোগ, পুরো সংস্থায় সিন্ডিকেটের মাধ্যমে দুর্নীতির রাজত্ব করেন তাপস। গত চার বছরে শতাধিক কর্মকর্তা-কর্মচারীকে দুর্নীতির দায়ে চাকরিচ্যুত করেন তিনি। তাদের চাকরিচ্যুত করেই নিজের আধিপত্য বিস্তার করছেন। ডিএসসিসির মেয়র হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকে নিজেকে রীতিমতো ‘রাজা’ ভাবতে থাকেন শেখ ফজলে নূর তাপস। গত চার বছরে ভারী গাড়ির ১৪৩ জন চালক, ৬৬ জন উপ-সহকারী প্রকৌশলী, ৭৭ জন হিসাব সহকারী, ২৭ জন রেভিনিউ সুপারভাইজার, ৩১ জন পরিচ্ছন্ন পরিদর্শক, ২০ জন স্প্রে-ম্যান সুপারভাইজারসহ বিভিন্ন বিভাগে সর্বমোট ৮৭৯ জন জনবল নিয়োগ দেন। যার মাধ্যমে কয়েকশ কোটি টাকা হাতিয়ে নিয়েছেন বলে অভিযোগ রয়েছে। এর আগে গত ৮ অক্টোবর সাবেক মেয়র ব্যারিস্টার শেখ ফজলে নূর তাপস, তার স্ত্রী আফরিন তাপস শিউলি, ছেলে শেখ ফজলে নাশওয়ান এবং তাদের ব্যক্তিমালিকানাধীন স্বার্থসংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের ব্যাংক হিসাব জব্দ করে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের আর্থিক গোয়েন্দা বিভাগ বাংলাদেশ ফিন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ)।

অল্প সময়ের জন্য এসেছি, ফুটপ্রিন্ট

। সেটা ছিল ভুল নীতি। এখন এসব শুধরে নিতে হবে। শেয়ার মার্কেটের সমালোচনা করে তিনি আরও বলেন, শেয়ার মার্কেটে অনেক কোম্পানি বিনিয়োগ করছে। তবে দেখছি, কিছু কোম্পানির ফ্যাক্টরি বন্ধ হয়ে গেলেও তাদের শেয়ারের দাম বাড়ছে। এ বিষয়ে পদক্ষেপ নিতে হবে। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি পররাষ্ট্র উপদেষ্টা মো. তৌহিদ হোসেন বলেন, আমাদের কর্মীদের আরও দক্ষ হতে হবে। বিদেশে তো বটেই, দক্ষ কর্মীর অভাব আমাদের এই দেশেও আছে। তিনি বলেন, দেশে এখন বিনিয়োগের পরিবেশের গ্রাউন্ড তৈরি হয়েছে। দেশে আগের চেয়ে সৌদি বিনিয়োগকারীরা ভালো পরিবেশ পাবে আশা করি। তিনি বাংলাদেশে সৌদি বিনিয়োগকারীদের বিনিয়োগে আহ্বান জানান। অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশে সৌদি আরবের রাষ্ট্রদূত ঈসা ইউসুফ ঈসা আলদুহাইলান। স্বাগত বক্তব্য রাখেন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সচিব (পূর্ব) মো. নজরুল ইসলাম, পলিসি এক্সচেঞ্জের চেয়ারম্যান এবং সিইও এম মাসরুর রিয়াজ। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন পররাষ্ট্রসচিব রাষ্ট্রদূত এম জসীম উদ্দিন।

৫০ বিচারকের ভারতে প্রশিক্ষণের

মন্ত্রণালয়ের আইন ও বিচার বিভাগ একটি বিজ্ঞপ্তি দেয়। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, সুপ্রিম কোর্টের পরামর্শের পরিপ্রেক্ষিতে আগামী ১০ থেকে ২০ ফেব্রুয়ারি ভারতের ন্যাশনাল জুডিসিয়াল একাডেমি ভূপাল এবং একটি স্টেট জুডিসিয়াল একাডেমিতে অনুষ্ঠেয় প্রশিক্ষণে অংশ নেওয়ার জন্য বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিসের ৫০ জন বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাককে অনুমতি দেওয়া হলো। প্রশিক্ষণের যাবতীয় ব্যয় ভারত সরকার বহন করবে। এতে বাংলাদেশ সরকারের কোনো আর্থিক সংশ্লেষ নেই। ২০১৭ সালের এপ্রিলে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ভারত সফরে বাংলাদেশের বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ ও সামর্থ্য বাড়ানোর লক্ষ্যে বাংলাদেশের সুপ্রিম কোর্ট এবং ভারতের ন্যাশনাল জুডিসিয়াল একাডেমির মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়।

ওই সমঝোতা স্মারকের পর একই বছরের ২৯ জুলাই এক অনুষ্ঠানে তৎকালীন প্রধান বিচারপতি সুরেন্দ্র কুমার সিনহা বলেছিলেন, পৃথিবীর প্রত্যেকটা দেশে উচ্চ আদালতের বিচারকদের জন্য ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা আছে। ভারতের প্রত্যেকটা রাজ্যে একটি জুডিসিয়ারি ট্রেনিং ইনস্টিটিউট আছে উচ্চ আদালতের বিচারকদের ট্রেনিংয়ের জন্য। ভূপালে তাদের জাতীয় জুডিসিয়ারি একাডেমি আছে। সেখানে আমাদের ১৫-১৬শ বিচারকের ট্রেনিংয়ের জন্য চুক্তিবদ্ধ হয়েছি। এরপর প্রথমবারের মতো ওই বছরের ১০ অক্টোবর থেকে ২৪ অক্টোবর পর্যন্ত প্রশিক্ষণ নিতে ভারতে যান বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তারা। পর্যায়ক্রমে ইতোমধ্যে অনেক বিচারক প্রশিক্ষণ নেন।

ভোটারদের বঞ্চনার কষ্ট দূর

যাচ্ছেন, আন্দোলন করছেন, তাদের বঞ্চনার তথ্য তুলে ধরছেন, দেশের ১৮ কোটি বঞ্চিত মানুষ কোথায় যাবেন? সামনে নির্ভুল ভোটার তালিকার পাশাপাশি ও নির্বাচনে সবার ভোটাধিকার নিশ্চিত করতে হবে। নির্বাচন কমিশনার আব্দুর রহমানেল মাছউদ বলেন, ভোটে মানুষের আস্থা ফিরিয়ে আনতে স্বচ্ছতা এবং দায়িত্বের সঙ্গে কাজ করতে হবে। নির্ভুল ভোটার তালিকা সুষ্ঠু নির্বাচনের পূর্বশর্ত। ভোটার তালিকা হালনাগাদে সর্বোচ্চ সতর্কতা এবং তৎপরতার সঙ্গে কাজ করতে হবে। নির্বাচন কমিশনার তাহমিদা আহমদ বলেন, সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানে কমিশনের হাতিয়ার হবে আইন ও বিবেক। ইসির কোনো কর্মকর্তা দুরভিসন্ধিমূলক কাজ করলে সেই দায় কমিশন নেবে না।

নির্বাচন কমিশনার আনোয়ারুল ইসলাম সরকার বলেন, নির্বাচন যেভাবে কলুষিত হয়েছে, তা পুনরুদ্ধারে যা যা করা লাগে তার সবটুকুই করবে কমিশন। ভোটার হালনাগাদে অনিয়ম, অবহেলা, অস্বচ্ছতা কোনোভাবেই বরদাশত করা হবে না। নির্বাচন কমিশনার ব্রিগেডিয়ার জেনারেল আবুল ফজল মোহাম্মদ সানাউল্লাহ (অব.) বলেন, টাকা অর্জনের মোটিভ নিয়ে যাতে কেউ ভোটার তালিকা অন্তর্ভুক্তির কাজে অংশ না নেন। মৃত ভোটার, ভুয়া ভোটার এবং নতুন ভোটার- সবার ক্ষেত্রে সমানভাবে কাজ করতে হবে। ভোটের প্রতি মানুষের যে অনাগ্রহ, সেখান থেকে এবার বেরিয়ে আসতে পারবে কমিশন। মানুষের মধ্যে যে আস্থার ঘাটতি ছিল তা কমে এসেছে, মানুষ এবার ভোট দিতে চায়, তা এবার কাজে লাগানো হবে।

তারেক রহমানের চার মামলা

কামাল। ২০০৭ সালে সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় রাজধানীতে তারেক রহমানের বিরুদ্ধে এসব মামলা করা হয়। ২০০৭ সালে মামলা করা হলেও মামলার অপরাধ (ঘটনা) দেখানো হয়েছে ২০০৩, ২০০৪ ও ২০০৫ সালের। ২০০৭ সালে গুলশান থানায় তিনটি ও ধানমন্ডি থানায় করা একটি মামলাসহ ওই চার মামলার কার্যক্রম বাতিল চেয়ে তারেক রহমান সেসময় হাইকোর্টে আবেদন করেছিলেন। প্রাথমিক শুনানি নিয়ে হাইকোর্ট রুলসহ আদেশ দেন। চূড়ান্ত শুনানি শেষে রুল অ্যাবসলিউট (চূড়ান্ত) ঘোষণা করে ২৩ অক্টোবর রায় দেন হাইকোর্ট। পরে এ চার মামলায় হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে আপিল বিভাগে লিভ টু আপিল করে রাষ্ট্রপক্ষ।

হাইকোর্টের রায়ের দিন ব্যারিস্টার মাহবুব উদ্দিন খোকন বলেছিলেন, এফআইআরে তারেক রহমানের নামই নেই। বারবার তাকে রিমান্ডে নিয়েছে, টর্চার করেছে। অমানবিক নির্যাতন করেছে। হাইকোর্ট রুল মঞ্জুর করেছেন। মানে এ চারটি মামলার কার্যক্রম বাতিল করেছেন। ব্যারিস্টার কায়সার কামাল বলেন, ২০০৪ সালের ঘটনায় ২০০৭ সালে এসব মামলা করেছে। ওয়ান ইলেভেনের সরকারের সময় তারেক রহমানের বিরুদ্ধে এ সব মিথ্যা চাঁদাবাজির মামলা করা হয়েছিল।

১১ দিন পর খুলে দেওয়া হলো

পারবেন। আমরা চেষ্টা করবো যত তাড়াতাড়ি কাজ শেষ করা যায়।’ তিনি বলেন, ‘৭ নম্বর ভবনে এখনও পানি সরবরাহ করা সম্ভব হয়নি। আজকের মধ্যে পানি সরবরাহ করা সম্ভব হবে বলে আশা করছি।’ বৈদ্যুতিক ‘লুজ কানেকশন’ থেকে ওই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। এ বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করলে সচিব বলেন, ‘এটা অন্য জিনিস, এটা এখানে আলোচনার বিষয় নয়।’ এই লুজ কানেকশনের জন্য দায়ীদের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হবে কিনা প্রশ্নে তিনি বলেন, ‘সেটা তদন্ত কমিটি করবে।’ এদিকে ১১ দিন পর সচিবালয়ে গাড়ি প্রবেশ করতে দেওয়া হচ্ছে। ভবনটি সামনে দেখা গেছে, গণপূর্ত বিভাগের বিভিন্ন সেকশনের কর্মীরা সংস্কারের কাজ করছেন। গত ২৫ ডিসেম্বর দিবাগত রাতে সচিবালয়ের ৭ নম্বর ভবনে আগুন লেগে চারটি তলা পুড়ে যায়। এ চার তলায় যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ, স্থানীয় সরকার বিভাগ, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের অফিস ছিল।

জাতির অহংকার ও বিশ্বাসের জায়গা

সেনা সদস্যদের প্রশিক্ষণ হতে হবে বাস্তবসম্মত। আমি নিশ্চিত বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর প্রশিক্ষণের এই লক্ষ্যকে সামনে রেখেই এইরকম একটি মহড়া আয়োজন করতে হলে অনেক পরিশ্রম, পরিকল্পনা ও সমন্বয়ের প্রয়োজন। সেনা বাহিনীর উদ্দেশে তিনি বলেন, এই মহড়া দেখে আমি বুঝতে পারছি, এই আয়োজন ৫৫ ডিভিশনের সব সদস্য অক্লান্ত পরিশ্রম করেছে। তাই আমি কনিষ্ঠতম সৈনিক হতে জিওসি পর্যন্ত সব পদবীকে ধন্যবাদ দিতে চাই। এছাড়া আমাকে এখানে মহড়ায় আমন্ত্রণ জানানোর জন্য সেনাবাহিনীর প্রধানকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ দিতে চাই। বরাবরের মতোই বাংলাদেশের সশস্ত্র বাহিনীর দেশের সম্মান ও গৌরব অটুট রাখতে জনগণের পাশে থেকে কাজ করে যাচ্ছে এবং যুগোপযোগী প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সর্বদা নিজেদেরকে প্রস্তুত রাখবে এই প্রত্যাশা রাখছি। প্রশিক্ষণ মহড়া পর্যবেক্ষণ করে দুপুরের মধ্যাহ্নভোজন শেষে দুপুর ২টা ৪৭ মিনিটে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস হেলিকপ্টারে করে ঢাকায় যান। এর আগে বেলা ১১টা ৫৪ মিনিটে ঢাকা থেকে হেলিকপ্টারে রওনা হন প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস। দুপুর সাড়ে ১২টা ৩৬ মিনিটের দিকে প্রধান উপদেষ্টাকে বহন করা হেলিকপ্টারটি কালুখালীর মিলিটারি ট্রেনিং এরিয়ার চর খাপুড়ায় হেলিপ্যাডে অবতরণ করেন। অনুশীলনস্থলে পৌঁছালে ড. মুহাম্মদ ইউনূসকে অভ্যর্থনা জানান সেনাবাহিনীর প্রধান জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামান, নৌবাহিনীর প্রধান অ্যাডমিরাল এম নাজমুল হাসান, বিমানবাহিনীর প্রধান এয়ার চিফ মার্শাল হাসান মাহমুদ খান এবং জিওসি, ৫৫ পদাতিক ডিভিশন ও এরিয়া কমান্ডার, যশোর এরিয়া মেজর জেনারেল জে এম ইমদাদুল ইসলাম। প্রধান উপদেষ্টা অনুশীলন অবলোকন শেষে সমাপনী বক্তব্যের শুরুতেই মহান আল্লাহ তায়ালার প্রতি শুকরিয়া জ্ঞাপন করেন। তিনি আশা প্রকাশ করেন, বাংলাদেশ সেনাবাহিনী প্রশিক্ষণের এই লক্ষ্যকে সামনে রেখেই এগিয়ে চলবে। পরিশেষে, মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা অনুশীলনে অংশগ্রহণকারী সেনাসদস্যদের দক্ষতা ও উঁচুমানের প্রশিক্ষণের প্রশংসা করেন। প্রায় ১ ঘণ্টাব্যাপী অনুশীলনে অত্যাধুনিক সমরাস্ত্রে সজ্জিত বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সেনাসদস্যগণ বাস্তবসম্মত যুদ্ধের পরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে আক্রমণ অনুশীলন সফলভাবে পরিচালনা করেন। অনুশীলনে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর বিভিন্ন প্রকারের অত্যাধুনিক ট্যাংক, এপিসি, গোলন্দাজ বাহিনীর কামান, পদাতিক, ইঞ্জিনিয়ার্স ও কমান্ডোসহ সব আর্মস এবং সার্ভিসেস অংশগ্রহণ করে। এ ছাড়া, উক্ত মহড়ায় বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর যুদ্ধ বিমান, আর্মি এভিয়েশনের বিমান এবং হেলিকপ্টার অংশগ্রহণ করে।

তিন পার্বত্য জেলার অবৈধ ইটভাটার বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নেওয়ার নির্দেশ

স্টাফ রিপোর্টার : পার্বত্য চট্টগ্রামের খাগড়াছড়ি, বান্দরবান ও রাঙামাটি জেলার অবৈধ ইটভাটার কার্যক্রম বন্ধে এক সপ্তাহের মধ্যে জেলা প্রশাসকদের (ডিসি) পদক্ষেপ নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন হাইকোর্ট। ওই তিন জেলার প্রশাসককে এ নির্দেশনা বাস্তবায়ন করতে বলা হয়েছে। গতকাল রোববার বিচারপতি ফারাহ মাহবুব এবং বিচারপতি দেবাশীষ রায় চৌধুরীর সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্ট বেঞ্চ এ আদেশ দেন। আদালতে আবেদনের পক্ষে শুনানি করেন জ্যেষ্ঠ আইনজীবী মনজিল মোরসেদ। তাকে সহায়তা করেন আইনজীবী সঞ্জয় মন্ডল, আইনজীবী এখলাস উদ্দিন ভূঁইয়া, আইনজীবী নাসরিন সুলতানা ও আইনজীবী সেলিম রেজা। রাষ্ট্রপক্ষে ছিলেন ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল মো. তানিম খান। আদালত আদেশে বলেন, অবৈধ ইটভাটার মালিকেরা যাতে কার্যক্রম শুরু না করতে পারে সে বিষয়ে এক সপ্তাহের মধ্যে তিন পার্বত্য জেলার ডিসিরা ব্যবস্থা নেবেন। ওই কার্যক্রম সম্পর্কে আগামী ২ সপ্তাহের মধ্যে আদালতে প্রতিবেদন জমা দিতে হবে। পরে আইনজীবী মনজিল মোরসেদ বলেন, ‘পার্বত্য তিন জেলার লাইসেন্সবিহীন অবৈধ ইটভাটার কার্যক্রম বন্ধে ২০২২ সালে জনস্বার্থে হিউম্যান রাইটস অ্যান্ড পিস ফর বাংলাদেশ একটি রিট দায়ের করে। রিটের আবেদনকারী হলেন-আইনজীবী মো. ছারওয়ার আহাদ চৌধুরীসহ দুই জন। রিটে বন ও পরিবেশ মন্ত্রণালয়সহ মোট ২৪ জনকে বিবাদী করা হয়। ওই রিটের শুনানি শেষে আদালত বিবাদীদের প্রতি রুল জারি করে অবৈধ ইটভাটার কার্যক্রম বন্ধের নির্দেশ দেন। এ বিষয়ে বিবাদীরা এখন পর্যন্ত যথাযথ পদক্ষেপ না নেওয়ায় এবং আদালতে কার্যক্রমের অগ্রগতি সম্পর্কে কোনও প্রতিবেদন দাখিল না করায়, গতকাল আদালতে এইচআরপিবির পক্ষে একটি আবেদন করা হয়। আবেদনে উল্লেখ করা হয়, ২০২৪ সালের অক্টোবর থেকে এপ্রিল পর্যন্ত ইট উৎপাদন ও ভাটা পরিচালনার মৌসুম। এই সময়ের মধ্যে সারা দেশে লাইসেন্সবিহীন অসংখ্য অবৈধ ইটভাটা তাদের কার্যক্রম শুরু করেছে এবং করতে যাচ্ছে। এটা পরিবেশের জন্য হুমকিস্বরূপ। অবৈধ ইটভাটাগুলো যাতে তাদের কার্যক্রম শুরু করতে না পারে, এ বিষয়ে আদালতে আবেদনটি করা হয়। শুনানি শেষে আদালত এক সপ্তাহের মধ্যে তিন পার্বত্য জেলা প্রশাসককে নিজ নিজ এলাকার অবৈধ ইটভাটার কার্যক্রমর বন্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ এবং কার্যক্রম সম্পর্কে আগামী দুই সপ্তাহের মধ্যে প্রতিবেদন দাখিলের নির্দেশ দেন।

অনুপ্রবেশ করা ৩৬ রোহিঙ্গা বিজিবি হেফাজতে সাগরে ভাসছে আরেকটি নৌকা

স্টাফ রিপোর্টার : মাছ ধরার নৌকায় সাগর পাড়ি দিয়ে কক্সবাজারের টেকনাফের মেরিন ড্রাইভ হয়ে বাংলাদেশে অনুপ্রবেশ করেছে নারী-পুরুষ ও শিশুসহ ৩৬ জন রোহিঙ্গা। গতকাল রোববার দুপুরে টেকনাফের সাবরাংয়ের মুন্ডার ডেইলঘাট এলাকা দিয়ে প্রবেশ করে তারা। জানা গেছে, বাংলাদেশ বর্ডার গার্ডের (বিজিবি) হেফাজতে থাকা রোহিঙ্গাদের মধ্যে ৫ নারী ১০ শিশু ২১ পুরুষ রয়েছে। তাদের আবার মিয়ানমারে ফেরত পাঠানো হবে বলে জানিয়েছে বিজিবি। বিষয়টি নিশ্চিত করে টেকনাফের স্থানীয় ইউপি সদস্য মো. সেলিম বলেন, ‘মেরিন ড্রাইভের মুন্ডার ডেইলঘাট দিয়ে একটি ট্রলারে নারী-শিশুসহ ৩৬ জন রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশ করেছে। তারা এখন বিজিবির হেফাজতে রয়েছে। এ ছাড়া বাহারছড়া ঘাট দিয়ে আরও এক রোহিঙ্গাবোঝাই বোট সাগরে ভাসছে বলে জানা গেছে।’ চার দিন সাগরে ভাসমান থাকা মো. আলম (৩০) বলেন, ‘আকিয়াবের পূর্বে নাঁশং এলাকায় আমাদের গ্রাম। সেখানে মগ বাগি আরকান আর্মি রোহিঙ্গাদের ওপর নির্যাতন চালাচ্ছে। তাই আমরা প্রাণে বাঁচতে একটি কাঠের বোট নিয়ে গত পাঁচ দিন আগে মিয়ানমার থেকে বাংলাদেশে অনুপ্রবেশের চেষ্টা করি। আজ (গতকাল) আমাদের ইঞ্জিন নষ্ট হওয়ার একটি ট্রলার টেনে নিয়ে আমাদের বিজিবির কাছে হস্তান্তর করে।’ একই এলাকার রোহিঙ্গা জাহের আলম বলেন, ‘আমাদের এলাকায় পাঁচটি মুসলিম গ্রাম আছে। সেখান থেকে জোরপূর্বক ধরে নিয়ে অস্ত্র প্রশিক্ষণ করাচ্ছে এবং রোহিঙ্গাদের দিয়ে জান্তার বিপক্ষে দাঁড় করাচ্ছে। মগ বাগির দলে যোগ না দিলেই রোহিঙ্গাদের ওপর অমানুষিক নির্যাতন চালানো হচ্ছে। মূলত রোহিঙ্গাদের ব্যবহার করতেছে আরাকান আর্মি। সেখানে যুদ্ধ করার চেয়ে বাংলাদেশে মরলে ভালো হবে তাই বাংলাদেশে চলে আসি।’ টেকনাফ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মো. এহসান উদ্দিন বলেন, ‘রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশের বিষয়টি শুনেছি। এ বিষয়ে খোঁজখবর নেওয়া হচ্ছে।’ টেকনাফ-২ বিজিবির মেজর ইশতিয়াক আহমেদ বলেন, ‘সাগরপথে ৩৬ রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশ করেছে। তাদের প্রতিহত করা হবে।’

ভারতে নয়, বিচারকদের প্রশিক্ষণের জন্য মুফতিদের কাছে পাঠান: খেলাফত আন্দোলন

স্টাফ রিপোর্টার : আইন মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রশিক্ষণের জন্য নিম্ন আদালতের ৫০ জন বিচারককে ভারত যাওয়ার অনুমতি প্রদানের প্রতিবাদ জানিয়েছেন বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলনের মহাসচিব মাওলানা হাবিবুল্লাহ মিয়াজী। তিনি বলেন, ‘বিচারকদের নির্ধারিত প্রশিক্ষণের পাশাপাশি তাদের পেশাদারত্ব অর্জন, নিরপেক্ষভাবে বিচারকাজ পরিচালনার অনুপ্রেরণা মজবুত করতে ভারতের পরিবর্তে বিজ্ঞ মুফতিদের কাছে পাঠানো উচিত।’ গতকাল রোববার খেলাফত আন্দোলনের এক বৈঠকে সভাপতির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন, খেলাফত আন্দোলনের নায়েবে আমির মাওলানা মুজিবুর রহমান হামিদী, সাংগঠনিক সম্পাদক মুফতী সুলতান মহিউদ্দীন, প্রচার সম্পাদক মাওলানা সাইফুল ইসলাম সুনামগঞ্জী, আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক ও ঢাকা মহানগর সেক্রেটারি মোফাচ্ছির হোসাইন প্রমুখ। হাবিবুল্লাহ মিয়াজী বলেন, ইসলামী শাসনব্যবস্থায় বিচার বিভাগ শাসন বিভাগের প্রভাবমুক্ত থেকে স্বাধীনভাবে বিচার কাজ পরিচালনা করতে পারে। বিচারক স্বয়ং রাষ্ট্রপ্রধানদের বিরুদ্ধে রায় দিয়েছেনড় এরকম অনেক নজীর রয়েছে ইসলামের ইতিহাসে। মুসলিম বিচারকরা ন্যায়বিচারের স্বার্থে মুসলিমের বিরুদ্ধে অমুসলিমের পক্ষে রায় দিয়েছেন এমন উদারহরণও রয়েছে। অতএব, রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত থেকে নির্মোহ ও নিরপেক্ষভাবে বিচার কাজ পরিচালনার জন্য সরকারের উচত বিজ্ঞ মুফতি সাহেবদের বিচার কাজের সঙ্গে সম্পৃক্ত করা।’ তিনি বলেন, ‘ভারত আমাদের নিকটতম প্রতিবেশী হওয়া সত্ত্বেও তারা প্রতিবেশীসুলভ আচরণ না করে প্রভুত্বসূলভ আচরণ করতেই বেশি পছন্দ করে। আমাদের বিচারকদের প্রশিক্ষণ দেয়াটাও তাদের আধিপত্যবাদী পরিকল্পনারই অংশ। অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের উচিত হবে ভারতের সঙ্গে আগের হওয়া সব চুক্তি ও সমঝোতা স্মারক পর্যালোচনা করা এবং বাংলাদেশের স্বার্থবিরোধী সব চুক্তি ও সমঝোতা স্মারক বাতিল করা।’

আইন সম্পাদক ব্যারিস্টার কায়সার কামাল

তারেক রহমানের দেশে আসা না আসা মামলার ওপর নির্ভর করছে না

স্টাফ রিপোর্টার : বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের দেশে আসা না আসা মামলার ওপর নির্ভর করছে না বলে জানিয়েছেন দলটির আইন সম্পাদক ব?্যারিস্টার কায়সার কামাল। গতকাল রোববার বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের বিরুদ্ধে চাঁদাবাজির অভিযোগে দায়ের করা চারটি মামলা বাতিল করে হাইকোর্টের দেওয়া রায় আপিল বিভাগ বহাল রাখার পর এক প্রতিক্রিয়ায় তিনি এ মন্তব?্য করেন। ব্যারিস্টার কায়সার কামাল বলেন, আজ (গতকাল) আপিল বিভাগে চূড়ান্ত শুনানি শেষে হাইকোর্ট মামলাগুলো বাতিল করে রায় দিয়েছেন। এই বাতিলের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রপক্ষ আপিল বিভাগে আবেদন করে। দুই পক্ষের পূর্ণাঙ্গ শুনানি নিয়ে আদালত রাষ্ট্রপক্ষের আপিল ডিসমিসড (খারিজ) করে দিয়েছেন। তার মানে দাঁড়ালো হাইকোর্ট মামলাগুলো যে বাতিল করেছিলেন, সেই বাতিলের রায় বহাল থাকলো। তিনি আরও বলেন, তারেক রহমানের দেশে আসা না আসা মামলার ওপর নির্ভর করছে না। তার বিরুদ্ধে দায়ের করা প্রতিটি মামলা যেন আইনগতভাবে মোকাবিলা করা হয়, তিনি আমাদের (আইনজীবীদের) সুস্পষ্টভাবে এই নির্দেশনা দিয়েছেন। তিনি প্রচলিত আইন, আদালত ও সংবিধানের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। যেহেতু আইন তার নিজস্ব গতিতে চলবে, আপন গতিতে চলবে, অতএব তারেক রহমানের দেশে আসা না আসা মামলার ওপর নির্ভর করছে না। তার দেশে আসার ব্যাপারে মামলা কোনও ধরনের প্রভাবও বিস্তার করছে না। তারেক রহমান কেন দেশে আসছেন না? এমন প্রশ্নের জবাবে কায়সার কামাল বলেন, বাংলাদেশের রাজনীতিতে তিনি একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব। দেশে আসার বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ তিনি যথাসময়ে নেবেন।

দুই গেটের মাঝে যাত্রী আটকা পড়ায়

মতো মেট্রোরেল চলাচলে বিঘ্নিত হয়। এর জন্য আমরা যাত্রীদের কাছে দুঃখিত। এ বিষয়ে টেকনিক্যাল টিম আরও ভালো বলতে পারবে। ডিএমটিসিএলের পরিচালক (অপারেশন অ্যান্ড মেইন্টেন্যান্স) নাসির উদ্দিন আহমেদ বলেন, স্টেশনে ট্রেন থেকে বের হওয়ার সময় গেটে যাত্রী আটকে যাওয়ায় গেটের অটোমেটিক সিস্টেম অচল হয়ে পড়ে। আমরা দ্রুতই এর সমাধান করেছি।

শীতকালে বাড়ে খেজুর

কৃষকেরা নতুন ধান সংগ্রহের পাশাপাশি গাছিরা খেজুর রস আহরণ করা শুরু করেছে। এখন চলছে খেজুর গাছ থেকে রস সংগ্রহের পালা। তারা ছাচা ডগায় বাঁশের তৈরি বিশেষ নল লাগিয়ে সংগ্রহ করে ফোটায় ফোটায় রস। মাটির হাঁড়িতে খেজুর রস সংগ্রহ করা হয়। তবে আজকাল প্লাস্টিকের বোতলেও খেজুর রস আহরণ করে চাষিরা। এসব রস বাজারে বিক্রি করা হয়। সেই রস থেকে হয় নানা ধরনের পিঠা। শীতের মৌসুমজুড়ে চলে রস, গুড়, পিঠা-পুলি, পায়েস খাওয়ার পালা। নতুন গুড়ের মিষ্টি গন্ধে ধীরে ধীরে আমোদিত হয়ে উঠছে গ্রামবাংলা। গাছিরা জানান, গাছের ডগা ছেঁচে বাঁশের খিল লাগানোর কাজ হয়ে গেছে, এখন রস আহরণ শুরু হয়েছে। কৃষিবিদরা মনে করেন, খেজুর গাছ আমাদের অর্থনীতিতে বিশেষ ভূমিকা রাখে। এর পরিকল্পিত আবাদ তেমন নেই। উপরন্তু নির্বিচারে খেজুর গাছ কেটে ফেলা হচ্ছে। যা পল্লিবাংলার পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর। খেজুর গাছ থেকে সুমিষ্ট রস, গুড় আহরণে কেবল আমাদের রসনা তৃপ্তির জন্য নয়; আমাদের পরিবেশ ও প্রাণ-প্রকৃতির ভারসাম্য সুরক্ষায় খেজুর গাছের আবাদ সম্প্রসারণ জরুরি।

ইউরোপিয়ান ইউনির্ভাসিটির শিক্ষার্থী

প্রসিকিউটর শরীফুল ইসলাম লিটন এ তথ্য নিশ্চিত করেন। হাসিব গোপালগঞ্জের কাশিয়ানী উপজেলার রাজপাটের মৃত রফিকুল ইসলামের, শাওন গোপালগঞ্জ সদর উপজেলার চর গোবরার ওবায়দুল্লাহ মোল্লার ও বাগেরহাটের মোড়লগঞ্জের পঞ্চকরনের জাকির হোসেন ওরফে খোকনের ছেলে নোমান। মামলার সূত্রে জানা যায়, জিসান পড়াশোনার পাশাপাশি বাইক শেয়ারিংয়ে (পাঠাও) কাজ করতেন। ২০১৯ সালের ১২ মে বিকাল সাড়ে ৪টার দিকে শেরেবাংলা নগর থানাধীন শ্যামলীর সামনের রাস্তা থেকে নিখোঁজ হন। এ ঘটনায় তার বাবা সাব্বির হোসেন সহিদ গাজীপুরের গাছা থানায় সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করেন। পরে শেরেবাংলা নগর থানায়ও জিডি করেন। ওই বছরের ২৩ মে গাছা থানাধীন মধ্য কামার জুড়ির হাসিবুল হোসেনের বাসার সেফটিক ট্যাংক থেকে জিসানের হাত-পা বাঁধা গলিত লাশ উদ্ধার করা হয়। লাশ উদ্ধারের দিনই সাব্বির হোসেন সহিদ শেরেবাংলা নগর থানায় একটি হত্যা মামলা দায়ের করেন। মামলাটি তদন্ত করে ২০২০ সালের ১২ জানুয়ারি চার জনকে অভিযুক্ত করে চার্জশিট দাখিল করেন তদন্ত কর্মকর্তা শেরেবাংলা নগর থানার সাব-ইন্সপেক্টর নুজানুর ইসলাম। ২০২২ সালের ৩০ মার্চ চার জনের বিরুদ্ধে চার্জগঠন করে বিচার শুরুর আদেশ দেন আদালত। মামলার বিচার চলাকালে আদালত চার্জশিটভুক্ত ২৫ সাক্ষীর মধ্যে ১৮ জনের সাক্ষ্যগ্রহণ করেন।

শুল্ক-কর বাড়লেও নিত্যপণ্যের

। এ কারণে রাজস্ব আদায় ব্যাপকভাবে কমে যায়। নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য ছাড়া অন্যান্য খাত থেকে রাজস্ব বাড়ানো না গেলে বিপুল পরিমাণ বাজেট ঘাটতি দেখা দেবে। ভ্যাটের আওতা বাড়ানোর পাশাপাশি ভ্যাট, সম্পূরক শুল্ক এবং আবগারি শুল্কের হার ও পরিমাণ যৌক্তিকীকরণের মাধ্যমে রাজস্ব সংগ্রহ বাড়ানোর লক্ষ্যে ২০২৪-২৫ অর্থবছরের মধ্যবর্তী সময়ে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডকে বিশেষ পদক্ষেপ নিতে হবে। মূল্য সংযোজন করের পাশাপাশি আয়করের ক্ষেত্রেও করের আওতা বাড়ানোর নানামুখী পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) বাড়তি রাজস্ব আদায়ে সিগারেট, মদ, পোশাকের শো-রুম, অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক রুটের বিমান টিকিট, হোটেল, রেস্তোরাঁ ও ঠিকেসহ অন্তত ৪৩ পণ্যের ওপর শুল্ক-ভ্যাট বাড়ানোর পরিকল্পনা নিয়েছে। এর মাধ্যমে প্রায় ১২ হাজার কোটি টাকার রাজস্ব আসবে বলে জানা গেছে।

১২ দিনের মধ্যে পুড়ে যাওয়া ভবনের

আশা করছি আজকের মধ্যে পানি সরবরাহ করা সম্ভব হবে। বলা হচ্ছে বৈদ্যুতিক 'লুস কানেকশন' থেকে এ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। এ বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করলে হামিদুর রহমান খান বলেন, এটা অন্য জিনিস, এটা এখানে আলোচনার বিষয় নয়। এই লুজ কানেকশনের জন্য দায়ীদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেওয়া হবে কি- জানতে চাইলে গণপূর্ত সচিব বলেন, সেটা তদন্ত কমিটি করবে। গত ২৫ ডিসেম্বর দিনগত রাতে ইতিহাসের সবচেয়ে বড় আগুন লাগার ঘটনা ঘটে সচিবালয়ে। পুড়ে যায় ৭ নম্বর ভবনের চারটি তলা। এ চার তলায় যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ, স্থানীয় সরকার বিভাগ, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের অফিস ছিল। ২৫ ডিসেম্বর দিনগত রাত ২টার কিছু আগে আগুন লাগে, ছয় ঘণ্টা চেষ্টার পর বৃহস্পতিবার সকাল ৮টার দিকে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে ফায়ার সার্ভিস। আগুন পুরোপুরি নিভতে সময় লাগে প্রায় ১০ ঘণ্টা। এ ঘটনায় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিবের নেতৃত্বে গঠিত তদন্ত কমিটি প্রাথমিক প্রতিবেদনে জানিয়েছে, বৈদ্যুতিক লুজ কানেকশন থেকে এই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে।

বিসিএস: পুনর্বিবেচনার আবেদন

আমাদেরও নিয়োগ চূড়ান্ত করতে হবে।" এই বিসিএসের মাধ্যমে ২ হাজার ১৬৩ জনকে নিয়োগ দিতে সুপারিশ করেছিল পিএসসি। এর মধ্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষায় অনুপস্থিতির কারণে ৪০ জনকে এবং গোয়েন্দা প্রতিবেদনের ভিত্তিতে আরও ৫৯ জনকে বাদ রেখে গত ১৫ অক্টোবর প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, পরে এ নিয়োগের গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন ওঠায় গোয়েন্দা সংস্থার মাধ্যমে ফের 'প্রাক-চরিত্র' যাচাই করা হয়। তাতে 'বিরূপ মন্তব্য' আসায় ২২৭ জনকে এবং স্বাস্থ্য পরীক্ষায় অনুপস্থিত ৪০ জনকে বাদ রেখে ১,৮৯৬ জনকে নিয়োগে ৩০ ডিসেম্বর ফের প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের জ্যেষ্ঠ সহকারী সচিব উজ্জল হোসেন বৃহস্পতিবার এফএনএসকে বলেছিলেন, প্রাক-চরিত্র প্রতিবেদনে বিরূপ মন্তব্যের কারণে যাদের সাময়িকভাবে নিয়োগের জন্য অনুপযুক্ত বিবেচনা করা হয়েছে, তাদের কেউ পুনর্বিবেচনার আবেদন করলে তা গ্রহণ করা হচ্ছে এবং পুনর্বিবেচনার আবেদন করার সুযোগ সবার জন্য খোলা আছে।" আবেদন নিয়ে আসা হরে কৃষ্ণ বর্মন বলেন, জনপ্রশাসন মন্ত্রনালয়ের নির্দেশ অনুযায়ী, আমরা আবেদন নিয়ে এসেছি। আমরা আবেদন জমা দিয়ে চলে যাব।" ২০২০ সালের ৩০ নভেম্বর আবেদনের জন্য বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা এ বিসিএসের সব প্রক্রিয়া শেষে ২০২৪ সালের ২৫ জানুয়ারি ২১৬৩ জনকে নিয়োগ দিতে সুপারিশ করেছিল পিএসসি।

রুমে দেওয়া ছারপোকা মারার

মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়েছে। গতকাল রোববার তাদের ময়নাতদন্ত হওয়ার কথা রয়েছে। তিনি আরও বলেন, গত ৩ জানুয়ারি রাতে ওই কারখানায় ছারপোকা মারার বা তাড়ানোর জন্য রুমের বিভিন্ন স্থানে ওষুধ ছিটানো হয়। পরে রাতে রুটি খেয়ে দরজা জানালা বন্ধ করে দুই শ্রমিক ঘুমিয়ে পড়েন। পরদিন দুপুর ১টার দিকে শ্রমিক নাঈমের স্বজন রিয়াজ তাকে ডাকাডাকি করে কোনও সাড়াশব্দ না পেয়ে অন্যদের সহযোগিতায় দরজা ভেঙে দেখতে পান তারা দুই জন তোশকের ওপর শোয়া অবস্থায় পড়ে আছে। পরে পুলিশকে খবর দেওয়া হয়। পুলিশ কর্মকর্তা মো. মুছা আরও জানান, ছারপোকা তাড়ানোর ওষুধের গ্যাসে না অন্য কোন কারণে তাদের মৃত্যু হয়েছে, তা ময়নাতদন্তের রিপোর্ট পাওয়ার পর নিশ্চিত হওয়া যাবে।

পেট্রোবাংলার চেয়ারম্যান পদে

হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের মেকানিক্যাল বিভাগ হতে স্নাতক ও আইটিসি, নেদারল্যান্ডস হতে প্রফেশনাল মাস্টার্স ডিগ্রি অর্জন করেন। পেট্রোবাংলায় চেয়ারম্যান পদে দায়িত্ব পালনকালে তিনি সবার দোয়া ও সহযোগিতা কামনা করেছেন।

দেশে ফিরছেন ৯০ জেলে, ভারতে

তাদের অধিকাংশই দক্ষিণ ২৪ পরগনার কাকদ্বীপ এবং নামখানার বাসিন্দা বলে তথ্য দিয়েছে আনন্দবাজার। ভারতীয় সংবাদমাধ্যম ইকোনমিক টাইমসের এক খবরে বলা হয়, ভারতীয় জলসীমায় 'অবৈধভাবে' মাছ ধরার অভিযোগে ১০ ডিসেম্বর ৭৮ নাবিকসহ দুটি বাংলাদেশি ট্রলার আটক করে দেশটির কোস্ট গার্ড। এরপর তাদের উড়িষ্যার প্যারা দ্বীপে পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়। এর আগে সেপ্টেম্বরে আটক হন আরও ১২ জন বাংলাদেশি জেলে। তাদের ট্রলার ভারতের জলসীমায় ডুবে গিয়েছিল। এর আগে সেপ্টেম্বর ও অক্টোবরে বাংলাদেশের জলসীমার ভিতর ঢুকে পড়ায় ভারতের কাকদ্বীপের ছয়টি ট্রলার আটক করে বাংলাদেশের কোস্ট গার্ড। সেসব ট্রলারে ৯৫ জন ভারতীয় জেলে ছিলেন। আনন্দবাজার লিখেছে, কাকদ্বীপের জেলেদের বাংলাদেশে আটক হওয়ার বিষয়টি জানার পর তাদের ভারতে ফিরিয়ে আনার বিষয়ে তৎপর হন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রাজ্যের তরফে কেন্দ্রীয় সরকারেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। এরপর গত ২৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক আদেশে ভারতের ৯৫ জেলের বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া মামলা প্রত্যাহার এবং তাদের ট্রলার ফিরিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্তের কথা জানানো হয়। এরই প্রেক্ষিতে বাগেরহাট ও পটুয়াখালীর কারাগারে বন্দি ভারতীয় জেলেদের মুক্তি দেওয়া হয়। অন্যদিকে, ভারতে আটক ৯০ বাংলাদেশি জেলেকেও মুক্তি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় ভারতের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। দুই দেশের মধ্যে সমঝোতার ভিত্তিতে গতকাল রোববার ৯০ ও ১৮৫ জেলেকে যার যার দেশের কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তর করা হয়।

হাই কোর্টের এক বেঞ্চ 'কাগজমুক্ত'

আগামী ২ জানুয়ারি থেকে সুপ্রিম কোর্টের হাই কোর্ট বিভাগের কোম্পানি সংক্রান্ত একটি বেঞ্চে সম্পূর্ণ কাগজমুক্ত বিচারিক কার্যক্রম পরিচালনা শুরু করা হবে বলে বিজ্ঞপ্তি বলা হয়। তবে সে দিন কোর্ট বন্ধ থাকায় তা সম্ভব হয়নি। অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টা এ এফ হাসান আরিফের মৃত্যুতে তার প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে সে দিন সুপ্রিম কোর্টের উভয় বিভাগে বিচারকাজ বন্ধ ছিল। প্রথম দিন দুইটি মামলার আবেদন অনলাইনে জমা পড়েছে বলে এজলাশে বসে বিচারক আইনজীবীদের জানান। যে দুটি আবেদন জমা পড়েছে তার একটির আইনজীবী হলেন মো. জামিল খান। তিনি বলেন, অনলাইনে একটি ম্যানশন স্লিপ জমা দিয়েছেন তিনি। আরও কয়েকটি আবেদন প্রস্তুত আছে জমা দেওয়ার জন্য। গতকাল রোববার এই কোম্পানি কোর্টের কার্য তালিকায় ৩০টি মামলা শুনানির জন্য ছিল। শুনানি করার সময় আইনজীবীদের উদ্দেশে বিচারক অনলাইনে মামলা ফাইল করার পরামর্শ দেন। এরপর তালিকায় থাকা মামলাগুলোর স্বাভাবিক শুনানি করা হয়। তিনি আইনজীবীদের বলেন, "সুপ্রিম কোর্টের ওয়েবসাইটে এ বিষয়ে একটি ভিডিও দেওয়া আছে। এতে কীভাবে ফাইল করতে হবে তা বলা হয়েছে। আস্তে আস্তে এতে অভ্যস্ত হয়ে যান। এ সময় কোভিড মহামারীর সময় অনলাইনে শুনানির বিষয় স্মরণ করিয়ে বিচারক বলেন, প্রথম প্রথম ঝামেলা মনে হলেও পরে আইনজীবীরা এতে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিলেন। এক পর্যায়ে তিনি ডেপুটি অ্যাটির্নি জোনারেলের উদ্দেশে বলেন, "লারনেড ডিএজি, এখন তো সব অনলাইন, আমরা নতুন যুগে প্রবেশ করলাম। তখন ডেপুটি অ্যাটর্নি জোনরেল মহসিনা খান লাকি বলেন, তার পরিচিত এক আইনজীবীও অনলাইনে একটি মামলা জমা দিয়েছেন। মামলা করার ধারাবাহিক প্রক্রিয়ার বিষয়ে অ্যাডভোকেট মো. জামিল খান বলেন, সংশ্লিষ্ট সেকশন থেকে প্রথমে একটি পাসওয়ার্ড নিতে হবে। এরপর নিজের একটি আইডি খুলতে হবে। কোনো মামলা ফাইল করার সময় আবেদনের অংশটি পিডিএফ করে নিজের আইডি দিয়ে সংশ্লিষ্ট সেকশনে ঢুকে আপলোড করতে হবে। এরপর ওই পাতার প্রিন্ট কপি নিয়ে আবেদনের অন্যান্য কাগজসহ এফিডেভিট করতে হবে। পরবর্তীতে সেই এফিডেভিট করার ফাইল নিয়ে সংশ্লিষ্ট কোর্টে শুনানি করতে হবে। শুনানি এখন এজলাশে হবে; পরবর্তীতে অনলাইনে করার ব্যবস্থা হলে করা যাবে বলেও তিনি বলেছেন।

ঢাকার বায়ু দুর্যোগপূর্ণ দূষণে বিশ্বে

৫০ ভালো হিসেবে বিবেচিত হয়। ৫১ থেকে ১০০ মাঝারি হিসেবে গণ্য করা হয়, আর সংবেদনশীল গোষ্ঠীর জন্য অস্বাস্থ্যকর বিবেচিত হয় ১০১ থেকে ১৫০ স্কোর। স্কোর ১৫১ থেকে ২০০ হলে তাকে 'অস্বাস্থ্যকর' বায়ু বলে মনে করা হয়। ২০১ থেকে ৩০০-এর মধ্যে থাকা একিউআই স্কোরকে 'খুব অস্বাস্থ্যকর' বলা হয়। এ অবস্থায় শিশু, প্রবীণ এবং অসুস্থ রোগীদের বাড়ির ভেতরে এবং অন্যদের বাড়ির বাইরের কার্যক্রম সীমাবদ্ধ রাখার পরামর্শ দেওয়া হয়ে থাকে। এ ছাড়া ৩০১ থেকে ৪০০-এর মধ্যে থাকা একিউআই 'ঝুঁকিপূর্ণ' বলে বিবেচিত হয়, যা নগরের বাসিন্দাদের জন্য গুরুতর স্বাস্থ্যঝুঁকি তৈরি করে।

পাট-পর্যটন-ফার্মাসিউটিক্যালস

ইন্টেলিজেন্স এর ব্যবহার বাড়াতে বিনিয়োগ করতে তাদের আগ্রহের কথা জানান। এছাড়াও নেতারা সি ফুড এক্সপোর্ট, ফুড প্রসেসিং ও গ্রিন ফার্মিং সুবিধা বাড়ানোর জন্য বিশেষ অ্যাগ্রিকালচারাল জোন (অ্যাগ্রিকালচারাল বেসড ইপিজেড) স্থাপনের দাবি জানান। বৈঠকে আরও বক্তব্য রাখেন ইউকেবিসিসিআই এর চেয়ারম্যান ইকবাল আহমেদ, প্রেসিডেন্ট এম জি মওলা মিয়া, প্রতিষ্ঠাকালীন প্রেসিডেন্ট বজলুর রশিদ, যুক্তরাজ্যের হাউস অব কমন্সের এমপি ড. রুপা হক প্রমুখ। এ সময় বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সচিব (রুটিন দায়িত্ব) মো. আব্দুর রহিম বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন।

টহল দেওয়ার জন্য পুলিশের

গুরুত্বপূর্ণ। সেজন্য পুলিশের যানবাহনও গুরুত্বপূর্ণ অংশ। বিষয়টিকে সামনে রেখে ডিএমপি কমিশনার বহরের ৫০টি নতুন গাড়ি নিজ তহবিল থেকে সংগ্রহের উদ্যোগ নিয়েছেন। এরই অংশ হিসেবে প্রাথমিকভাবে আমরা ১০টি গাড়ি আমাদের বহরে যুক্ত করছি। তখন উত্তরা পূর্ব, যাত্রাবাড়ী, গুলশান, তেজগাঁও, কদমতলী, কামরাঙ্গীরচর, সবুজবাগ, খিলগাঁও, মতিঝিল ও নিউমার্কেট থানায় গাড়ি বিতরণ করা হয়। ৪ জানুয়ারি হাসান মো. শওকত আলীর সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, এ পর্যন্ত সর্বমোট মোট ৬০টি যানবাহন ঢাকার ক্ষতিগ্রস্ত সবগুলো থানায় ভাগ করে দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে ৪০টি মাহিন্দ্রা এবং ১০টি রানার গাড়ি। আপাতত থানার জন্য যানবাহন কমপ্লিট। প্রয়োজনে এর ধারাবাহিকতা বজায় থাকবে। কথা হলে খিলগাঁও থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. দাউদ হোসেন বলেন, জুলাই-আগস্টে খিলগাঁও থানা পুলিশের গাড়িতেও হামলা ও অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটে। তবে পুলিশ এ সংকট কাটিয়ে ওঠার চেষ্টা করছে। তিনি জানান, রাজারবাগ পুলিশ লাইনের যানবাহন শাখা থেকে পুরোনো তিনটি গাড়ি খিলগাঁও থানাকে দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া ডিএমপি থেকে একটি নতুন মাহিন্দ্রা গাড়ি দেওয়া হয়েছে। আর আগে থেকেই দুটি ছিল। এই কর্মকর্তা বলেন, এই ছয়টি গাড়ি নিয়ে আমরা টহল কার্যক্রম চালিয়ে থাকি। যুগ যুগ ধরে পুলিশের যানবাহন সংকট রয়েছে। এ কারণেই গাড়ি 'রিকুইজিশন' নেওয়া হয়। এটি এখনো চলমান। যানবাহন সংকট নিয়ে পুলিশ সদর দপ্তরের এআইজি (মিডিয়া অ্যান্ড পাবলিক রিলেশনস) ইনামুল হক সাগর বলেন, আন্দোলন চলাকালে ঢাকাসহ সারা দেশে পুলিশের এক হাজার ৭৪টি যানবাহনে ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ করা হয়। এসব যানবাহনের মধ্যে রয়েছে জিপ, ডাবল কেবিন পিকআপ, সিঙ্গেল কেবিন পিকআপ, মাইক্রোবাস, অ্যাম্বুলেন্স, এপিসি, ক্রাইম সিন ভ্যান, ট্রাক, বাস, কার, মোটরসাইকেল, ওয়াটার ক্যানন, প্রিজনার্স ভ্যান ইত্যাদি। তবে টহলের জন্য জন্য থানা পুলিশকে যানবাহন দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া যানবাহন দেওয়ার কাজ চলমান রয়েছে। সরকারি চাকরিতে কোটা সংস্কারের দাবিকে কেন্দ্র করে গত ১৬ জুলাই থেকে ৫ আগস্ট পর্যন্ত ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন এলাকায় আন্দোলনকারীদের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষ ও প্রাণহানি হয়। এর মধ্যে ৪, ৫ ও ৬ আগস্ট দেশের বিভিন্ন থানা, ফাঁড়িসহ পুলিশের বেশ কিছু স্থাপনায় হামলা, ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ করা হয়। ৫ আগস্ট শেখ হাসিনার দেশত্যাগের পর সারা দেশে পুলিশি কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যায়। পুলিশ সদস্যরা থানায় আসতে সাহস পাননি। পরে সেনাবাহিনীর পাহারায় ধীরে ধীরে থানার কার্যক্রম চালু হয়।

পঁচিশে ঘুরে দাঁড়াবার প্রত্যয়

থেকে দলটির নেতারা জানিয়েছেন, তারা জনগণের সঙ্গেই থাকতে চান। দলের সমস্ত অন্তর্নিহিত শক্তিকে দেশের জন্য উৎসর্গ করতে চান। নতুন বছরে নিজেদের শুধরে জনগণের কাছে ফেরার পথ উন্মুক্ত করবেন। আওয়ামী লীগের অফিসিয়াল ওয়েবসাইট ও ফেসবুক পেজে নতুন বছরে দেশবাসীকে শুভেচ্ছা জানিয়ে দলটির সভাপতি শেখ হাসিনাকে উদ্ধৃত করে বলা হয়, 'স্বাভাবিক নিয়মেই সময়ের কাঁটা ঘুরে, ক্যালেন্ডারের পাতা উল্টে নতুন বছর এসে কড়া নাড়ে। সময়, সমাজ ও সভ্যতা সামনের দিকে এগিয়ে চলে। বিরূপ পরিস্থিতিতে শক্ত মনোবল নিয়ে দাঁড়িয়ে দেশবিরোধী অপশক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করে আমাদের শুভ ও কল্যাণময় সময় প্রতিষ্ঠা করতে হবে। স্বাভাবিকভাবেই আমার প্রত্যাশা থাকবে নতুন বছরে পদার্পণের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ সামনের দিকে এগিয়ে যাবে। বাংলার জনগণ সুখ-সমৃদ্ধি ও শান্তিতে বসবাস করবে।' বিষয়টি নিয়ে আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আ ফ ম বাহাউদ্দীন নাছিম বলেন, 'রাজনৈতিক দল হিসেবে- নতুন বছরে জনগণের দুঃখ-দুর্দশা লাঘবে, দুঃখ-দুর্দশার জন্য দায়ী অনির্বাচিত অসাংবিধানিক অবৈধ সরকারের হাত থেকে বাংলাদেশের মানুষকে বাঁচাতে, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির লক্ষ্যে শান্তির বাংলাদেশ গড়তে আমরা আওয়ামী লীগের নেতাকর্মী, সমর্থক ও দেশের মানুষকে সঙ্গে নিয়ে শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য আমাদের দলের সমস্ত অন্তর্নিহিত শক্তিকে দেশের জন্য উৎসর্গ করবো।' বাহাউদ্দীন নাছিম বলেন, 'অবস্থা এমন- মাঠে নামতে পারে না, রাস্তায় নামতে পারে না, ঘুমাতে পারে না। আত্মগোপনে থাকে। শহরে গ্রামে, কোথাও তো কোনো নিরাপত্তা নেই। চরম নিপীড়ন-নির্যাতন, ভয়-ভীতি, আতঙ্ক, এটা নিয়েই তো আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা প্রতিটি মুহূর্ত পার করছে। তার ভেতর দিয়ে আমাদের ঘুরে দাঁড়াবার প্রচেষ্টা আছে। আমাদের অভ্যন্তরীণ যোগাযোগ ও পরিকল্পনা সবই আছে। আমরা ঘুরে ফিরে জনগণের সঙ্গে থাকতে চাই। জনগণের সঙ্গে কাজ করতে চাই। গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া ও মতপ্রকাশের অধিকার নিয়ে থাকতে চাই।' আওয়ামী লীগের একজন সাংগঠনিক সম্পাদক নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, 'স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব রক্ষাসহ বেশ কিছু ইস্যুতে জাতীয় ঐকমত্য তৈরি হওয়া দরকার। জাতির এই ঐক্যের স্পিডকে আওয়ামী লীগও ধারণ করে। আওয়ামী লীগের ভুল ছিল, নানা ব্যর্থতাও ছিল। তবে সফলতাও ছিল উল্লেখযোগ্য।' অবস্থা এমন- মাঠে নামতে পারে না, রাস্তায় নামতে পারে না, ঘুমাতে পারে না। আত্মগোপনে থাকে। শহরে গ্রামে, কোথাও তো কোনো নিরাপত্তা নেই। চরম নিপীড়ন-নির্যাতন, ভয়-ভীতি, আতঙ্ক, এটা নিয়েই তো আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা প্রতিটি মুহূর্ত পার করছে। তার ভেতর দিয়ে আমাদের ঘুরে দাঁড়াবার প্রচেষ্টা আছে।- আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আ ফ ম বাহাউদ্দীন নাছিম তিনি বলেন, 'ভুল শুধরে সামনের দিকে ঘুরে দাঁড়াতে পারবে আওয়ামী লীগ। অতীত ইতিহাস তাই বলে। এই দলকে ৭৫ পরবর্তী, এরশাদের স্বৈরশাসন এবং ওয়ান ইলেভেনের সময় মাইনাস বা বিনাশের চেষ্টা হয়েছে। কিন্তু পারেনি। সামনেও পারবে না। এখন হয়তো প্রকাশ্যে রাজনীতি করতে পারছে না বা করতে দেওয়া হচ্ছে না। ভুল থেকে শিক্ষা নিতে পারলে আওয়ামী লীগ ঘুরে দাঁড়াবে।' তবে দলটির প্রত্যাশা ও বাস্তবতার ফারাক ব্যাপক। তৃণমূল থেকে কেন্দ্র পর্যন্ত দলটির নেতাকর্মীদের জনবিচ্ছিন্নতা ও পলায়নপর মনোভাব চোখে পড়ার মতো। নতুন বছরে তাদের ঘুরে দাঁড়ানো বেশ দুঃসাধ্য। গত বছরের জুনে আদালতের এক রায়ে সরকারি চাকরিতে কোটা ফিরে আসে। এটি সংস্কারের দাবিতে মাঠে নামে শিক্ষার্থীরা। ধারাবাহিক শান্তিপূর্ণ আন্দোলনের এক পর্যায়ে ১ জুলাই বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের আত্মপ্রকাশ ঘটে। সেদিন থেকে এই সংগঠনের ব্যানারে লাগাতার কর্মসূচি দেয় সংগঠনটি। এসব কর্মসূচিতে পুলিশ ও আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের আক্রমণের শিকার হয়। আরও প্রতিবাদমুখর হয়ে কর্মসূচি দেয়। এরই মধ্যে সরকারপ্রধানের এক বক্তব্যে ফুঁসে ওঠে পুরো দেশের ছাত্র সমাজ। ক্যাম্পাসে ক্যাম্পাসে স্লোগান তোলে- 'তুমি কে, আমি কে, রাজাকার রাজাকার; কে বলেছে, কে বলেছে, স্বৈরাচার স্বৈরাচার।' রাজপথ চলে যায় শিক্ষার্থীদের দখলে। কিন্তু আওয়ামী লীগ সরকার এটিকে পেশিশক্তি দিয়ে মোকাবিলা করতে গিয়ে আরও সংকট তৈরি করে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলো থেকে আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে সারাদেশে। আইনশৃঙ্খলা বাহিনী ও আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা এর ওপর হামলা ও গুলিয়ে চালিয়ে শত শত শিক্ষার্থী হত্যা করে। আহত হয় হাজার হাজার শিক্ষার্থী। এতেও দমেনি আন্দোলন, বরং আরও বেগবান হয়। তীব্রতর এ আন্দোলন ও গণভবন অভিমুখী জনস্রোত থেকে বাঁচতে ৫ আগস্ট দেশত্যাগ করে ভারতে যান সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনা। এরপর থেকে এখন পর্যন্ত অফিসিয়ালি দেশে আওয়ামী লীগের কোনো কার্যক্রম নেই। অজ্ঞাত স্থান থেকে অনলাইনে দলটির পেজ থেকে কাজ চালাচ্ছে দলটি।

আওয়ামী লীগের সঙ্গে বিএনপির

মালা দিয়ে বসিয়েছি। তেমনি ফুলের মালা দিয়ে বিদায় দিতে চাই। সরকারের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, ভারতকে ছোট করে দেখবেন না। শেখ হাসিনা প্রচুর দুর্নীতি করেছে। তার কাছে প্রচুর অস্ত্র রয়েছে। এই শক্তিকে ছোট করে না দেখে আন্দোলনকারী শক্তিদের বলবো একটু হুসে থাকতে হবে। এই সচিবালয়ে এখনো আওয়ামী লীগ দোসররা রয়েছে। তাই আমাদের ঐক্যবদ্ধভাবে থাকতে হবে । বাংলাদেশ ইউথ ফোরামের সভাপতি মো. সাইদুর রহমানের সঞ্চালনায় ও উপদেষ্টা এম নাজমুল হাসানের সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় আরও বক্তব্য দেন বিএনপি চেয়ারপারসন উপদেষ্টা মো. হারুনুর রশিদ, জাতীয়তাবাদী সমমনা জোটের ড ফরিদুজ্জামান ফরহাদ, বিএনপি সহ তথ্য বিষয়ক সম্পাদক কাদের গনি চৌধুরী, বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়নের সিনিয়র সহকারী মহাসচিব বাসির জামাল, কৃষক দলের নেতা এস কে সাদি, আব্দুর রাজি, বিপি মাসুম, আমির হোসেন বাদশা, ইসমাইল হোসেন সিরাজী প্রমুখ।

সরকারি বিভিন্ন দপ্তর এডিপি

অর্থবছরের জুলাই-নভেম্বরে সব মিলিয়ে ১০ শতাংশের কম অর্থ খরচ করেছে। তার মধ্যে চলতি অর্থবছরের প্রথম পাঁচ মাসে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বরাদ্দের কোনো টাকা খরচ করতে পারেনি। ওই মন্ত্রণালয়ের আওতায় পাকিস্তান, জার্মানি, অস্ট্রেলিয়া, ভুটান, ব্রুনেই ও সৌদি আরবে সাতটি চ্যান্সারি কমপ্লেক্স বানানোর জন্য সাতটি আলাদা প্রকল্প নেয়া হয়। ওসব প্রকল্পে ১৪৩ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়। পররাষ্ট্র ছাড়া অন্য মন্ত্রণালয় ও বিভাগগুলো হলো নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়, স্বাস্থ্যসেবা বিভাগ, সেতু বিভাগ, প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয় (থোক বরাদ্দসহ), স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় বিভাগ, শিল্প মন্ত্রণালয়, জননিরাপত্তা বিভাগ, সুরক্ষা সেবা বিভাগ; পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, পার্বত্য চট্টগ্রামবিষয়ক মন্ত্রণালয়, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, ভূমি মন্ত্রণালয়, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়, পরিকল্পনা বিভাগ এবং বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়। তবে স্থানীয় সরকার বিভাগের প্রকল্পে চলতি অর্থবছরে সবচেয়ে বেশি এডিপি বাস্তবায়িত হয়েছে। ওই বিভাগের ২৩১টি প্রকল্পে ৩৭ হাজার ৯৭৬ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়। গত জুলাই-নভেম্বরে পাঁচ মাসে ওই বিভাগ ৭ হাজার ৭১১ কোটি টাকা খরচ করতে পেরেছে। তাদের এডিপি বাস্তবায়নের হার ২০ দশমিক ৩১ শতাংশ। এদিকে এডিপি কম বাস্তবায়িত হওয়া প্রসঙ্গে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্টদের মতে, দেশে রাজনৈতিক পটপরিবর্তন এবং ঠিকাদার ও প্রকল্প পরিচালকদের খুঁজে না পাওয়ার কারণে এবার এডিপির টাকা কম খরচ হচ্ছে। তাছাড়া অন্তর্বর্তী সরকার ক্ষমতা নেয়ার পর প্রকল্প যাচাই-বাছাই করে অর্থ খরচে জোর দিয়েছে। যে কারণে এডিপি বাস্তবায়নে কিছুটা ধীরগতিতে হচ্ছে। তবে সামনের দিনগুলোতে এডিপি বাস্তবায়নের হার বাড়বে।

চাকরি পুনর্বহালের দাবিতে সচিবালয়ের সামনে অব্যাহতিপ্রাপ্ত এসআইরা

স্টাফ রিপোর্টার : চাকরি পুনর্বহালের দাবিতে সচিবালয়ের সামনে অবস্থান কর্মসূচি পালন করেছেন অব্যাহতিপ্রাপ্ত উপ-পরিদর্শকরা (এসআই)। গতকাল রোববার সকাল ১০টা সচিবালয়ের ৪ নম্বর গেটের সামনে অবস্থান নেন তারা। শৃঙ্খলা ভঙ্গের অভিযোগে পুলিশের ৪০তম (ক্যাডেট) ব্যাচে উপ-পরিদর্শকদের ট্রেনিং শেষ হওয়ার আগেই ৩২১ জনকে বাদ দেওয়া হয়। কর্মসূচি থেকে চাকরিতে পূর্ণবহালের দাবি জানান তারা। অব্যাহতিপ্রাপ্ত উপ-পরিদর্শকরা বলেন, তাদের কোনও শোকজ লেটার ছাড়া একতরফাভাবে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে তুচ্ছ শৃঙ্খলা ভঙ্গের অভিযোগ করা হলেও তা কোনোভাবেই যুক্তিসঙ্গত নয়। তাই তারা তাদের চাকরি পুনর্বহাল চান। তারা বলেন, আমাদের কোনও বেতন ছাড়াই দীর্ঘদিন ট্রেনিং করতে হয়েছে। তবে, ক্লাস ও খাবারের বিশৃঙ্খলার যে অভিযোগে আমাদের বাদ দেওয়া হয়েছে, তার কোনও প্রমাণ দেখাতে পারেনি কর্তৃপক্ষ। যারা দায়িত্বে ছিলেন, তারা বলেছেন সেদিন কিছুই ঘটেনি। তাহলে কেন আমাদের চাকরি থেকে বাদ দেওয়া হলো? আমরা আমাদের ন্যায্য চাকরি ফেরত চাই। উপ-পরিদর্শক আরও বলেন, 'আমরা রাস্তায় অবস্থান করতে চাই না। কিন্তু আমাদের সঙ্গে যে বৈষম্য করা হচ্ছে, তার সুষ্ঠু বিচার দাবি করছি।' যারা এখনও সারদায় প্রশিক্ষণ নিচ্ছেন তাদের সঙ্গে একযোগে পোস্টিং দেওয়ার দাবি জানান তারা। ৪০তম ক্যাডেট এসআই ব্যাচে প্রশিক্ষণের জন্য মোট ৮২৩ জন ছিলেন। তারা গত বছরের ৪ নভেম্বর থেকে সারদায় বনিয়াদি প্রশিক্ষণ শুরু করেন। তাদের মধ্যে চার ধাপে ৩২১ জন এসআইকে চাকরি থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে গত ২১ অক্টোবর ২৫২ জন, ৪ নভেম্বর ৫৮ জন, ১৮ নভেম্বর তিন জন এবং ১ জানুয়ারি আট জনকে অব্যাহতি দেওয়া হয়।

সিলেট-তামাবিল সড়কে পড়ে ছিল ব্যবসায়ীর রক্তাক্ত লাশ

স্টাফ রিপোর্টার : সিলেটের জৈন্তাপুর উপজেলায় এক ব্যক্তির রক্ত মাখা মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। গতকাল রোববার সকালে উপজেলার ২ নম্বর লক্ষ্মীপুর এলাকার সিলেট-তামাবিল মহাসড়ক থেকে মরদেহটি উদ্ধার করা হয় বলে তামাবিল হাইওয়ে থানার ওসি মো. হাবিবুর রহমান। নিহত ৩৫ বছর বয়সী সালাউদ্দিন ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আখাউড়া উপজেলার মনিয়ন্দ গ্রামের খালেক মিয়ার ছেলে। জৈন্তাপুর উপজেলার ৪ নম্বর বাংলাবাজার এলাকায় মসজিদ মার্কেটে সাত বছর ধরে একটি সেলুনের দোকান চালিয়ে আসছিলেন তিনি। ওসি হাবিবুর রহমান বলেন, সালাউদ্দিনের লাশ ময়নাতদন্তের জন্য সিলেট এম এ জি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। প্রতিবেদন পাওয়ার পর তার মৃত্যুর সঠিক কারণ জানা যাবে।

যমুনা রেলসেতুতে ৮০ কিলোমিটার গতিতে চললো ট্রেন, বাড়বে আরও

স্টাফ রিপোর্টার : দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর যমুনা নদীর ওপর নির্মিত দেশের সবচেয়ে বড় রেলওয়ে সেতুর ওপর দিয়ে ৮০ কিলোমিটার গতিতে চললো ট্রেন। পর্যায়ক্রমে ঘণ্টায় ১২০ কিলোমিটার গতিতে চলবে ট্রেন। যার অপেক্ষায় সবাই। গতকাল রোববার সকাল ৯টা ২০ মিনিটের দিকে গতকালকে প্রথম পরীক্ষামূলক ট্রেন দুটি সফলভাবে সেতু অতিক্রম করে। এরপর চলছে পর্যায়ক্রমে। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন যমুনা রেলওয়ে সেতুর চিফ সাইট ইঞ্জিনিয়ার মো. মাইনুল ইসলাম। তিনি বলেন, 'আজ (গতকাল) পরীক্ষামূলকভাবে পূর্ণগতিতে ট্রেন চলবে। এর অংশ হিসেবে প্রথমে সকাল ৯টা ২০ মিনিটে ঘণ্টায় ২০ কিলোমিটার গতিতে দুটি ট্রেন সেতুর পূর্ব পাড় থেকে পশ্চিম পাড়ে ও পশ্চিম পাড় থেকে পূর্ব পাড়ে ছেড়ে যায়। এরপর ১০টা ২০ মিনিটের দিকে দ্বিতীয়বার ঘণ্টায় ৬০ কিলোমিটার গতিতে দুই পাশ থেকে ট্রেন দুটি সেতু অতিক্রম করে। এরপর ১১টা ১ মিনিটে একটি ট্রেন সেতু পশ্চিম পাড় থেকে ঘণ্টায় ৮০ কিলোমিটার গতিতে সেতুতে ওঠে ও ১১টা ৫ মিনিটে পূর্ব পাড় থেকে ছেড়ে আসা ট্রেনটি পশ্চিমপাড়ের সেতুর শেষ অংশ অতিক্রম করে। এভাবে ঘণ্টায় সর্বোচ্চ ১২০ কিলোমিটার গতিতে পরীক্ষামূলক ট্রেন চলবে।' তিনি আরও বলেন, 'আমরা সবাই অধীর আগ্রহে সেই পূর্ণগতির অপেক্ষায় আছি। সত্যি বলতে গেলে, আমরা খুব আনন্দিত এবং উত্তেজিতও বলা যায়। কয়েকটা বছর ধরে আমাদের এত বড় টিমের বিশাল কর্মযজ্ঞের পরে পূর্ণতা পেতে যাচ্ছে। দেশের সর্বোচ্চ গতিতে ট্রেন চলবে এখানে। এটা আমাদের জন্য মাইলফলক।' প্রকল্প সূত্রে জানা যায়, ২০২০ সালের আগস্ট মাসে ৯ হাজার ৭৩৪ দশমিক ৭ কোটি টাকা ব্যয়ে সেতুটির নির্মাণকাজ শুরু হয়। পরে এ ব্যয় বেড়ে দাঁড়ায় ১৬ হাজার ৭৮০ দশমিক ৯৬ কোটি টাকা। যার ১২ হাজার ১৪৯ দশমিক ২ কোটি টাকা জাপান ইন্টারন্যাশনাল কো-অপারেশন এজেন্সি (জাইকা) ঋণ হিসেবে দিয়েছে। এই প্রকল্পের মূল নির্ধারিত সময় ছিল জুলাই ২০১৬ থেকে ডিসেম্বর ২০২৩। কিন্তু প্রথম সংশোধনে এ সময়সীমা ডিসেম্বর ২০২৪ এ স্থানান্তরিত করা হয়। এর আগে, ২০১৬ সালের ৬ ডিসেম্বর জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটি (একনেক) প্রকল্পটি অনুমোদন দেয়। গত ২৬ নভেম্বর সর্বোচ্চ ৪০ কিলোমিটার গতিতে রেলওয়ে সেতু দিয়ে পরীক্ষামূলকভাবে প্রথম ট্রেন চলে।

গণঅভ্যুত্থানে নিহতদের পাশে এনবিআর

স্টাফ রিপোর্টার : জুলাই গণঅভ্যুত্থানে শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানালো জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এনবিআর। ৮২৬ শহীদ পরিবারকে সরকারি সহায়তা বাবদ অর্থ দিয়ে 'সঞ্চয়পত্র' কেনার ক্ষেত্রে 'পিএসআর (আয়কর রিটার্নের প্রাপ্তিস্বীকার)' দিতে হবে না। গতকাল রোববার এ সংক্রান্ত একটি প্রজ্ঞাপন জারি করেছে এনবিআর। এতে বলা হয়েছে, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ২৬৪ এর উপ-ধারা (৪) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে, জুলাই গণঅভ্যুত্থানে শহীদ পরিবারের ৮২৬ জন সদস্যকে সরকারি সহায়তা বাবদ দেওয়া অর্থ দিয়ে সঞ্চয়পত্র কেনার ক্ষেত্রে আয়কর রিটার্ন দাখিলের প্রমাণক উপস্থাপন হতে এতদ্বারা অব্যাহতি দেওয়া হলো।

রাবির সেই আইসিটি পরিচালকের পদত্যাগের ঘোষণা প্রত্যাহার

স্টাফ রিপোর্টার : পদত্যাগের ঘোষণা দেওয়ার পর তা প্রত্যাহার করে নিয়েছেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে (রাবি) আইসিটি সেন্টারের পরিচালক অধ্যাপক ড. সাইফুল ইসলাম। পোষ্য কোটা ইস্যুতে কিছু শিক্ষার্থীর বিরুদ্ধে শিক্ষক ও কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সঙ্গে অবমাননাকর আচরণের অভিযোগ তুলে তিনি পদত্যাগের ঘোষণা দিয়েছিলেন। গত শনিবার মধ্যরাতে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে এক পোস্টে পদত্যাগপত্র প্রত্যাহারের বিষয়টি জানান তিনি। পোস্টে অধ্যাপক ড. সাইফুল ইসলাম লিখেছেন, 'আমি মাননীয় উপাচার্য মহোদয়ের আহ্বানে সাড়া দিয়ে আইসিটি সেন্টারের পরিচালক পদ থেকে পদত্যাগের ঘোষণা প্রত্যাহার করলাম। মান-সম্মান, ইজ্জতের মালিক একমাত্র আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা। মাননীয় উপাচার্য মহোদয় আমার ওপর যে আস্থা রেখেছেন, আমি যেন তার যথাযথ হক আদায় করতে পারি, আমিন। সবার কাছে দোয়া চাই।' এর আগে, গত ৩ জানুয়ারি নিজের ফেসবুক অ্যাকাউন্টের এক পোস্টে পদত্যাগের ঘোষণা দিয়ে তিনি লিখেছিলেন, 'পোষ্য কোটা থাকা না থাকার বিষয়ে আমার কোনও বক্তব্য নেই। বিগত সময়ে একাধিক পোস্টে আমার অবস্থান জানিয়েছি। কিন্তু যে কায়দায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনকে দাবি মানতে বাধ্য করা হলো, প্রশাসনের একজন হিসেবে এই অপমান-অপদস্তকে আমি মেনে নিতে পারছি না। আমি এর প্রতিবাদে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আইসিটি পরিচালকের পদ থেকে পদত্যাগের ঘোষণা করছি। [আগামী সপ্তাহের প্রথম কার্যদিবসে অফিসিয়ালি আমার পদত্যাগপত্র প্রশাসনের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। অভিযোগ তুলে তিনি আরও লিখেছিলেন, 'গত দুই মাস যাবৎ গুটিকয়েক ছাত্র অব্যাহতভাবে রাবির শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারী ও তাদের পরিবার নিয়ে অশালীন-অশ্রাব্য ভাষায় গালিগালাজ এবং কর্মসূচি পালন করে আসছে, তা কোনোক্রমেই মেনে নেওয়ার মতো না। আমি এই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হিসেবে এর তীব্র প্রতিবাদ করছি এবং এর ন্যায্য বিচার দাবি করছি।' এর আগে, গত ১ জানুয়ারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি কমিটির সভায় সহায়ক ও সাধারণ কর্মচারীর সন্তানের জন্য ১% পোষ্য কোটা রাখার সিদ্ধান্ত নেয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। ২ জানুয়ারি এ সিদ্ধান্ত প্রত্যাখ্যান করে সকাল ১০টা থেকে প্রশাসন ভবনে তালা দিয়ে আন্দোলন শুরু করেন শিক্ষার্থীরা। ফলে দুই উপ-উপাচার্য, প্রক্টর, জনসংযোগ প্রশাসকসহ শতাধিক কর্মকর্তা-কর্মচারী ভেতরে আটকা পড়েন। ১০ ঘণ্টা অবরুদ্ধ থাকার পর ভবনের তালা ভাঙার চেষ্টা করেন কর্মকর্তারা। ফলে উভয়ের মধ্যে উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। ফলে রাত ৯টার পর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসন ভবনে এসে পোষ্য কোটা সম্পূর্ণ বাতিলের ঘোষণা দিতে বাধ্য হন উপাচার্য অধ্যাপক সালেহ হাসান নকীব।

ছাত্রলীগের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে ফেসবুক পোস্ট, হামলা-পাল্টা হামলায় আহত ৫

স্টাফ রিপোর্টার : নাটোরের লালপুর উপজেলার আড়বাব ইউনিয়নের রঘুনাথপুর এলাকায় নিষিদ্ধঘোষিত ছাত্রলীগের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে পোস্ট দেওয়াকে কেন্দ্র করে স্থানীয় আওয়ামী লীগ-বিএনপির হামলা-পাল্টা হামলার খবর পাওয়া গেছে। এই ঘটনায় ওই এলাকায় পাঁচ জন আহত হয়েছেন। তাদের লালপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়েছে। গত শনিবার রাত সাড়ে ৮টায় ঘটে এই হামলা-পাল্টা হামলার ঘটনা। আহতরা হলেন আড়বাব ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সহসভাপতি আব্দুল মান্নান, তার ছেলে সোহাগ, নাতি জয়, সেনাসদস্য জিহাদ ও ছাত্রদল কর্মী সাগর। ভুক্তভোগী পরিবার ও স্থানীয়দের দাবি, নিষিদ্ধঘোষিত ছাত্রলীগের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে আড়বাব ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সহসভাপতি আব্দুল মান্নানের নাতি ছাত্রলীগ কর্মী জয় ফেসবুকে পোস্ট দেয়। পোস্টটি দেখার পর উপজেলা ছাত্রদলের নেতাকর্মীরা জয়কে মারধর করে। বিষয়টি জানাজানি হলে স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতাকর্মীরা তাদের পাল্টা ধাওয়া দেয়। এ সময় তারা সাগর নামে এক ছাত্রদল কর্মীকে মারধর করে। এই ঘটনার পর উত্তেজিত বিএনপি নেতাকর্মীরা আব্দুল মান্নান, রাব্বানি ও সেন্টু নামে ৩ আওয়ামী লীগ সমর্থকের বাড়িঘরে হামলা ও তাদের মারপিট করে। ওই সময় মান্নানের বাড়িতে ছুটিতে বেড়াতে আসা সেনাসদস্য জিহাদসহ ৪ জন আহত হন। খবর পেয়ে সেনাবাহিনী ও লালপুর থানা পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। এ ব্যাপারে গতকাল রোববার সকালে লালপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) নূরজ্জামান জানান, পরিস্থিতি শান্ত রয়েছে। হামলার ঘটনায় অভিযোগ পেলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

যশোরে ঘন কুয়াশায় বাস-থ্রি হুইলার সংঘর্ষে নিহত ১, আহত ৯

স্টাফ রিপোর্টার : যশোরে মৃত আত্মীয়কে দেখতে যাওয়ার পথে বাস ও থ্রি-হুইলারের সংঘর্ষে একজন নিহত ও নারী-শিশুসহ ৯ জন আহত হয়েছেন। গতকাল রোববার সকাল সাড়ে ৮টায় সদর উপজেলার মাগুরা সড়কের পাঁচবাড়িয়ায় প্রাণিসম্পদ গবেষণা কার্যালয়ের সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে বলে জানিয়েছেন যশোর কোতয়ালি থানার ওসি আব্দুর রাজ্জাক। নিহত হারুন বিশ্বাস (৪৫) সরইডাঙ্গা গ্রামের আহাদ আলী বিশ্বাসের ছেলে। আহতরা হচ্ছেন- নিহত হারুনের ভাই ফারুক বিশ্বাস (৪৩), বাচ্চু বিশ্বাস (৫৪), তার স্ত্রী রোজিনা বেগম (৪০), ছেলে আবু বক্কার (৮), সফিয়ার বিশ্বাসের ছেলে লিটন (৩৫), আশা বিশ্বাসের স্ত্রী নাসিমা বেগম (৪৫), কাশেম বিশ্বাসের ছেলে ফারুক (৩৪), রমজান বিশ্বাসের ছেলে বাবুর আলী (৪৫) ও থ্রি-হুইলার চালক শামিম হোসেন (৩৪)। হতাহতরা সবাই থ্রি-হুইলারের যাত্রী। তাদের বাড়ি যশোর সদর উপজেলার কাশিমপুর ইউনিয়নের সরইডাঙ্গা গ্রামে এবং তারা পরস্পরের আত্মীয়। আহত বাবুর আলী জানান, ঘন কুয়াশার কারণে এ দুর্ঘটনা ঘটেছে। ভোরে তাদের এক ভগ্নিপতির মৃত্যুর সংবাদ পেয়ে তারা থ্রি-হুইলার (মাহিন্দ্র) রিজার্ভ করে ঝিকরগাছা উপজেলার কায়েমকোলা হালসায় যাচ্ছিলেন। পথে যশোর-মাগুরা সড়কের পাঁচবাড়িয়ায় বিপরীত দিক থেকে আসা মাগুরাগামী একটি বাসের সঙ্গে তাদের থ্রি-হুইলারের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে ঘটনাস্থলেই একজন নিহত ও বেশ কয়েকজন আহত হন। ওসি আব্দুর রাজ্জাক জানান, আহতদের মধ্যে ৯ জনকে যশোর জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। নিহত হারুনের মরদেহ উদ্ধার করে হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়েছে।

সিরাজগঞ্জে জোড়া খুনের মামলায় ৪ জনের মৃত্যুদণ্ড

স্টাফ রিপোর্টার : সিরাজগঞ্জের উল্লাপাড়ায় জোড়া খুনের দায়ে চারজনকে মৃত্যুদণ্ড ও আটজনকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছে আদালত। গতকাল রোববার দুপুরে সিরাজগঞ্জ অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা তৃতীয় আদালতের বিচারক মাহবুবুর রহমান এ রায় দেন বলে জানিয়েছেন ওই আদালতের রাষ্ট্রপক্ষের কৌসুলি (অতিরিক্ত পিপি) হামিদুল ইসলাম দুলাল। মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্তরা হলেন, উল্লাপাড়া উপজেলার চক পাঙ্গাসী গ্রামের আক্তার প্রামাণিকের ছেলে হাসানুর হাসু (৪৫), একই গ্রামের হাজী আফাজ উদ্দিনের ছেলে কাওছার আলী, দেল মাহমুদের ছেলে মোয়াজ্জেম হোসেন রিন্টু ও মৃত লাজেমুদ্দিন প্রামাণিকের ছেলে জাহিদুল ইসলাম আলিম। যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্তরা হলেন, একই গ্রামের আশরাফ (৫০), মোতালেব (৪০), রেজাউল (৩২), দুলাল (৩৫), মনিরুল (৩০), সাদ্দাম (২৮), বেল্লাল (৫০) ও আওয়াল (৩০)। মামলার নথি থেকে জানা যায়, পূর্ব বিরোধের জের ধরে ২০১৭ সালের ২১ জানুয়ারি সকালে উল্লাপাড়া উপজেলার চকপাঙ্গাসী গ্রামের সাইফুল ইসলামের বাড়িতে প্রতিবেশী হাসানুর রহমান হাসুর নেতৃত্বে অন্য আসামিরা লাঠিসোটা ও দেশীয় অস্ত্রসহ নিয়ে হামলা চালায়। এ সময় সাইফুল ইসলাম ও তার ভাই সোনা মিয়া, মকবুল হোসেন, আবুল কালামকে কুপিয়ে গুরুতর আহত করা হয়। এছাড়াও তাদের বাড়ি-ঘরে ভাঙচুর করা হয়। পরে আহতদের চিৎকারে স্থানীয়রা ঘটনাস্থলে ছুটে এসে তাদের উদ্ধার করে সিরাজগঞ্জ জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করেন। সেখানে মকবুল হোসেন, সোনা মিয়া ও সাইফুল ইসলামের অবস্থার অবনতি হলে তাদের প্রথমে বগুড়া শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল এবং পরে ঢাকায় হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মকবুল হোসেন ও সাইফুল ইসলামের মৃত্যু হয়। এ ঘটনায় চকপাঙ্গাসী গ্রামের নিজাম উদ্দিনের ছেলে শহিদুল ইসলাম বাদী হয়ে ৫১ জনকে আসামি করে মামলা করেন। তদন্ত শেষে ২০১৭ সালের ১৯ অক্টোবর আসামিদের বিরুদ্ধে আদালতে অভিযোগপত্র দেয় পুলিশ। মামলা চলাকালে ২১ জনের সাক্ষ্য গ্রহণ করে আদালত। অতিরিক্ত পিপি হামিদুল ইসলাম দুলাল বলেন, সাক্ষ্য প্রমাণ শেষে গতকাল রোববার দুপুরে এ মামলায় রায় ঘোষণা করেন বিচারক। রায়ে চারজনকে মৃত্যুদণ্ড ও আটজনকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছে আদালত। আর অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়ায় খালাস দেওয়া হয়েছে ৪৩জনকে। এছাড়াও মৃত্যদণ্ডপ্রাপ্ত আসামিদের ৫০ হাজার টাকা করে এবং যাবজ্জীবনপ্রাপ্ত আসামিদের ২৫ হাজার করে জরিমানা করা হয়েছে; অনাদায়ে তিন মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে বলেও জানান এ আইনজীবী।

তালাক নিয়ে কলহের পর ক্ষমা চাইলেও রাতে স্ত্রীকে গলা কেটে হত্যা

স্টাফ রিপোর্টার : পটুয়াখালীতে সদর উপজেলায় দ্বিতীয় বিয়ে ও তালাক নিয়ে কলহের জেরে স্ত্রীকে গলা কেটে হত্যার অভিযোগে এক ব্যক্তিকে আটক করেছে পুলিশ। গত শনিবার রাত ৩টার দিকে আউলিয়াপুর ইউনিয়নের ছোট আউলিয়াপুর বলইকাঠী গ্রামে এ ঘটনা ঘটে বলে জানিয়েছেন পটুয়াখালী সদর থানার ওসি মো. ইমতিয়াজ আহম্মেদ। নিহত নূরজাহান বেগম (৪৫) ওই গ্রামের নূর মোহাম্মদ হাওলাদারের স্ত্রী।

টেকনাফে সোয়া ২ লাখের বেশি ইয়াবাসহ রোহিঙ্গা আটক

স্টাফ রিপোর্টার : কক্সবাজারের টেকনাফ উপজেলার নাফ নদীর সীমান্ত থেকে সোয়া দুই লাখের বেশি ইয়াবাসহ এক রোহিঙ্গাকে আটক করা হয়েছে, যাকে 'মাদক পাচারকারি' বলছে বিজিবি। গত শনিবার সন্ধ্যা ৭টার দিকে হ্নীলা ইউনিয়নের নাফ নদীর জাইল্ল্যা পাড়া সীমান্তে অভিযান চালিয়ে তাকে আটক করা হয় বলে জানান বিজিবির টেকনাফ ২ ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল আশিকুর রহমান। আটক আব্দুর শুক্কুর (২১) মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্যের মংডু থানার নাফপুরা এলাকার মৃত সালেহ আহমদের ছেলে। বিজিবি অধিনায়ক আশিকুর বলেন, সন্ধ্যায় নাফ নদীর জাইল্ল্যা পাড়া সীমান্ত পয়েন্টে বিজিবির দুইটি টহল দল দায়িত্বে ছিল। এক পর্যায়ে বিজিবির সদস্যরা নদীর জলসীমার শূণ্যরেখা অতিক্রম করে সন্দেহজনক দুই ব্যক্তিকে বস্তা কাঁধে কূলের দিকে আসতে দেখে। বেঁড়িবাধের কাছে আসলে বিজিবির সদস্যরা তাদের থামার জন্য নির্দেশ দেন। এ সময় লোকগুলো সাথে থাকা প্লাস্টিকের বস্তা দুইটি ফেলে দিয়ে পালানোর চেষ্টা চালায়।

সম্পাদকীয়

পিছিয়ে রয়েছে পর্যটন খাত
সঠিক পরিকল্পনা ও উদ্যোগ জরুরি

সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও সঠিক পরিকল্পনা ও উদ্যোগের অভাবে বাংলাদেশের পর্যটনশিল্পকে এগিয়ে নেওয়া যাচ্ছে না। অথচ অনেক দেশেরই প্রধান আয় হচ্ছে পর্যটনশিল্প। আমাদের কাছের দেশ থাইল্যান্ড, ভারত, শ্রীলঙ্কা, মালদ্বীপেরও মোট জাতীয় আয়ের একটি বড় অংশই আসে পর্যটনশিল্প থেকে। অথচ আমাদের মতো এত সমৃদ্ধ সমুদ্রসৈকত তাদের নেই। আমাদের কক্সবাজারের সমুদ্রসৈকতের দৈর্ঘ্য ৭৫ মাইল বা ১২০ কিলোমিটার। এর মধ্যে পর্যটকরা ব্যবহার করে মাত্র চার কিলোমিটারের মতো অংশ। এখানে সারা বছরই স্থানীয় পর্যটকদের উপচে পড়া ভিড় থাকে। এত সুন্দর সৈকত থাকা সত্ত্বেও এখানে বিদেশি পর্যটকদের আগমন খুব কমই হয়। এর একটি বড় কারণ উপভোগ করার মতো সুযোগ-সুবিধার অভাব। সেই সঙ্গে আছে নিরাপত্তার অভাব, অপরিচ্ছন্নতা, হোটেল-মোটেলগুলোর মানসম্মত সেবার অভাব এবং উচ্চমূল্য। যাতায়াত বা চলাচলের সুযোগ-সুবিধার যেমন অভাব রয়েছে, তেমনি অত্যন্ত ব্যয়সাপেক্ষ। পর্যটন ব্যবসায় এগিয়ে থাকা দেশগুলোতে সৈকতে ভ্রমণকারীদের জন্য আরো অনেক সুযোগ-সুবিধার আয়োজন করতে দেখা যায়। এর মধ্যে রয়েছে সিনেপ্লেক্স, অ্যামিউজমেন্ট পার্ক, থিম পার্ক, নাইট ক্লাব, ক্যাসিনো, ডাইভিং, সারফিং, ক্রুইজিং, প্রমোদতরি, সমুদ্রভ্রমণ, বিশেষায়িত শপিং মল, এক্সক্লুসিভ টুরিস্ট জোন, বিদেশিদের জন্য আলাদা জোন, ক্রেডিট কার্ড ও মানি এক্সচেঞ্জের ব্যাপক সুবিধা। আমাদের কক্সবাজারে এসব সুবিধা প্রায় নেই বললেই চলে। উল্টো আছে আমলাতান্ত্রিকতা। ফলে কক্সবাজার সৈকতে বিনিয়োগের ক্ষেত্রেও রয়েছে অবিশ্বাস্য আমলাতান্ত্রিক জটিলতা। খাতসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা জানান, কক্সবাজারে বিনিয়োগে রীতিমতো বিড়ম্বনা পোহাতে হয় বিনিয়োগকারীদের। এখানে বিনিয়োগ করতে চাইলে ছাড়পত্র নিতে হয় ১৬ থেকে ১৮টি সরকারি দপ্তর থেকে। ব্যবসা পরিচালনার ক্ষেত্রেও রয়েছে নানা জটিলতা। ফলে বিনিয়োগকারীরা এখানে বিনিয়োগে এগিয়ে আসছেন না। এই খাতের বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, দেশের পর্যটনশিল্পকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য একটি মহাপরিকল্পনা প্রয়োজন এবং তা বাস্তবায়নে চাই আন্তরিক উদ্যোগ। সৈকতভ্রমণের পাশাপাশি ধর্মীয় ও ঐতিহাসিক স্থান পরিদর্শন, নদীভ্রমণ, ইকোট্যুরিজম বা প্রকৃতিভ্রমণ, সাংস্কৃতিক ভ্রমণ ইত্যাদি সুবিধা কাজে লাগাতে হবে। ভ্রমণকারীদের যাতায়াত, থাকা-খাওয়া, নিরাপত্তা ও অন্যান্য সুবিধা নিশ্চিত করতে হবে। আমরা আশা করি, পর্যটনশিল্পে উন্নত দেশগুলোর অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে দেশীয় পর্যটনশিল্পকে এগিয়ে নিতে দ্রুত কার্যকর উদ্যোগ নেওয়া হবে।

যাতায়াত বা চলাচলের সুযোগ-সুবিধার যেমন অভাব রয়েছে, তেমনি অত্যন্ত ব্যয়সাপেক্ষ। পর্যটন ব্যবসায় এগিয়ে থাকা দেশগুলোতে সৈকতে ভ্রমণকারীদের জন্য আরো অনেক সুযোগ-সুবিধার আয়োজন করতে দেখা যায়। এর মধ্যে রয়েছে সিনেপ্লেক্স, অ্যামিউজমেন্ট পার্ক, থিম পার্ক, নাইট ক্লাব, ক্যাসিনো, ডাইভিং, সারফিং, ক্রুইজিং, প্রমোদতরি, সমুদ্রভ্রমণ, বিশেষায়িত শপিং মল, এক্সক্লুসিভ টুরিস্ট জোন, বিদেশিদের জন্য আলাদা জোন, ক্রেডিট কার্ড ও মানি এক্সচেঞ্জের ব্যাপক সুবিধা

হারিয়ে যাওয়া দেশী প্রজাতির ধান সংরক্ষণে জোর দিন

এখন আর হাওরে দেশি জাতের বোরো ধানের আবাদ হয় না। বোরো ফসলি হাওরে এখন আর দেশী জাতের বোরো ধান চাষাবাদ হয় না। এখন চাষাবাদ হয় উচ্চ ফলনশীল ধান। বর্তমানে হাইব্রিড আর বহুজাতিক কোম্পানির বাণিজ্যের দাপটে হারিয়ে যাচ্ছে দেশি জাতের বোর ধান। বেশি ফলনের আশায় কৃষকরা ঝুঁকছেন হাইব্রিড ধান চাষাবাদের দিকে। গত দুই যুগ আগেও সুনামগঞ্জ, নেত্রকোণা, কিশোরগঞ্জ, হবিগঞ্জ সহ সব কটি হাওর জেলায় চাষাবাদ হতো দেশীয় বিভিন্ন জাতের বোরো ধান। জলবায়ু সহিষ্ণু ছিলো দেশী জাতের সব কটি ধান। ফলন একটু কম হলেও অতিবৃষ্টি কিংবা খরাতে তেমন কোন ক্ষতি হত না। সেচ দিতে হত না, কীটনাশক, সার দিতে হতো না। বর্তমানে হাইব্রিড আর বহুজাতিক কোম্পানির বাণিজ্যের দাপটে হারিয়ে যাচ্ছে দেশী জাতের বোরো ধান। বেশি ফলনের আশায় কৃষকরা ঝুঁকছেন হাইব্রিড ধান চাষাবাদে। খাদ্যনিরাপত্তা অর্জনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা ধরে রাখতে সরকারও জোড় দিচ্ছেন হাইব্রিড ধান চাষাবাদে। হাওর অঞ্চলে দেশীয় প্রজাতির ধান যা ইতিমধ্যে হারিয়ে গেছে তার মধ্যে রয়েছে- রাতা, গুচি শাইল, নাজিরশাইল, লাকাই, পানি শাইল, টেপি, রঙ্গিলা টেপি, রাজাশাইল, বেগুন বিচি, ধলাকাচাই, মৌমাইল, কালো জিরা, বাঁশফুল ও গড়িয়া ইত্যাদি। একটা সময় অতিথিদের আপ্যায়নের জন্য বিভিন্ন রকমের সুস্বাদু জাতের ধানের চাল দিয়ে রান্না করা হতো। খেতেও সুস্বাদু ছিলো সে ধান। ধান কাটার মৌসুমে গ্রামে পিঠা পায়েস, চিড়া, খই, মুড়ি তৈরির ধুমও ছিল। এখন তা আর হয় না। দেশী ধান চাষাবাদ করতে কোনো বীজ বাজার থেকে কিনতে হতো না। বীজের জন্য কিছু ধান আলাদা করে ঘরে তুলে রাখলেই চলত। বর্তমানে আমরা যে ধান চাষাবাদ করছি তা বীজ রাখতে পারছি না। বছরে বছরে বাজার থেকে চড়া দামে বীজ কিনতে হচ্ছে। সেই সাথে ধানের রোপণের পর জমিতে কীটনাশক, সার, সেচ প্রচুর পরিমাণে দিতে হচ্ছে। না হলে ফলন ভালো হচ্ছে না। দেশি বোরো ধান রোপণের পর তেমন কোনো যত্ন করতে হতো না। এমনকি সার ও কীটনাশকও দেওয়া হতো না। জলবায়ু সহিষ্ণু ছিলো দেশি জাতের সব কয়টি ধান। ফলন একটু কম হলেও অতিবৃষ্টি কিংবা খরাতে তেমন কোনো ক্ষতি হতো না। জমিতে সেচেরও প্রয়োজন হতো না। জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে হারিয়ে যাওয়া দেশী প্রজাতির ধান সংরক্ষণে সরকারকে জোর দিতে হবে। তাহলে আমরা ফিরে পাব দেশী ধানের স্বাদ।

পণ্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি
বাজার নিয়ন্ত্রণে কার্যকর পদক্ষেপ নিন

বাজারে চাল, তেল, চিনি, আলু, পেঁয়াজসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় প্রায় প্রতিটি খাদ্যপণ্যের দাম বাড়তি। এর সঙ্গে বাড়লো সয়াবিন তেলের দামও। এখন থেকে প্রতি লিটার বোতলজাত সয়াবিন তেল বিক্রি হবে ১৭৫ টাকা। প্রতি লিটার সয়াবিন তেলের দাম বাড়ানো হয়েছে ৮ টাকা। গত সোমবার বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে ভোজ্যতেল পরিস্থিতি নিয়ে সাংবাদিকদের ব্রিফ করে এই দাম বাড়ানোর সিদ্ধান্ত জানিয়েছেন বাণিজ্য উপদেষ্টা শেখ বশীরউদ্দিন। এমনিতেই নিম্ন ও স্থির আয়ের মানুষ কোনোভাবেই তাদের সীমিত আয় দিয়ে সংসারের চাহিদা মেটাতে পারছে না। ফলে পরিবারের খাদ্যচাহিদা ও পুষ্টিচাহিদার সঙ্গে আপস করতে বাধ্য হচ্ছে। এরমধ্যে সয়াবিন তেলের দাম বৃদ্ধি যেন মরার ওপর খাঁড়ার ঘা। সংশ্লিষ্টরা বলছেন, বাজারব্যবস্থা সংস্কারে উদ্যোগ না নিয়ে পুরনো ব্যবস্থা বহাল রেখে বাজার নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। এতে জনমনে ক্ষোভ বাড়ছে। বাজারসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের মতে, আমাদের বাজারব্যবস্থায় অনেক ধরনের সিন্ডিকেট বা চক্র ক্রিয়াশীল। মজুদদারি ও কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করে তারা অতিরিক্ত মুনাফা অর্জন করে। অসাধু অনেক ব্যবসায়ীর অতি মুনাফার লোভও বাজারকে অস্থিতিশীল করে। পাশাপাশি বাজার নিয়ন্ত্রণে সরকারের যেসব সংস্থা রয়েছে, তাদের কার্যকলাপও আশানুরূপ নয়। টিসিবির ট্রাক সেল কিংবা খাদ্য মন্ত্রণালয়সহ অন্যান্য সংস্থার খোলাবাজারে পণ্য বিক্রির উদ্যোগ বাজারের কোনো প্রভাবই ফেলতে পারছে না। এই পরিস্থিতি দীর্ঘ সময় ধরে চলতে থাকলে দেশে দারিদ্র্যের হার উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বেড়ে যাবে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। তা ছাড়া দারিদ্র্যের হার নির্ণয় নিয়েও সমস্যা আছে। বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) চেয়ারম্যান ড. রেহমান সোবহান বলেছেন, দেশে বৈষম্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে কাঠামোগত সমস্যা আছে। সমাজে বৈষম্য বাড়ছে, কিন্তু সেই বৈষম্যের চিত্র যথাযথভাবে উঠে আসছে না। অন্তর্বর্তী সরকারের কাছে মানুষের প্রত্যাশা অনেক। আমরা আশা করি, সরকার বাজার নিয়ন্ত্রণে দ্রুত কার্যকর পদক্ষেপ নেবে।

সচিবালয়ে কুকুর ও অগ্নিকাণ্ডের রহস্যঘেরা রাতদিন

মোমিন মেহেদী

সচিবালয়ে সাংবাদিকদের প্রবেশ সীমিত করা নিয়ে একটি বিবৃতি দিয়েছে প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উইং। এতে বলা হয়েছে, চলতি সপ্তাহে রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা তথা কী পয়েন্ট ইনস্টলেশন (কেপিআই) সচিবালয়ে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনার প্রেক্ষিতে প্রশাসনের প্রাণকেন্দ্র সচিবালয়ের নিরাপত্তা বিবেচনায় অন্যান্য সকল বেসরকারি পাসের পাশাপাশি বর্তমান অ্যাক্রেডিটেশন কার্ড নিয়ে সাংবাদিকদের প্রবেশও সীমিত করা হয়েছে। গত ৫৩ বছর ধরে বাংলাদেশে সাংবাদিকদের রুটি-রুজি-জীবন-জীবিকা যখন নির্মম বাস্তবতার মুখোমুখি হচ্ছে প্রতিদিন-প্রতিক্ষণ; তখন নির্মম সিদ্ধান্তগুলো মরার উপর খরার ঘা হিসেবে একের পর এক আঘাত করেই যাচ্ছে। অবশ্য সাংবাদিকদের সচিবালয়ে নিষেধাজ্ঞা নিয়ে বলা হচ্ছে- সরকার শীঘ্রই বিদ্যমান প্রেস অ্যাক্রেডিটেশন কার্ডগুলি পর্যালোচনা করবে এবং নতুন অ্যাক্রেডিটেশন কার্ড ইস্যু করার জন্য তথ্য অধিদপ্তরের (পিআইডি) মাধ্যমে সকল স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমের কাছ থেকে নতুন অ্যাক্রেডিটেশনের আবেদন আহ্বান করবে। এই সময়ে, যেকোনো ইভেন্টের জন্য সাংবাদিকরা সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় থেকে নিয়মিত অস্থায়ী অ্যাক্সেস কার্ড পাবেন। সাংবাদিকদের সাময়িক এই অসুবিধার জন্য সরকার আন্তরিকভাবে দুঃখিত এবং সাংবাদিকদের সহযোগিতা প্রত্যাশা করে। কিন্তু প্রশ্ন হলো- 'সাংবাদিকদের সাময়িক অসুবিধার জন্য সরকার আন্তরিকভাবে দুঃখিত' বললেই কি সব সমস্যার সমাধান হয়ে যায়? না বরং অন্ধকারের ঘনঘটা বাড়ে। হয়তো এসব কারণেই অগ্নিকাণ্ডের দুই দিন পরও সচিবালয়ে আগুন লাগার কারণ জানা যায়নি। আগুনে ৭ নম্বর ভবনের ছয় তলা থেকে নয় তলা পর্যন্ত সকল সিসিটিভি ও ফুটেজসহ ডিভিআর (ডিজিটাল ভিডিও রেকর্ডার) পুড়ে গেছে। রাষ্ট্রের এমন একটি সুরক্ষিত স্থানে অগ্নিকাণ্ড নিয়ে সারাদেশে নানা ধরনের প্রশ্নের উঠেছে। ৩০ ঘণ্টা ধরে ভবনের সকল কলাপসিবল গেট বন্ধ থাকার পরও একই সময়ে তিনটি স্থানে কীভাবে আগুন লাগলো, সেই রহস্যের জট খুলছে না। গত শুক্রবার ক্ষতিগ্রস্ত ভবন পরিদর্শন করেছে তদন্ত কমিটি। অন্যদিকে সিআইডির ক্রাইম সিন ঘটনাস্থল থেকে বিভিন্ন আলামত সংগ্রহ করেছে। কতটা আলামত সংগ্রহ করা হয়েছে, তা না বুঝতে পারলেও এতটুকু বুঝতে পারছি যে, সাত নম্বর ভবনের আটতলা থেকে আগুনে পুড়ে যাওয়া কুকুরের মরদেহ নিয়ে নানা প্রশ্নের উদ্রেক হয়েছে। মৃত কুকুরটি ফরেনসিক বিভাগে নেওয়া হয়েছে। কুকুরটি ৮ তলায় কীভাবে উঠলো তা নিয়ে চলছে আলোচনা। কুকুরটির শরীরে বিষাক্ত কিছু আছে কিনা তা জানার চেষ্টা করছে ফরেনসিক বিভাগ। অবশ্য সরকারের মধ্যে থাকা কেউ কেউ বলছেন, বিগত সরকারের মেগা প্রকল্পের কাজের ফাইল তলব করায় বর্তমান সরকারের মধ্যে ঘাপটি মেরে বসে থাকা চক্রটির থলের বিড়াল বেরিয়ে যেতে পারে বলে পরিকল্পিতভাবে এ ধরনের কাজ ঘটানো হয়েছে। কারণ সম্প্রতি সড়ক পরিবহণ ও সেতু মন্ত্রণালয়, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় ও স্থানীয় সরকার, পল্লি উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মেগা প্রকল্পের ফাইল তলব করা হয়েছে। বুধবার গভীর রাতের রহস্যজনক এ আগুনের সূত্রপাত হতে দেখা যায় এই তিনটি মন্ত্রণালয়ের অফিস থেকেই। সচিবালয়ে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর পাশাপাশি সরকারের সকল গোয়েন্দা সংস্থা সার্বক্ষণিক কাজ করে। রাষ্ট্রের এসব শক্তিশালী গোয়েন্দা সংস্থার চোখ ফাঁকি দিয়ে তৃতীয় কোনো পক্ষ যদি এ কাজ করে থাকে, তাহলে সেটি হবে দুঃসাধ্য- এমনই মনে করছে গোয়েন্দা সংস্থাগুলো। তবে সরকারের কোনো পক্ষই এ ব্যাপারে মুখ খুলছে না। তারা বলছে, বিষয়টি তদন্ত করছে উচ্চতর তদন্ত কমিটি। এখানে যারাই কাজটি করে থাকুক, কোনো পক্ষের স্বার্থরক্ষার জন্যই কাজটি করেছে। তবে তদন্ত না হওয়া পর্যন্ত এ ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া যাবে না। যতদূর জানতে পেরেছি- ঘটনার দিন সচিবালয়ের ভিতরে নিরাপত্তায় নিয়োজিত সকল সদস্যদের নামের তালিকা সংগ্রহ করা হয়েছে। নিরাপত্তায় নিয়োজিত ব্যক্তিদের ব্যক্তিগত প্রোফাইল তল্লাশি করা হবে। সাপ্তাহিক ছুটির দিন শুক্রবার সচিবালয় ঘিরে সেনাবাহিনী, পুলিশ ও আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়নের (এপিবিএন) কড়া পাহারা দেখা যায়। সকালে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের আট সদস্যের তদন্ত কমিটির সদস্যরা সচিবালয়ে ঢোকেন। পরে তারা সচিবালয়ে বৈঠক করেন। বৈঠকে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব ওসমান গণি, পুলিশের মহাপরিদর্শক (আইজিপি) বাহারুল আলম, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. হামিদুর রহমান, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের মহাপরিচালক (ডিজি) ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মুহাম্মদ জাহেদ কামাল, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) পুরকৌশল বিভাগের অধ্যাপক তানভীর মনজুরসহ তদন্ত কমিটির অন্য সদস্য অংশ নেন। তারা সবাই আগুনে ক্ষতিগ্রস্ত সচিবালয়ের ৭ নম্বর ভবন পরিদর্শন করেন। পরিদর্শন শেষে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ গঠিত তদন্ত কমিটির সদস্য ফায়ার সার্ভিসের ডিজি ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মুহাম্মদ জাহেদ কামাল অবশ্য সাংবাদিকদেরকে জানিয়েছেন, ক্ষতিগ্রস্ত ভবন পরিদর্শন করেছি। তদন্ত কাজটা শুরু হয়েছে। তদন্ত কমিটির সদস্যরা আবার বৈঠক করবেন। সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, তদন্ত শেষ না হওয়ার আগে আগুন লাগার কারণ নিয়ে মন্তব্য করা যাবে না। এত এত ঘটনার ভেতরে সচিবালয়ের পুড়ে যাওয়া ৭ নম্বর ভবনে ছয়টি গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয়ে ধ্বংসস্তূপ থেকে আলামত সংগ্রহ করেছে সিআইডির ক্রাইম সিন ইউনিট। বিকাল পর্যন্ত ওই ভবনের ভিতরেই ক্রাইমসিন ইউনিট অবস্থান করেছে। তবে ভবনের ছয় তলা থেকে নয় তলা পর্যন্ত বিভিন্ন ফ্লোরে লাগানো সিসি ক্যামেরা পুড়ে গেছে। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও বিভাগে রাখা ডিভিআর (ডিজিটাল ভিডিও রেকর্ডার) পুড়ে গেছে। ভবনের আশেপাশের সিসি ক্যামেরার ফুটেজ সংগ্রহ করেছে পুলিশের একটি টিম। একজন নিবেদিত রাজনীতিক ও সাংবাদিক হিসেবে বাংলাদেশের হৃৎপিণ্ড সচিবালয়ের মূল ফটকে গিয়ে দেখেছি- পুলিশ ছাড়াও সেনাবাহিনীর সদস্য মোতায়েন রয়েছে। তদন্ত কাজের সঙ্গে জড়িত, গোয়েন্দা সংস্থা ও আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সংশ্লিষ্ট সদস্যরা ছাড়া কাউকেই প্রবেশ করতে দেয়া হয়নি। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, এখনো সচিবালয়ের সব ভবনে বিদ্যুৎ সরবরাহ স্বাভাবিক হয়নি। সেই সাথে সাত নম্বর ভবনের আটতলা থেকে আগুনে পুড়ে যাওয়া কুকুরের মরদেহ নিয়ে নানা প্রশ্নের উদ্রেক হয়েছে। মৃত কুকুরটি ফরেনসিক বিভাগে নেওয়া হয়েছে। কুকুরটি ৮ তলায় কীভাবে উঠলো তা চলছে আলোচনা। কুকুরটির শরীরে বিষাক্ত কিছু আছে কিনা তার রহস্য উদ্?ঘাটন করার চেষ্টা করছে ফরেনসিক বিভাগ। কুকুরটি ৮ম তলায় কীভাবে উঠলো তা নিয়ে চলছে নানা জল্পনা কল্পনা। রহস্যের জালে আবদ্ধ দেশে সচেতন নাগরিকদেরই ঐক্যবদ্ধ হতে হয়েছে বারবার। যদি তারা ঐক্যবদ্ধ হয়, তাহলে এগিয়ে যাবে বাংলাদেশ; তা না হলে হয়তো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণিবিদ্যা বিভাগের অধ্যাপক ড. মোঃ আমিনুল ইসলাম ভূঁইয়াদেরকেও অবাক হতে হবে বরাবরের মত। সচিবালয়ের মৃত কুকুর যেমন তাকে অবাক করেছে, তেমন অবাক করেছে পুরো দেশবাসীকে। যদিও আমাদের দেশে বিদেশি কুকুরকে নানা ধরনের প্রশিক্ষণ দিয়ে অভ্যাস গড়ে তোলা হয়। কেউ ঘরে রাখার জন্য প্রশিক্ষণ দিয়ে অভ্যাস গড়ে তোলে। আবার আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীগুলো বিদেশি কুকুরকে শিকারি কুকুর হিসেবে প্রশিক্ষণ দিয়ে গড়ে তোলে। কিন্তু আমাদের দেশী প্রজাতির কুকুর যাকে আমরা স্ট্রিট ডগ বলে থাকি, তাদের চলাফেরা একেবারে ভিন্ন। স্ট্রিট ডগ পরিচিত এলাকায় থাকে। যেখানে সে খাবার পায় সেখানেই তার একটি প্রভু ভক্ত জগৎ গড়ে তোলে। কোনো ব্যক্তির ওপর সন্দেহ হলেই সে ঘেউ ঘেউ করে। আবার জনশূন্য স্থানে সে বেশি সময় থাকবে না। সে খাবারের স্থানে চলে আসতে চাইবে। আমি ব্যক্তিগতভাবে বাংলাদেশ সচিবালয়ের ভেতরে অনেকবার গিয়েছি। কিন্তু ভবনগুলোতে কখনই কুকুর ঘোরাঘুরি করতে দেখিনি। এ ক্ষেত্রে বাইরের কুকুর এত নিরাপত্তা বেষ্টনী ফাঁকি দিয়ে কখনই সচিবালয়ে ঢুকে সিঁড়ি দিয়ে বা লিফটে করে আটতলায় যাবে না একথা যেমন সত্য, তেমনই সত্য যে, সেই কুকুর কলাবশিবল গেট খোলা পেয়ে কখনই গোপনে সিঁড়ি বইবে না, সেখানে সেখানে খাবারের উৎস থাকলেও যাবে না। অনেক সময় স্মেলিং পাওয়ারের (গন্ধ) কারণে শত্রু পক্ষের সন্ধান পেলে কুকুর কিন্তু ঘেউ ঘেউ করে ওই স্থানে যাবে। এমন যদি হয়, সেক্ষেত্রে তো সচিবালয়ের নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকার সদস্যরাই ওই কুকুরকে প্রতিরোধ করবে। আমার কাছেও ওই ভবনের আট তলায় কুকুরের মরদেহ উদ্ধার নিয়ে সন্দেহ হচ্ছে অন্য অনেকের মতই। সচিবালয়ে ঢিলেঢালা নিরাপত্তা ব্যবস্থার কারণে যে কেউ চাইলে ভেতরে প্রবেশ করতে পারছে। কোন সংগঠন বা অন্য কোন পক্ষ দাবি-দাওয়ার দাবি নিয়ে সবিচালয়ের ভেতরে প্রবেশ করে ফেলছে। অনেকে মিছিল নিয়ে অনেকটা জোর করেই সচিবালয়ের ভেতরেও চলে যাচ্ছে। এই নিয়ে প্রশাসন ও আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর লোকজনও ত্যক্ত-বিরক্ত। গুরুত্বপূর্ণ এই স্থাপনায় যে পরিমাণ নিরাপত্তা থাকা দরকার তা নেই বলে অপরাধ বিশ্লেষকরা মনে করছেন। অন্তবর্তীকালীন সরকার গঠনের পর কয়েকবার বিভিন্ন দাবি দাওয়া নিয়ে কোন কোন সংস্থা অনুমতি ছাড়াই সচিবালয়ে ঢুকে পড়ে। এমনকি সচিবালয়ের ভেতরে মিছিল স্লোগান পর্যন্ত দেওয়া হয়েছে। আবার কোন কোন মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তার রুমের সামনে গিয়ে অবরুদ্ধ পর্যন্ত করে রাখা হয়েছে। যানবাহনও তল্লাশি না করেই ভেতরে ঢুকতে দেয়া হয়। এমন পরিস্থিতি থেকে কঠোর নয়; চাই যথাযথ নিরাপত্তা ব্যবস্থা কার্যকর হোক। সেই সাথে ফায়ার হাইড্রেন্ট স্থাপনেরও প্রয়োজনীয়তা তৈরি হয়েছে। এই দুটি পদক্ষেপ নিন, দেশের হৃৎপিণ্ডকে বাঁচান নিরন্তর...**লেখক : মোমিন মেহেদী; চেয়ারম্যান, নতুনধারা বাংলাদেশ এনডিবি**

কুকুরটি ৮ম তলায় কীভাবে উঠলো তা নিয়ে চলছে নানা জল্পনা কল্পনা। রহস্যের জালে আবদ্ধ দেশে সচেতন নাগরিকদেরই ঐক্যবদ্ধ হতে হয়েছে বারবার। যদি তারা ঐক্যবদ্ধ হয়, তাহলে এগিয়ে যাবে বাংলাদেশ; তা না হলে হয়তো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণিবিদ্যা বিভাগের অধ্যাপক ড. মোঃ আমিনুল ইসলাম ভূঁইয়াদেরকেও অবাক হতে হবে বরাবরের মত। সচিবালয়ের মৃত কুকুর যেমন তাকে অবাক করেছে, তেমন অবাক করেছে পুরো দেশবাসীকে। যদিও আমাদের দেশে বিদেশি কুকুরকে নানা ধরনের প্রশিক্ষণ দিয়ে অভ্যাস গড়ে তোলা হয়। কেউ ঘরে রাখার জন্য প্রশিক্ষণ দিয়ে অভ্যাস গড়ে তোলে। আবার আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীগুলো বিদেশি কুকুরকে শিকারি কুকুর হিসেবে প্রশিক্ষণ দিয়ে গড়ে তোলে। কিন্তু আমাদের দেশী প্রজাতির কুকুর যাকে আমরা স্ট্রিট ডগ বলে থাকি, তাদের চলাফেরা একেবারে ভিন্ন। স্ট্রিট ডগ পরিচিত এলাকায় থাকে। যেখানে সে খাবার পায় সেখানেই তার একটি প্রভু ভক্ত জগৎ গড়ে তোলে। কোনো ব্যক্তির ওপর সন্দেহ হলেই সে ঘেউ ঘেউ করে। আবার জনশূন্য স্থানে সে বেশি সময় থাকবে না। সে খাবারের স্থানে চলে আসতে চাইবে। আমি ব্যক্তিগতভাবে বাংলাদেশ সচিবালয়ের ভেতরে অনেকবার গিয়েছি। কিন্তু ভবনগুলোতে কখনই কুকুর ঘোরাঘুরি করতে দেখিনি। এ ক্ষেত্রে বাইরের কুকুর এত নিরাপত্তা বেষ্টনী ফাঁকি দিয়ে কখনই সচিবালয়ে ঢুকে সিঁড়ি দিয়ে বা লিফটে করে আটতলায় যাবে না একথা যেমন সত্য, তেমনই সত্য যে, সেই কুকুর কলাবশিবল গেট খোলা পেয়ে কখনই গোপনে সিঁড়ি বইবে না, সেখানে সেখানে খাবারের উৎস থাকলেও যাবে না। অনেক সময় স্মেলিং পাওয়ারের (গন্ধ) কারণে শত্রু পক্ষের সন্ধান পেলে কুকুর কিন্তু ঘেউ ঘেউ করে ওই স্থানে যাবে। এমন যদি হয়, সেক্ষেত্রে তো সচিবালয়ের নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকার সদস্যরাই ওই কুকুরকে প্রতিরোধ করবে। আমার কাছেও ওই ভবনের আট তলায় কুকুরের মরদেহ উদ্ধার নিয়ে সন্দেহ হচ্ছে অন্য অনেকের মতই। সচিবালয়ে ঢিলেঢালা নিরাপত্তা ব্যবস্থার কারণে যে কেউ চাইলে ভেতরে প্রবেশ করতে পারছে। কোন সংগঠন বা অন্য কোন পক্ষ দাবি-দাওয়ার দাবি নিয়ে সবিচালয়ের ভেতরে প্রবেশ করে ফেলছে। অনেকে মিছিল নিয়ে অনেকটা জোর করেই সচিবালয়ের ভেতরেও চলে যাচ্ছে

জাহাজ ভাঙা শিল্প ও পরিবেশ বিপর্যয়

অমৃত চিছাম

জাহাজ ভাঙা শিল্প বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ, যা বিশেষ করে চট্টগ্রামের উপকূলীয় অঞ্চলে কেন্দ্রিত। এই শিল্প থেকে পাওয়া ধাতব পদার্থ ও অন্যান্য উপাদান পুনর্ব্যবহারযোগ্য হওয়ায় এটি অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। উক্ত শিল্প জাতীয় অর্থনীতিতেও কার্যকর ভূমিকা পালন করে তা কারোর অস্বীকার করার সাধ্য নেই। তবে এর পরিবেশগত প্রভাবও অত্যন্ত গুরুতর। জাহাজ ভাঙা শিল্পের মাধ্যমে তৈরি হওয়া বিপুল পরিমাণ বর্জ্য এবং দূষণ পরিবেশকে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করছে। ১৯৬০-এর দশকে জাহাজ ভাঙা শিল্পের কার্যক্রম শুরু হয় চট্টগ্রামে এবং বর্তমানে এটি দেশের অন্যতম প্রধান শিল্প খাতে পরিণত হয়েছে। ১৯৬০ সালে চট্টগ্রাম উপকূলে সংঘটিত এক প্রচ- ঘূর্ণিঝড়ের তা-বে গ্রিক জাহাজ 'এমডি আলপাইন' চট্টগ্রামের সীতাকু- বঙ্গোপসাগরের তীরে আটকে যায়। জাহাজটি আর সাগরে ভাসানো সম্ভব না হওয়ায় সেখানেই বেশ কয়েক বছর পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে থাকে। পরবর্তীতে ১৯৬৫ সালে চট্টগ্রাম স্টিল হাউস কর্তৃপক্ষ জাহাজটি কিনে নেয় এবং সম্পূর্ণ জাহাজ কয়েক বছর ধরে ভেঙে স্ক্র্যাপে পরিণত করে। দেশে এখান থেকেই মূলত জাহাজ ভাঙা শিল্পের যাত্রা শুরু। ১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানি জাহাজ 'আল আব্বাস' মিত্র বাহিনীর গোলাবর্ষণে মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। পরে এটি উদ্ধার করে ফৌজদারহাট সমুদ্রতীরে আনা হয়। ১৯৭৪ সালে কর্ণফুলী মেটাল ওয়ার্কস লি. নামের একটি স্থানীয় প্রতিষ্ঠান জাহাজটি কিনে নেয় এবং স্ক্র্যাপ হিসেবে বিক্রি করে। ঠিক এভাবেই শুরু হয় স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশের জাহাজ ভাঙা শিল্পের কার্যক্রম। বাংলাদেশে জাহাজ ভাঙা শিল্পের ইতিহাস বেশ পুরনো, তবে ১৯৮০-৯০-এর দশকে এটি ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায়। বর্তমানে, বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম জাহাজ ভাঙার দেশ হিসেবে বাংলাদেশ পরিচিত, প্রথম স্থানে রয়েছে ভারত। বাংলাদেশে প্রতি বছর প্রায় ২০-২৫ মিলিয়ন টন জাহাজ ভাঙা হয়, যার অধিকাংশ আসে পুরোনো পণ্য পরিবহনকারী জাহাজ থেকে। বিশ্বব্যাপী ২০২২ সালের জানুয়ারি পর্যন্ত ১২ মাসে বিশ্বে জাহাজ ভাঙা শিল্পের ৫২.৪% (৮.০২ মিলিয়ন টন) জাহাজ বাংলাদেশে ভাঙা হয়েছে। দেশে প্রায় ১২০টি শিপ রিসাইক্লিং ইয়ার্ডের মধ্যে ৫০টি সম্পূর্ণরূপে চলমান রয়েছে। বর্তমানে দেশের জন্য এটি আজ একটি বড় ও লাভজনক শিল্পে পরিণত হয়েছে। এমনকি উক্ত শিল্প প্রতি বছর কর প্রদানের মাধ্যমে সরকারি কর্তৃপক্ষের কাছে বিপুল পরিমাণ রাজস্ব প্রদান করে। জাহাজ ভাঙার শিল্প বাংলাদেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। প্রতি বছর প্রায় ৩ বিলিয়ন ডলার মূল্যের জাহাজ ভাঙা হয়, যা দেশের রপ্তানি আয়ের ১-২% contributes করতে পারে। যা জাতীয় অর্থনীতিকে একধাপ এগিয়ে নিতে কার্যকর ভূমিকা পালন করে। বাংলাদেশের প্রধান বন্দর নগরী চট্টগ্রামের উত্তর-পশ্চিমাংশে বঙ্গোপসাগরের উত্তর উপকূল ঘেঁষে ভাটিয়ারী থেকে শুরু করে সীতাকু- থেকে কুমিরা পর্যন্ত প্রায় ২৫ কিলোমিটার এলাকা জুড়ে জাহাজ ভাঙা শিল্প খাত বিস্তার লাভ করেছে। চট্টগ্রাম উপকূলে বিশেষত সীতাকু- এবং কক্সবাজার এলাকায় বিশ্বের অন্যতম বৃহত্তম জাহাজ ভাঙার অঞ্চল অবস্থিত। বাংলাদেশে প্রায় ৩০% জাহাজ ভাঙার কাজ হয়ে থাকে, এবং বিশ্বেও ৮০%-এর বেশি জাহাজ বাংলাদেশে আনা হয় পুনর্ব্যবহারের জন্য। জাহাজ ভাঙা শিল্পের পরিবেশগত সমস্যা অত্যন্ত ভয়াবহ। নিম্নমানের নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনা এবং বর্জ্য নিষ্কাশন প্রক্রিয়ার অনুপস্থিতির কারণে এই শিল্প মারাত্মক পরিবেশ দূষণ ঘটাচ্ছে। পুরোনো জাহাজগুলোতে থাকা অ্যাসবেস্টস, পারদ, সিসা, ক্যাডমিয়াম, এবং তেল সমুদ্র ও মাটিতে মিশে দূষণ সৃষ্টি করে। এছাড়া, জাহাজ ভাঙার সময় নির্গত ধাতব ধুলো এবং অন্যান্য রাসায়নিক উপাদান বাতাসেও ব্যাপক দূষণ ঘটায়। প্রথমত, জাহাজের তলদেশ থেকে নিঃসৃত তেল ও অন্যান্য রাসায়নিক পদার্থ সমুদ্রে মিশে জলজ প্রাণীর জন্য মারাত্মক ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। বাংলাদেশে ২০১০ থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত প্রায় ৪০% জাহাজ ভাঙা স্থানে বিপুল পরিমাণ প্লাস্টিক দূষণ এবং রাসায়নিক অপচয় পরিলক্ষিত হয়েছে। বাংলাদেশে জাহাজ ভাঙা শিল্পের কারণে সমুদ্রের পানিতে প্রায় ১০০,০০০ টন তেল এবং রাসায়নিক পদার্থেও দূষণ ঘটে। এছাড়াও প্রায় ১০০,০০০ টন রাবার, ৩০,০০০ টন অ্যালুমিনিয়াম, ৭০,০০০ টন স্টিল এবং অন্যান্য বিপজ্জনক ধাতু জমে থাকে এবং যা পরবর্তীতে বিভিন্ন মাধ্যমে পরিবেশে ছড়িয়ে পড়ছে। সীতাকু- অঞ্চলে প্রায় ৩০% জীববৈচিত্র্য হ্রাস পেয়েছে, যেখানে প্রাকৃতিক পরিবেশে ব্যাপক পরিবর্তন এসেছে। সামুদ্রিক জীবন, বিশেষত মাছ এবং কচ্ছপ, মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে জাহাজ ভাঙার কারণে। জাহাজ ভাঙা প্রক্রিয়ায় ৫০০,০০০ টনের বেশি প্লাস্টিক বর্জ্য এবং অন্যান্য বিপজ্জনক উপকরণ নিষ্কাশন করা হয়, যার ফলে স্থানীয় পরিবেশে দূষণের মাত্রা বৃদ্ধি পায়। এছাড়া, এই দূষণের ফলে সমুদ্রের পানিতে অক্সিজেনের মাত্রা কমে যায়, যা মৎস্যসম্পদ ও সমুদ্রের জীববৈচিত্র্যের ওপর মারাত্মক প্রভাব ফেলে। জাহাজ ভাঙার সময় বাতাসে নির্গত হওয়া ধাতব কণা এবং ক্ষতিকর গ্যাসসমূহ বাতাসের গুণগত মানকে ব্যাপকভাবে কমিয়ে দেয়। বিশেষ কওে আশেপাশের বাসিন্দাদের জন্য এটি শ্বাসকষ্ট, ফুসফুসের রোগসহ বিভিন্ন শারীরিক সমস্যার সৃষ্টি করে। জাহাজ থেকে নির্গত ভারী ধাতু ও রাসায়নিক পদার্থ মাটির সাথে মিশে গিয়ে মাটির উর্বরতা কমিয়ে দেয় এবং কৃষিজমি ও উদ্ভিদজগতের জন্য ক্ষতিকর হয়। এই ধরনের দূষণের ফলে দীর্ঘমেয়াদি পরিবেশগত ক্ষতি ঘটে। বাংলাদেশে এই শিল্পে প্রায় ১,০০,০০০ শ্রমিক কর্মরত রয়েছেন, যারা সরাসরি জাহাজ ভাঙা, চূর্ণকরণ, এবং পুনর্ব্যবহারযোগ্য উপকরণ সংগ্রহের কাজে যুক্ত। তবে তাদের অধিকাংশই অশিক্ষিত এবং ঝুঁকিপূর্ণ কাজ করেন। ২০১০ থেকে ২০১৮ সালের মধ্যে প্রায় ৯০০ শ্রমিক মৃত্যুবরণ করেন বা গুরুতর আহত হন বিভিন্ন দুর্ঘটনার ফলে। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের রিপোর্ট অনুযায়ী, প্রতিবছর প্রায় ২০০-৩০০ শ্রমিক মৃত্যুবরণ করেন এবং প্রায় ৫০০-৬০০ শ্রমিক আহত হন। এই শিল্পে কাজ করা শ্রমিকদের গড় আয়ু দেশের অন্যান্য মানুষের তুলনায় ২০ বছর কম, যা তাদের কাজের ঝুঁকিপূর্ণ পরিবেশের প্রতিফলন। অধিকাংশ সময় নিরাপত্তা সরঞ্জাম ছাড়াই তারা কাজ করে, যা তাদের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য ভয়াবহ ক্ষতির কারণ হয়। সীতাকু- এবং আশপাশের এলাকাগুলোর পরিবেশে মারাত্মক দূষণ ছড়িয়ে পড়ে। অ্যাসবেস্টস ও অন্যান্য ক্ষতিকারক পদার্থের সংস্পর্শে এসে শ্রমিকরা ফুসফুসের রোগ, ত্বকের সমস্যা এবং ক্যান্সারের মতো মারাত্মক রোগে আক্রান্ত হয়। সীতাকু-র ৫টি গ্রাম (যেমন- গুলিয়াখালী, কলাতলী, মেরিন পল, আকবর শাহ, কাঁচাপোল) সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। কৃষি জমি, জলাশয়, বাগান এবং সমুদ্রের উপর নির্ভরশীল মানুষের জীবনমানের অবনতি ঘটছে। জাহাজ ভাঙা শিল্পের জন্য আন্তর্জাতিক বিধি সমূহের মধ্যে অন্যতম হলো- বাসেল কনভেনশনস ১৯৮৯, হংকং কনভেনশনস ২০০৯, আইএলও'র পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য কনভেনশন ১৯৮১, পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা-সংক্রান্ত আইএলও গাইডলাইনস ২০০১ এবং আইএমও গাইডলাইনস ২০১২। এছাড়া জাতীয় পর্যায়ে এ শিল্পের জন্য ১২টি আইন ও প্রবিধান প্রণীত হয়েছে। বাংলাদেশ সরকার ঝযরঢ় ইৎবধশরহম ধহফ জবপুপষরহম অপঃ, ২০১৭ আইনটি প্রণয়ন করেছে, তবে বাস্তবায়ন ও পর্যবেক্ষণ দুর্বল। আইনটি জাহাজ ভাঙার প্রক্রিয়াকে আরও সুরক্ষিত এবং পরিবেশবান্ধব করার চেষ্টা করছে, তবে অনেক প্রতিষ্ঠান এই আইন অমান্য করে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা, আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা, এবং অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো এই শিল্পে শ্রমিকদের সুরক্ষা এবং পরিবেশ রক্ষায় বাংলাদেশ সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি করছে। তবে আশার কথা এই যে, কিছু উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করা হচ্ছে যা পরিবেশগত বিপর্যয়ের মাত্রা কমাতে সহায়ক হতে পারে। কিছু প্রতিষ্ঠানে ইলেকট্রনিক স্ক্র্যাপ বা নতুন পুনর্ব্যবহারযোগ্য উপকরণ ব্যবহারের মাধ্যমে ক্ষতির পরিমাণ কমানো সম্ভব। অনেক আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান জাহাজ ভাঙার নতুন প্রযুক্তি অনুসরণ করছে যা পরিবেশের ওপর প্রভাব কমাতে পারে, যেমন গ্রিন শিপ ব্রেকিং পদ্ধতি, যা পরিবেশ এবং শ্রমিকদের স্বাস্থ্য সুরক্ষিত রাখে। বাংলাদেশ সরকার ২০২৫ সালের মধ্যে হংকং কনভেনশনের মান অর্জনের লক্ষ্যে কাজ করছে, যা পরিবেশবান্ধব জাহাজ রিসাইক্লিং নিশ্চিত করবে। জাহাজ ভাঙা শিল্প বাংলাদেশের জন্য অর্থনৈতিকভাবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হলেও, এর পরিবেশগত বিপর্যয় এবং শ্রমিকদের স্বাস্থ্য ঝুঁকির কথা বিবেচনা করে এটি উন্নত ব্যবস্থাপনার আওতায় আনা প্রয়োজন। পরিবেশ এবং জনস্বাস্থ্য রক্ষা করে কিভাবে এই শিল্পকে টেকসইভাবে পরিচালনা করা যায়, সে বিষয়ে সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা গ্রহণ করা অত্যাবশ্যক। জাহাজ ভাঙা শিল্পের পরিবেশগত দিক নিয়ে পেপার পত্রিকা, সোস্যালমিডিয়া, রেডিও, টেলিভিশন, সভা সেমিনার পরিচালনা করতে হবে। প্রকৃতির বিপরীতে গিয়ে মানুষ তথা গোটা জীবজগত পৃথিবীতে টিকে থাকার কথা কল্পনা করা আর বোকার স্বর্গে বাস করা প্রায় একই কথা। পরিবেশগত ঝুঁকির দিকগুলো চিহ্নিত করে তা কীভাবে দূর করার মাধ্যমে এই বিকাশমান শিল্পকে এগিয়ে নেয়া যায়, সেটা খতিয়ে দেখা এখন সময়ের দাবি। পরিশেষে উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থ এর বিখ্যাত উক্তির সাথে একাত্মতা প্রকাশ করে আমরাও বলি- প্রকৃতি কখনো তাকে আঘাত করেনা যে হৃদয় তাকে ভালবেসেছে।

সীতাকু- এবং আশপাশের এলাকাগুলোর পরিবেশে মারাত্মক দূষণ ছড়িয়ে পড়ে। অ্যাসবেস্টস ও অন্যান্য ক্ষতিকারক পদার্থের সংস্পর্শে এসে শ্রমিকরা ফুসফুসের রোগ, ত্বকের সমস্যা এবং ক্যান্সারের মতো মারাত্মক রোগে আক্রান্ত হয়। সীতাকু-র ৫টি গ্রাম (যেমন- গুলিয়াখালী, কলাতলী, মেরিন পল, আকবর শাহ, কাঁচাপোল) সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। কৃষি জমি, জলাশয়, বাগান এবং সমুদ্রের উপর নির্ভরশীল মানুষের জীবনমানের অবনতি ঘটছে। জাহাজ ভাঙা শিল্পের জন্য আন্তর্জাতিক বিধি সমূহের মধ্যে অন্যতম হলো- বাসেল কনভেনশনস ১৯৮৯, হংকং কনভেনশনস ২০০৯, আইএলও'র পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য কনভেনশন ১৯৮১, পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা-সংক্রান্ত আইএলও গাইডলাইনস ২০০১ এবং আইএমও গাইডলাইনস ২০১২। এছাড়া জাতীয় পর্যায়ে এ শিল্পের জন্য ১২টি আইন ও প্রবিধান প্রণীত হয়েছে। বাংলাদেশ সরকার ঝযরঢ় ইৎবধশরহম ধহফ জবপুপষরহম অপঃ, ২০১৭ আইনটি প্রণয়ন করেছে, তবে বাস্তবায়ন ও পর্যবেক্ষণ দুর্বল। আইনটি জাহাজ ভাঙার প্রক্রিয়াকে আরও সুরক্ষিত এবং পরিবেশবান্ধব করার চেষ্টা করছে, তবে অনেক প্রতিষ্ঠান এই আইন অমান্য করে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা, আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা, এবং অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো এই শিল্পে শ্রমিকদের সুরক্ষা এবং পরিবেশ রক্ষায় বাংলাদেশ সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি করছে। তবে আশার কথা এই যে, কিছু উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করা হচ্ছে যা পরিবেশগত বিপর্যয়ের মাত্রা কমাতে সহায়ক হতে পারে। কিছু প্রতিষ্ঠানে ইলেকট্রনিক স্ক্র্যাপ বা নতুন পুনর্ব্যবহারযোগ্য উপকরণ ব্যবহারের মাধ্যমে ক্ষতির পরিমাণ কমানো সম্ভব। অনেক আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান জাহাজ ভাঙার নতুন প্রযুক্তি অনুসরণ করছে যা পরিবেশের ওপর প্রভাব কমাতে পারে, যেমন গ্রিন শিপ ব্রেকিং পদ্ধতি, যা পরিবেশ এবং শ্রমিকদের স্বাস্থ্য সুরক্ষিত রাখে। বাংলাদেশ সরকার ২০২৫ সালের মধ্যে হংকং কনভেনশনের মান অর্জনের লক্ষ্যে কাজ করছে, যা পরিবেশবান্ধব জাহাজ রিসাইক্লিং নিশ্চিত করবে। জাহাজ ভাঙা শিল্প বাংলাদেশের জন্য অর্থনৈতিকভাবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হলেও, এর পরিবেশগত বিপর্যয় এবং শ্রমিকদের স্বাস্থ্য ঝুঁকির কথা বিবেচনা করে এটি উন্নত ব্যবস্থাপনার আওতায় আনা প্রয়োজন। পরিবেশ এবং জনস্বাস্থ্য রক্ষা করে কিভাবে এই শিল্পকে টেকসইভাবে পরিচালনা করা যায়, সে বিষয়ে সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা গ্রহণ করা অত্যাবশ্যক

জার্মানিতে আতশবাজি দুর্ঘটনায় নিহত ৫, আহত ১৩ পুলিশ সদস্য

বিদেশ ডেস্ক : জার্মানিতে নববর্ষ উদযাপনকালে আতশবাজিসংক্রান্ত দুর্ঘটনায় পাঁচজনের মৃত্যু হয়েছে এবং ১৩ জন পুলিশ সদস্য আহত হয়েছেন। পুলিশের প্রাথমিক প্রতিবেদনের বরাত দিয়ে এএফপি গতকাল বুধবার এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানিয়েছে। পুলিশের মুখপাত্র ফ্লোরিয়ান নাথ জানিয়েছেন, এ বছর এসব দুর্ঘটনায় আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনীর ১৩ জন সদস্য আহত হয়েছেন, যাদের মধ্যে একজনের অবস্থা গুরুতর। এ ছাড়া রাজধানী বার্লিনে রাতভর ৩৩০ জনকে আটক করা হয়েছে। তবে আগের বছরের তুলনায় কোনো বড় সহিংসতা বা গুরুতর ঘটনা ঘটেনি বলেও পুলিশ জানিয়েছে। জার্মানিতে নববর্ষ উদযাপনে আতশবাজির তীব্র ব্যবহারের দীর্ঘদিনের প্রচলন রয়েছে। এতে প্রতিবছর অনেক মানুষ আহত হয়। পাশাপাশি দূষণ ও শব্দদূষণ নিয়ে আতশবাজি নিষিদ্ধের বিষয়ে বারবার বিতর্ক সৃষ্টি হয়। এএফপির তথ্য অনুসারে, নর্থ রাইন-ওয়েস্টফেলিয়ার পাডারবোর্ন এলাকায় ২৪ বছর বয়সী এক যুবক একটি আতশবাজি বিস্ফোরণের পর মারা যান। স্থানীয় পুলিশের মতে, ভুক্তভোগী নিজেই সেটি তৈরি করেছিলেন। এ ছাড়া স্যাক্সনি অঞ্চলের ওসচাটজে ৪৫ বছর বয়সী এক ব্যক্তি 'পাইরোটেকনিক বোমা' জ্বালানোর সময় মাথায় গুরুতর আঘাত লেগে মারা যান। পুলিশ জানিয়েছে, এটি একটি শক্তিশালী এফ৪ ক্যাটাগরির আতশবাজি ছিল, যার জন্য বিশেষ অনুমতির প্রয়োজন। একই অঞ্চলের হার্থা শহরে, ৫০ বছর বয়সী এক ব্যক্তি পাইরোটেকনিক পাইপ বোমা বিস্ফোরণের সময় মাথায় আঘাত পেয়ে ঘটনাস্থলেই মারা যান। অন্যদিকে উত্তরের হামবুর্গের কাছে ২০ বছর বয়সী এক যুবক আতশবাজি জ্বালানোর সময় প্রাণ হারান। পাশাপাশি বার্লিনের নিকটবর্তী ক্রেমেনে আরেক ব্যক্তি পাইরোটেকনিক্সের 'অপর্যাপ্ত ব্যবহারের' ফলে মারা যান। একই এলাকায় অনুরূপ পরিস্থিতিতে আরো তিনজন গুরুতর আহত হয়েছে। এসব দুর্ঘটনার পর এবারও জার্মানিতে আতশবাজি ব্যবহারের নিরাপত্তা নিয়ে আবারও প্রশ্ন উঠছে।

দক্ষিণ কোরিয়ার কোথাও হয়নি নববর্ষের উদ্যাপন

বিদেশ ডেস্ক : দক্ষিণ কোরিয়ার কোথাও হয়নি এবার খ্রিষ্টীয় নতুন বছরের উদ্যাপন। বিমান বিধ্বস্তের ঘটনায় ১৭৯ জনের মৃত্যুতে শোকে স্তব্ধ হয়ে পড়েছে গোটা দেশ, চলছে রাষ্ট্রীয় শোক। নতুন বছরের কাউন্টডাউন, ড্রোন শো, আতশবাজি প্রদর্শনসহ সব ধরনের আয়োজন বাতিল করে দেশটির সরকার। প্রতি বছরই নতুন বছরের প্রথম প্রহরে আলোর খেলা চলে দক্ষিণ কোরিয়ায়। বর্ণিল আতশবাজি, লেজার লাইটের আলোকচ্ছটায় ছেয়ে যায় দেশটির আকাশ। তবে, এবারের চিত্রটা ভিন্ন। শোকাবহে শুরু হবে নতুন বছর, এমনটা ভাবতেও পারেননি কোরীয়বাসী। যেখানে চলার কথা আতশবাজির শব্দে আনন্দ আর বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা, সেখানে চলছে হৃদয়বিদারক বিমান দুর্ঘটনার রাষ্ট্রীয় শোক। প্রাণঘাতী জেজু বিমান দুর্ঘটনার পর দক্ষিণ কোরিয়াজুড়ে নববর্ষের অনুষ্ঠান বাতিল করেছে দেশটির প্রশাসন। দক্ষিণ জেওলা প্রদেশের মুয়ান আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে মর্মান্তিক দুর্ঘটনার পর থেকে আগামী ৪ জানুয়ারি পযর্ন্ত জাতীয় শোক ঘোষণা করেছে সরকার। বাতিল করা হয়েছে রাত ১২টায় সিউলের রেড রোড কাউন্টডাউন ইভেন্ট ২০২৫, স্কাই পার্ক সানরাইজ ফেস্টিভ্যাল, সিওডাইমুন শহরে সিনচন কাউন্টডাউন কনসার্ট ও আনসানে উইশ সানরাইজ ইভেন্ট। দেশটির বিভিন্ন স্থানের বেশ কয়েকটি সূর্যোদয়কে ঘিরে নানা আয়োজনও বাতিল করা হয়েছে। গত রোববার দক্ষিণ কোরিয়ায় অবতরণের সময় বিমান বিধ্বস্ত হয়ে প্রাণ হারান ১৭৯ জন। দুর্ঘটনার অন্যতম কারণ হিসেবে ল্যান্ডিং গিয়ারের ত্রুটি চিহ্নিত করা হয়েছে।

নববর্ষের দিনে মা ও চার বোনকে হত্যা

বিদেশ ডেস্ক : নববর্ষের দিনেই মর্মান্তিক ঘটনার সাক্ষী হলো ভারতের লক্ষ্ণৌও। সেখানে একটি হোটেলে নিজের মা এবং চার বোনকে নিজ হাতে খুন করেছেন এক ব্যক্তি। পুলিশ জানিয়েছে, এরই মধ্যে তারা ওই অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছেন। ভারতীয় গণমাধ্যম এনডিটিভির এক প্রতিবেদনে এ তথ্য নিশ্চিত করা হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, আরশাদ (২৪) নামের ওই অভিযুক্ত ব্যক্তি আগ্রার বাসিন্দা। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে তিনি জানিয়েছেন, পারিবারিক বিরোধকে কেন্দ্র করেই তিনি তার মা ও চার বোনকে হত্যা করেছেন। পুলিশের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, আরশাদ তার চার বোন আলিয়া (৯), আলশিয়া (১৯), আকসা (১৬) এবং রাহমিন (১৮) এবং তার মা আসমাকে খুন করেছেন। তিনি একাই এই হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছেন কি না সে বিষয়টি এখনও নিশ্চিত নয়। সেন্ট্রাল লক্ষ্ণৌর ডেপুটি পুলিশ কমিশনার রাভিনা তিয়াগি জানিয়েছেন, রাজ্যের নাকা এলাকায় অবস্থিত হোটেল শরনজিতে ওই হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। ঘটনাস্থল থেকেই আরশাদকে গ্রেফতার করা হয়। তথ্য-প্রমাণ সংগ্রহের জন্য ঘটনাস্থলে ফরেনসিক টিম পাঠানো হয়েছে বলেও জানানো হয়। নিহতদের মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। মরদেহে আঘাতের চিহ্ন পাওয়া গেছে বলেও জানানো হয়। পুলিশ জানিয়েছে, এই ঘটনার তদন্ত চলছে। এর আগে ভারতের মহারাষ্ট্রের পারভানী জেলায় তৃতীয়বারের মতো কন্যা সন্তান জন্ম দেওয়ায় স্ত্রীর গায়ে পেট্রোল ঢেলে আগুন ধরিয়ে হত্যা করার অভিযোগ ওঠে তার স্বামীর বিরুদ্ধে। গত বৃহস্পতিবার রাতে পারভানী গঙ্গাক্ষেত নাকাতে এই মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে, যা মহারাষ্ট্র শহর থেকে প্রায় ৫২০ কিলোমিটার দূরে। পুলিশ জানায়, ৩২ বছর বয়সী কুন্ডলিক উত্তম কালে তার স্ত্রী ময়নার গায়ে পেট্রোল ঢেলে আগুন ধরিয়ে দেন। পরে আগুন গায়েই ময়না দৌড়ে বাড়ির বাইরে আসেন এবং আর্তনাদ করতে থাকেন। ময়নার বোন পুলিশের কাছে অভিযোগ দায়ের করে জানান, তৃতীয়বার কন্যা সন্তান জন্ম দেওয়াকে কেন্দ্র করে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে প্রায়ই ঝগড়া হতো।

নতুন বছরের শুরুতেই ইউক্রেনে ড্রোন হামলা রাশিয়ার

বিদেশ ডেস্ক : নতুন বছরের শুরুতেই ইউক্রেনের রাজধানী কিয়েভে ড্রোন হামলা চালাল রাশিয়া। গতকাল বুধবার ভোরের এই হামলায় অন্তত তিনজন আহত এবং দুটি জেলায় বেশ কিছু ভবন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলে জানিয়েছেন কর্মকর্তারা। রয়টার্সের খবরে বলা হয়, ইউক্রেনের বিমানবাহিনী শহরের দিকে ড্রোন হামলা হতে পারে এমন বিষয়ে সতর্ক করার পরপরই সকালের এই হামলা চালায় রাশিয়া। কিয়েভের মেয়র ভিটালি ক্লিটশেস্কো বলেছেন যে তাদের বিমান প্রতিরক্ষা শত্রুদের আক্রমণ প্রতিহত করতে সর্বাত্মক চেষ্টা চালিয়েছে। এছাড়া হামলায় একটি আবাসিক ভবনের দুটি তলা আংশিকভাবে ধ্বংস হয়ে গেছে এবং পাশের একটি অনাবাসিক ভবন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলেও জানান তিনি। রাশিয়া তার প্রায় তিন বছরের আগ্রাসনের অংশ হিসেবে ইউক্রেনের শহর ও দূরবর্তী এলাকাগুলোতে নিয়মিত বিমান হামলা চালিয়ে যাচ্ছে।

ইতালির মিলানে ধূমপানের ওপর কঠোর নিষেধাজ্ঞা

বিদেশ ডেস্ক : ইতালিতে ধূমপানের ওপর কঠোর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে। এই কঠোরতম নিষেধাজ্ঞার ফলে দেশটির আর্থিক ও ফ্যাশন রাজধানী মিলানে ধূমপায়ীদের শহরের রাস্তায় বা জনাকীর্ণ জনসমাগমস্থলে ধূমপান করলে জরিমানা গুনতে হবে। মিলান থেকে এএফপি এক প্রতিবেদনে এই খবর জানিয়েছে। প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, ইতালির উত্তরাঞ্চলীয় এই শহরে যারা নিষেধাজ্ঞা অমান্য করবে তাদের ৪০ থেকে ২৪০ ইউরো জরিমানা করা হতে পারে। তবে এমন একটি কঠিন বিধান শহরের সব বাসিন্দারা ভালভাবে মেনে নিতে পারছে না। স্থানীয় প্লাম্বার মরগান ইশাক (৪৬) নিষেধাজ্ঞার কার্যকরের আগে এএফপিকে বলেন, 'নতুন আইনটি আমার মতে বেশি বাড়াবাড়ি হয়ে গেছে। আমি বাড়ির ভেতরে, বয়স্ক ব্যক্তি বা শিশুর সামনে ধূমপান না করতে রাজি, তবে আমার জন্য বাইরে ধূমপান নিষিদ্ধ করা মানে একজন ব্যক্তির স্বাধীনতাকে সীমিত করা।' মিলানের বায়ুর মানসংক্রান্ত অধ্যাদেশ ২০২০ সালে সিটি কাউন্সিলের মাধ্যমে পাস করা হয়েছে এবং ধূমপানের ওপর কঠোর নিষেধাজ্ঞার সুপারিশ করা হয়েছে। ২০২১ সাল থেকে পার্ক, খেলার মাঠের পাশাপাশি বাসস্টপ ও ক্রীড়া স্থাপনাগুলোতে প্রকাশ্যে ধূমপান নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। নতুন বিধান অনুসারে, ১ জানুয়ারি এটি কার্যকর হবে এবং সব গণপরিসরের ওপর প্রযোজ্য হবে, যার মধ্যে রাস্তাঘাটও অন্তর্ভুক্ত। তবে পৃথক জায়গা, যেখানে ধূমপায়ীদের কাছ থেকে অন্যদের কমপক্ষে ১০ মিটার দূরত্ব বজায় রাখা সম্ভব, সেখানে এ নিষেধাজ্ঞা প্রযোজ্য হবে না বলে নির্দেশনায় উল্লেখ করা হয়েছে। স্থানীয় কর্মকর্তারা এক বিবৃতিতে বলেছেন, এই ব্যবস্থার অন্যতম উদ্দেশ্যে হচ্ছে 'শহরের বাতাসের গুণমান উন্নত, নাগরিকদের স্বাস্থ্য রক্ষা, জনসমাগমস্থলে পরোক্ষ ধূমপান থেকে সুরক্ষাসহ শিশুদের শ্বাসকষ্ট থেকে রক্ষা করা'। অধূমপায়ী স্টেলিনা লম্বার্ডো (৫৬) জানান, তিনি ধূমপানের ওপর কঠোর নিষেধাজ্ঞাকে সমর্থন করেন। তিনি বলেন, 'আমি সরকারের আরোপিত কঠোর নিষেধাজ্ঞায় সম্মত। কারণ ধূমপান অনেক দূষণের জন্য দায়ী। এই যুগে যখন আমরা জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকর প্রভাবের কারণে অনেক বেশি রোগে ভুগছি, তখন এই ধরনের ব্যবস্থা বিশ্বকে ধ্বংসকারী দূষণের প্রভাবগুলোকে কমাতে সাহায্য করতে পারে।' বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে, ফুসফুসের ক্যান্সারের প্রায় ৮৫ শতাংশের জন্য ধূমপান দায়ী, যা বিশ্বব্যাপী সবচেয়ে মারাত্মক ক্যান্সার। ইউরোপীয় ইউনিয়নের মধ্যে আয়ারল্যান্ড, গ্রিস, বুলগেরিয়া, মাল্টা, স্পেন, হাঙ্গেরিসহ ১৭টি দেশ ধূমপানমুক্ত আইন পাস করেছে।

ট্রাম্পের বাড়িতে বসবাস করছেন ইলন মাস্ক

বিদেশ ডেস্ক : শীর্ষ ধনকুবের টেসলার প্রতিষ্ঠাতা ইলন মাস্ক মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের পর থেকে ফ্লোরিডায় ডোনাল্ড ট্রাম্পের মার-এ-লাগো এস্টেটের একটি বাড়িতে বসবাস করছেন বলে জানা গেছে। সম্প্রতি নিউ ইয়র্ক টাইমসের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, 'ব্যানিয়ান কটেজ'-এ বাসস্থান নিয়েছেন ইলন মাস্ক। আরামদায়ক এই বাড়িটি সাধারণত প্রতি রাতের জন্য ২ গাজার ডলারে ভাড়া দেওয়া হয়ে থাকে। এটি ট্রাম্পের মূল বাড়ি থেকে মাত্র কয়েকশ ফুট দূরে অবস্থিত। এর ফলে ট্রাম্পের সঙ্গে সহজেই দেখা করতে পারেন ইলন মাস্ক। নিউ ইয়র্ক টাইমসের প্রতিবেদন বলছে, এই ব্যবস্থাটি ট্রাম্পের উপর মাস্কের উল্লেখযোগ্য প্রভাবকে তুলে ধরে। এর মাধ্যমে নৈশভোজ এবং নীতিগত আলোচনাসহ নবনির্বাচিত প্রেসিডেন্টের সঙ্গে ঘন ঘন দেখা করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। গত বছরের জুলাইয়ে ব্যর্থ হত্যাচেষ্টার শিকার হওয়ার পর থেকেই ট্রাম্পকে প্রকাশ্যে সমর্থন করে আসছেন ইলন মাস্ক। এরপর মাস্ক ধীরে ধীরে অন্যতম প্রধান৩উপদেষ্টা হয়ে উঠেছেন। তিনি ইতিমধ্যে ট্রাম্পের সঙ্গে বিদেশি নেতাদের ফোনকলে যুক্ত হয়েছেন। সম্প্রতি প্রযুক্তি শিল্পের প্রতিদ্বন্দ্বী অ্যামাজনের প্রতিষ্ঠাতা জেফ বেজোসের সঙ্গে নৈশভোজেও ট্রাম্পের সঙ্গে যোগ দেন মাস্ক। ট্রাম্পের প্রচারাভিযানেও ইলন মাস্কের আর্থিক অবদান যথেষ্ট ছিল। তিনি ট্রাম্পকে সমর্থন করার জন্য নির্বাচনী চক্রের শেষ মাসগুলোতে প্রায় ২৫০ মিলিয়ন ডলার ব্যয় করেছেন বলে জানা গেছে। অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দাতা এবং সোশ্যাল মিডিয়া প্রচারক হিসাবে মাস্কের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। নিউ ইয়র্ক টাইমস বলছে, ইলন মাস্ক মার-এ-লাগোতে থাকার জন্য সঠিক পরিমাণ অর্থ প্রদান করবেন কি না, তা স্পস্ট নয়। ভাইস প্রেসিডেন্ট-নির্বাচিত জেডি ভ্যানসকেও মার-এ-লাগোতে প্রায়শই দেখা গেছে।

নববর্ষ উদযাপনের সময় ফাঁকা গুলি, আহত ২৯ পাকিস্তানি

বিদেশ ডেস্ক : নববর্ষ উদযাপনে গুলি চালালে পাকিস্তানের করাচিতে দুই নারীসহ কমপক্ষে ২৯ জন আহত হয়েছেন। আহতদের জিন্না হাসপাতাল এবং আব্বাসি শহীদ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। জিও নিউজের প্রতিবেদনে এই খবর বলা হয়েছে। এদিকে লাহোরে নববর্ষ উদযাপনের সময় আইন লঙ্ঘনের অপরাধে বেশ কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, উদ্ধারকারী সূত্র জানিয়েছে, লিয়াকতাবাদ, গুলশানে ইকবাল, শাহ ফয়সাল কলোনি এবং ওরাঙ্গি টাউনের বাসিন্দারা বেশি আহত হয়েছেন।

বিনোদন

এবার সুপারভিলেনের চরিত্রে জেসন মোমোয়া

বিনোদন ডেস্ক : হলিউড অভিনেতা জেসন মোমোয়া তার ক্যারিয়ারে অনেক সিনেমা দিয়েই দর্শকের মন জয় করেছেন। তবে অ্যাকোয়াম্যান চরিত্রে তার অভিনয় সবচেয়ে বেশি আলোচিত হয়েছে। জলের সুপারহিরো চরিত্রটি দিয়ে নিজের খ্যাতিকে বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে দিতে পেরেছেন তিনি। এই অভিনেতা আবারও ফিরছেন নতুন চরিত্রে। ডিসি ইউনিভার্সে একটি নতুন সিনেমায় অভিনয় করতে যাচ্ছেন তিনি। এবার তাতে দেখা যাবে খলনায়ক লোবোর চরিত্রে। আসন্ন 'সুপারগার্ল: উইমেন অব টুমরো' ছবিতে তাকে এই চরিত্রে পাবেন দর্শক। এটি জেমস গান এবং পিটার সাফ্রানের রিবুট করা ডিসি ইউনিভার্সের একটি গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন হিসেবে নির্মিত হচ্ছে। 'সুপারম্যান : লেগেসি'র পর এটি দ্বিতীয় ছবি হিসেবে মুক্তি পাবে। মোমোয়া গত সোমবার ইনস্টাগ্রামে একটি পোস্টের মাধ্যমে তার নতুন চরিত্রের ঘোষণা দেন। তিনি লোবো চরিত্রের প্রতি নিজের ভালোবাসাও প্রকাশ করেন। মোমোয়া বলেন, লোবো তার প্রিয় কমিক চরিত্র এবং এই চরিত্রটি তার জন্য একেবারে পারফেক্ট ফিট। লোবো রজার স্লাইফার এবং কিথ গিফেনের দ্বারা সৃষ্টি চরিত্র। একটি এলিয়েন মার্সেনারি এবং বাউন্টি হান্টার হিসেবে পরিচিত সে। সে সাজারনিয়া নামক একটি গ্রহের বাসিন্দা এবং তার সহিংস ও অমর্যাদাপূর্ণ চরিত্রের জন্য পরিচিত। লোবোর আছে অতিমানবিক শক্তি, পুনর্জন্ম ক্ষমতা এবং অবিনশ্বরতা, যা তাকে ডিসি ইউনিভার্সের অন্যতম ভীতিকর চরিত্রে পরিণত করেছে। 'সুপারগার্ল: উইমেন অব টুমরো' ছবিতে মিলি অ্যালকক সুপারগার্ল চরিত্রে অভিনয় করবেন। এই ছবির কাহিনি অনুসরণ করবে কারা জর-এল-এর প্রতিশোধের যাত্রা। সেখানে সে গ্রহ ধ্বংসকারী এলিয়েনদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করবে। ছবিটি পরিচালনা করবেন ক্রেইগ গিলেসপি। এতে মথিয়াস শোনারটসকে দেখা যাবে প্রধান খলনায়ক ক্রেম চরিত্রে, আর ইভ রিডলি অভিনয় করবেন রুথি ম্যারি নল চরিত্রে।

ছবির শুটিং শুরু হবে আগামী মাসে। এটি মুক্তি পাবে ২০২৬ সালের ২৬ জুন।

শাশুড়ির তৈরি প্রসাধনী ব্যবহার করেন ক্যাটরিনা

বিনোদন ডেস্ক : অভিনেত্রী হিসাবে বলিউডে নিজের দর বুঝিয়েছেন ক্যাটরিনা কাইফ। তবে শুধু অভিনয়েই নিজেকে আটকে রাখেননি তিনি। তৈরি করেছেন প্রসাধনী সংস্থাও। একদিকে অভিনয় অন্যদিকে ব্যবসা। এই বিপুল ব্যস্ততার মাঝে কীভাবে নিজের যত্ন নেন ক্যাটরিনা, সেটা অনেকেই জানতে উৎসাহী। বিশেষ করে ক্যাটরিনার একঢাল ঝলমলে চুলের নেপথ্যে কী রহস্য, তা নিয়ে চর্চার শেষ নেই। ক্যাটরিনা কি নিজের প্রসাধনী সংস্থার প্রসাধনী ব্যবহার করেন? সাম্প্রতিক সাক্ষাৎকারে ক্যাটরিনা সে প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। তিনি জানিয়েছেন, চুলের যত্নে তার একমাত্র ভরসা শাশুড়ি মা। বিয়ের পর থেকে ভিকির মায়ের হাতে তৈরি এক বিশেষ প্যাক চুলে ব্যবহার করেন ক্যাটরিনা। ক্যাটরিনা জানিয়েছেন, তার ত্বক খুবই স্পর্শকাতর। ফলে যেকোনো প্রসাধনী ব্যবহার করতে পারেন না। ভেবেচিন্তে, যাচাই করে তবেই ত্বকে নানা প্রসাধন সামগ্রী ব্যবহার করতে হয়। তাই ত্বক এবং চুলের যত্নে ঘরোয়া পদ্ধতিতেই নির্ভরশীল হয়ে পড়েছেন। বিয়ের পর ক্যাটরিনা তার চুলের যত্নের ভার তুলে দিয়েছেন শাশুড়ির হাতে। চুলে কী ব্যবহার করেন ক্যাটরিনা? নায়িকা জানিয়েছেন, শাশুড়ি তার জন্য আমলকি, পেঁয়াজের রস এবং অ্যাভোকাডো দিয়েই এক বিশেষ তেল তৈরি করেন। সেই তেল নিয়মিত চুলে মাখেন ক্যাটরিনা। এই তেল নাকি এতটাই উপকারী যে, অন্য কোনো প্রসাধনী ব্যবহারের আর দরকার পড়ে না।

যেভাবে বানাবেন এই তেল-

এক কাপ পেঁয়াজের রস, এক কাপ আমলকির রস এবং অ্যাভোকাডোর নির্যাস, এই তিন উপকরণ ঘন করে ফুটিয়ে ঠান্ডা করে একটি বোতলে ঢেলে রাখুন। রাতে চুলে মেখে পরের দিন শ্যাম্পু করে নিতে পারেন। উপকার পাবেন।

নতুন বছরে ভালো চরিত্রে কাজ করতে চান স্বস্তিকা

বিনোদন ডেস্ক : ওপার বাংলার অভিনেত্রী স্বস্তিকা দত্ত। অভিনয়জগতে মডেল হিসেবে যাত্রা শুরু করেন। রাজ চক্রবর্তী পরিচালিত 'পারব না আমি ছাড়তে তোকে' সিনেমাতে অভিনয় করে চলচ্চিত্রে পা রাখেন। সম্প্রতি ভারতীয় গণমাধ্যমে এক সাক্ষাৎকার দিয়েছেন অভিনেত্রী। যেভাবে বিভিন্ন বিষয়ে কথা বলেছেন। সাক্ষাৎকারে স্বস্তিকা দত্ত বলেন, 'গত বছর একদিকে ওটিটি-তে আমার সিরিজ চলছে। আর অন্য দিকে বড় পর্দায় টিকিট কেটে মানুষ সিনেমা দেখতে গেছে। অভিনেতা হিসেবে যেমনটা আমার ক্যারিয়ারে প্রথমবার হয়েছিল। পাশাপাশি ক্যারিয়ারে প্রায় এক যুগ ফের বাংলার এক বড় প্রযোজনা সংস্থার সঙ্গে কাজ করার সুযোগ পেয়েছি। এগুলো সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য স্মৃতি। আর গত বছর এমন কিছু ঘটেছে যেটা বলার মত স্মৃতি নয়, যেটা আমরা সবাই জানি। আরজি করের ঘটনার এই স্মৃতিটা না হলেই হতো ২০২৪-এ।' এরপর তিনি বলেন, 'আমার মনে হয়, যে অনেক ভিন্ন ধরনের চরিত্রে কাজ হয়ে গেছে। এবার একটু ভালো চরিত্রেও কাজ করা উচিত। খুব একটা চুজি আমি নই। তেমনটা হলে অপেক্ষা করতাম কোনোদিন বড় কোনও তারকার বিপরীতে কমার্শিয়াল ছবিতে কাজ করার সুযোগ পাব। সেই অপেক্ষায় আমি একদমই ছিলাম না। আর ছিলাম না বলেই আমি এত ডিরেক্টরের সঙ্গে এত অভিনেতা-অভিনেত্রীদের সঙ্গে কাজ করতে পেরেছি। তবে এবার একটু ভালো চরিত্রের খোঁজ করব।' তার কথায়, 'জিমটা রেগুলার যাব। সকালে জিমে না যেতে পারলে আর সারাদিনে তেমন ইচ্ছে করে না যেতে।

একসঙ্গে গানের পর্দায় আসছেন আসিফ-ইমরান

বিনোদন ডেস্ক : দেশের সংগীতাঙ্গনে শীর্ষ তারকা আসিফ আকবর। ধারাবাহিকভাবে জনপ্রিয় গান উপহার দিয়ে যাচ্ছেন তিনি। অন্যদিকে চলতি প্রজন্মের জনপ্রিয় শিল্পী-সংগীত পরিচালক ইমরান মাহমুদুল। তার গাওয়া গান যেমন শ্রোতাপ্রিয়তা পেয়েছে তেমনি অন্যদের গাইয়েও সফল এ তারকা। এই দুই তারকার মধ্যে সম্পর্কের মধুরতা যেমন দৃঢ় সেই সাথে দু'জন দুজ'নার কাজের প্রতি মুগ্ধতাও অনেক। মাঝে মধ্যেই আড্ডায় মাতেন এই দুই তারকা। এবার সংগীতের দুই প্রজন্মের দুই তারকাকে একীভূত করছে দেশের অন্যতম অডিও প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান ধ্রুব মিউজিক স্টেশন (ডিএমএস)। প্রতিষ্ঠানটি প্রকাশ করতে যাচ্ছে এই দুই তারকার গান। ইতোমধ্যে নির্মিত হয়েছে গানটির ভিডিও। ভিডিওতে চমক হিসেবে থাকছে এই দুই তারকার উপস্থিতি। বিষয়টি নিয়ে আসিফ ও ইমরানের অগণিত ভক্তরা উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছেন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে। স্নেহাশীষ ঘোষের কাব্যমালায় ইমরান মাহমুদুলের সুর ও সংগীতে 'মন জানে' শিরোনামের গানটির ভিডিও নির্মাণ করেছেন সৈকত রেজা। বিষয়টি নিয়ে আসিফ আকবর বলেন, 'ইমরান মাহমুদুল এ প্রজন্মের সবচেয়ে জনপ্রিয় শিল্পী-কম্পোজার। বাস্তববাদী পেশাদার মানসিকতা ধারণ করে সে।৩মন জান্নে শিরোনামে আমরা একসঙ্গে যে কাজটি করলাম আশা করি তা শ্রোতাদের হৃদয় ছুঁয়ে যাবে।' এ গান নিয়ে ইমরান বলেন, 'ছেলেবেলা থেকে আসিফ ভাইয়ের গান শুনে বড় হয়েছি। আমাদের কাছে তখন গান মানেই ছিল আসিফ ভাই। আসিফ ভাইয়ের জন্য গান করতে গেলেই মনের ভিতর অন্যরকম এক অনুভূতি কাজ করে। আমাদের এই কাজটি শ্রোতাদের ভালো লাগবে আমার বিশ্বাস।' ধ্রুব মিউজিক স্টেশন ডিএমএস জানায় নতুন বছরে তারা শোতাদের উপহার দিচ্ছে 'মন জানে' শিরোনামের এই গান।

৫ জানুয়ারি তাদের ইউটিউব চ্যানেলে প্রকাশ পাবে 'মনজানে' গানের ভিডিও। পাশাপাশি গানটি শুনতে পাওয়া যাবে দেশি ও আর্ন্তজাতিক একাধিক অ্যাপে।

যৌন হেনস্তার স্বীকার হয়েছিলেন কেট বেকিনসেল

বিনোদন ডেস্ক : আন্ডারওয়ার্ল্ড সিনেমার তারকা কেট বেকিনসেল। ইনস্টাগ্রামে একটি ভিডিও পোস্ট করে শুটিং সেটে যৌন হয়রানির ভীতিকর অভিজ্ঞতা শেয়ার করেছেন। সম্প্রতি 'ইট এন্ডস উইথ আস' সিনেমার পরিচালক এবং সহ-অভিনেতা জাস্টিন বালডোনির বিরুদ্ধে অভিনেত্রী ব্লেক লাইভলির যৌন হয়রানির অভিযোগের প্রতিক্রিয়া দেখে উৎসাহিত হয়ে কেট এই ভিডিওটি পোস্ট করেছেন। সেখানে বেকিনসেল জানান, তিনি লাইভলির প্রতি কৃতজ্ঞ। কারণ তিনি এই বিষয়টি সামনে নিয়ে আসার মাধ্যমে বুঝিয়ে দিয়েছেন যে এটি একটি পুরনো সমস্যা। এটি এখনো অব্যাহত রয়েছে। বেকিনসেল তার অভিজ্ঞতার কথা তুলে ধরে বলেন, একবার তিনি একটি সিনেমার সেটে 'কান্ট' নামে সম্বোধিত হন। কারণ তিনি এক পুরুষ সহ-অভিনেতাকে সমালোচনা করেছিলেন। ওই অভিনেতা প্রতিদিন সেটে মদ্যপ অবস্থায় আসতেন। তিনি বলেন, 'ও সে সময় কিছু ব্যক্তিগত সমস্যার মধ্য দিয়ে যাচ্ছিল। আমি তার প্রতি সহানুভূতি দেখাই। কিন্তু আমি এবং ক্রু সদস্যরা প্রতিদিন ছয় ঘণ্টা অপেক্ষা করতাম তার জন্য। সে ছিল নেশায় আসক্ত। তার সংলাপগুলো আয়ত্ব করতে সময় লেগে যেত। তার জন্য আমার শিডিউল দীর্ঘ হয়ে যেত। কোনো সন্ধ্যাতেই আমি আমার মেয়ের সঙ্গে সময় কাটাতে পারতাম না। বিষয়টি নিয়ে তার সঙ্গে আলোচনা করায় সে ক্ষেপে গিয়েছিল। আমাকে অবজ্ঞা ও নোংরা ভাষায় সম্বোধন করা হয়।' তিনি আরও জানান, দুটি সিনেমার সেটে তাকে কঠোর ডায়েট এবং ব্যায়াম করতে বাধ্য করা হয়েছিল। যার কারণে তার মাসিক বন্ধ হয়ে যায়। এছাড়াও একটি অ্যাকশন সিনেমার শুটিংয়ের সময় তার সহ-অভিনেতা তাকে শারীরিকভাবে আঘাত করেছিলেন। তার প্রতিবাদ করতে গেলে সেটে তাকে বয়কট করা হয়। কেট বেকিনসেল আরও শেয়ার করেছেন, 'আমার তখন মিসক্যারেজ হয়েছিল। তার পরের দিনই আমাকে একটি ফটোশুটে অংশ নিতে বাধ্য করেছিলেন এক প্রকাশক। আমি যেতে রাজি ছিলাম না, কারণ আমার রক্তপাত হচ্ছিল। কিন্তু সেই প্রকাশক আমাকে মামলার হুমকি দিয়েছিলেন। শিল্পী তো দূর, একজন নারীর প্রতিও তিনি সম্মান দেখাননি।' বেকিনসেল আরও জানান, ১৮ বছর বয়সে একটি ক্রু সদস্য তাকে শারীরিকভাবে হেনস্থা করেছিলেন। তিনি ঘটনাটি তার সহ-অভিনেত্রীদের জানালে তারা পাত্তা দেননি। এমন ভাব করছিলেন যেন সেটাই নিয়ম। তিনি জানান, 'নারী শিল্পীদের প্রতি এমন অসম্মান চিরকাল ধরেই যেন চলতে থাকবে। আমি ৪৭ মিলিয়ন গল্পকে উদাহরণ হিসেবে টানতে পারি। আমি ব্লেক লাইভলির প্রতি কৃতজ্ঞ, যিনি এই বিষয়টি সামনে এনেছেন। তার জন্য আজ নতুন করে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা হচ্ছে।

রাউডি রাঠোরের সিক্যুয়েল নিয়ে আসছেন অক্ষয়

বিনোদন ডেস্ক : ২০১২ সালে মুক্তি পেয়েছিল অক্ষয় কুমার ও সোনাক্ষী সিনহা অভিনীত বলিউড ছবি 'রাউডি রাঠোর'। প্রভু দেবার পরিচালনায় ও সঞ্জয় লীলা বানশালির সহ প্রযোজনায় এই ছবি সে সময় দারুণ সাড়া ফেলেছিল দর্শক মহলে। এরই মধ্যে শোনা গেল, এই ছবির সিক্যুয়েল আসতে চলেছে। অবশ্য রাউডি রাঠোরের সিক্যুয়েলের খবর এর আগেও একবার চাউর হয়েছিল। 'রাউডি রাঠোর টু' তে কাজ করার জন্য নাকি রাজি হননি অক্ষয় কুমার। এরপর শোনা যায়, নতুন 'রাউডি' হিসেবে দেখা যেতে পারে বলি অভিনেতা সিদ্ধার্থ মালহোত্রাকে। আবার শোনা যাচ্ছে অন্য খবর! মত পালটে ফের রাউডি হতে চাচ্ছেন অক্ষয় কুমার! ভারতীয় সংবাদমাধ্যম সূত্রে খবর, সঞ্জয় লীলা বানশালির পরিচালনায় আসছে 'রাউডি রাঠোর টু'। আর এই ছবিতেই আরও একবার পুলিশ অফিসারের চরিত্রে ধরা দিতে পারেন অক্ষয়। আর, ছবির চিত্রনাট্য তৈরি নিয়ে ইতোমধ্যে পরিকল্পনা চলছে বলে খবর পাওয়া গেছে। এদিকে 'রাউডি রাঠোর'-এ অক্ষয়ের নায়িকা হিসেবে দেখা গিয়েছিল সোনাক্ষী সিনহাকে। তবে ছবির দ্বিতীয়ভাগে নায়িকার চরিত্রে সোনাক্ষীই থাকবেন কিনা তা এখনও চূড়ান্ত করেননি নির্মাতা।

শীতকালীন সবজির দাম বেশ কমে গেছে। এতে স্বস্তি ফিরেছে ক্রেতাদের মধ্যে। আবদুল হামিদ সড়ক, পাবনা।

চিলমারীতে ঘন কুয়াশায় জনজীবন বিপর্যস্ত

চিলমারী, কুড়িগ্রাম প্রতিনিধি : কুড়িগ্রামের চিলমারীতে জেঁকে বসেছে শীত। ঘন কুয়াশা ও মেঘলা আকাশে গত ৩ দিন থেকে দুপুরের পর সূর্যের দেখা মিললেও তা আবার অল্প কিছুক্ষণপর কুয়াশায় ঢেকে যায়। দিনভর দেখা মেলেনি সূর্যের। তীব্র হার কাঁপানো শীত আর ঘন কুয়াশায় জনজীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। দূর্ভোগ বেড়েছে নিম্ন আয় ও ছিন্নমুল মানুষের। শিশু বয়স্করা আক্রান্ত হচ্ছেন শীত জনিত নানা রোগে। হাড় কাঁপানো ঠান্ডায় অনেকে গরম কাপর পড়ে কাজে গেলেও দুঃস্থ ও নিম্ন আয়ের মানুষ পড়েছে বিপাকে। কম্বল ও গরম কাপরের আশায় কেউ কেউ দ্বারস্থ হচ্ছেন এলাকার প্রভাবশালী ও জনপ্রতিনিধিদের কাছে। উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় দেখা যায় শীতার্থ মানুষরা খড়কুটো জ্বালিয়ে শীত নিবারনের চেষ্টা করছেন। চায়ের দোকনগুলোতে এক বেঞ্চে গাদাগাদি করে বসে গরম চা পান করে উষ্ণতা নিচ্ছেন কেউ কেউ। শীতের কাপরের দোকান ও চায়ের দোকান গুলোতে লোকজনের সমাগম দেখা গেছে। রাজারভিটা এলাকার নজির হোসেন ও আব্দুল কাদের জানান, হিমেল হাওয়া ও হাড় কাপানো শীতে শরীর যেন জমে যাচ্ছে। গত ২ দিন থেকে কাজে যেতে পারিনি। খড়কুটো জ্বালিয়ে শরীর গরম করার চেষ্টা করছি। উপজেলা নির্বাহী অফিসার সবুজ কুমার বষাক জানান, সরকারিভাবে এপর্যন্ত ২ হাজার ৬ শত কম্বল বরাদ্দ পাওয়া গেছে। এর মধ্যে ১ হাজার ৮ শত বিতরণ করা হয়েছে। আরও বরাদ্দের জন্য চাহিদা পাঠানো হয়েছে।

কদর বাড়ছে জিআই নিবন্ধিত 'জামাই আদর চাল' তুলশীমালার

হবিগঞ্জ প্রতিনিধি : হবিগঞ্জের লাখাই উপজেলার হাওরে প্রথমবার আবাদ হয়েছে ভৌগোলিক নির্দেশক (জিআই) পণ্যের নিবন্ধন সনদ লাভ করা 'তুলশীমালা' ধান। হাওরাঞ্চলের সামান্য জমিতে আশানুরূপ ফলন হওয়ায় কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর সুগন্ধীজাতীয় এ ধান চাষের পরিধি আরও বাড়ার সম্ভাবনা দেখছে। এবার উপজেলার মুড়িয়াউক ইউনিয়নের তরুণ কৃষক ফজলে রাব্বি জিসান তার রোপা আমনের ১৬ শতাংশ জমিতে তুলশীমালা চাষ করে ৬ মণ ধান উৎপাদন করতে পেরেছেন। শেরপুরের 'জামাই আদর চাল' খ্যাত স্বাদ ও গন্ধে অতুলনীয় এ ধান উৎপাদনের খবর পেয়ে তার বাড়িতে দেখতে আসছেন স্থানীয় শৌখিন কৃষকরা। জানা গেছে, জিসানের ১৬ শতাংশ জমির জন্য ৩ কেজি বীজ, সার ও চাষাবাদ সমেত খরচ পড়েছে প্রায় ২ হাজার টাকা। কয়েকদিন আগে কর্তন শেষে তিনি ছয় মণ ধান বাড়ি নিতে পেরেছেন। বাজারে প্রতিমণের দাম ২ হাজার ৮০০ টাকা। সব ধান বিক্রি করলে প্রায় ২২ হাজার টাকা পেতে পারেন বলে জিসান জানিয়েছেন। তবে তিনি বলেন, আমি এ ধান বিক্রি করব না। সরকারি কর্মকর্তা এবং এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিদের উপহার পাঠাবো। আগামী বছর থেকে এই ধানের আবাদের পরিমাণ আরও বাড়াবেন বলেও জানান তিনি। তুলশীমালা আবাদ প্রসঙ্গে ওই কৃষক জানান, লাখাই উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা কৃষিবিদ মাহমুদুল হাসান মিজান শেরপুর জেলার বাসিন্দা হওয়ার সুবাদে সেখান থেকে 'তুলসীমালার' বীজ সংগ্রহ করে দিয়েছেন। এ ধান চাষ করে আশানুরূপ ফলন পাওয়ায় আগামীতে পরিধি বৃদ্ধি করবেন। এ বিষয়ে কৃষিবিদ মাহমুদুল হাসান মিজান বলেন, লাখাই উপজেলা হরেক রকম ফসল চাষের জন্য সম্ভাবনাময় অঞ্চল। এ সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে আমি 'তুলশীমালা' ধান চাষের প্রচলন ঘটানোর চেষ্টা করছি। তিনি আরও জানান, তুলশীমালার চাল সুগন্ধি, চিকন ও সুস্বাদু। পোলাও, বিরিয়ানি, পায়েস, খিচুড়ি, ভাত, পিঠা, ফ্রাইড রাইসসহ অন্যান্য খাবারের জন্য বিশেষ উপযোগী। তুলশীমালা চালের পোলাও, শেরপুরের তুলশীমালা চালের সুনাম ও সমৃদ্ধি শতশত বছর আগের। সম্প্রতি শেরপুর জেলাকে এ ধানের মাধ্যমে ব্র্যান্ডিং করা হয়েছে। অন্যান্য জেলায় এ ধন উৎপাদন হলেও শেরপুরের সুগন্ধি তুলশীমালা চাল গুণ, মান ও সুগন্ধে ভিন্ন রকম। ঈদ-পূজা বিভিন্ন উৎসব পার্বণে তুলশীমালা সুগন্ধি চাল আত্মীয়দের বাড়ি পাঠানো হয়। এটা শেরপুর জেলার এক প্রাচীন রীতি। বাড়িতে নতুন জামাই এলে অনেককেই তুলশীমালা চালের পোলাও রান্না করেন। যার জন্য এটাকে অনেকেই জামাই আদর চাল বলে থাকেন।

শিক্ষার্থীদের মাঝে নতুন পোশাক বিতরণ

বরিশাল প্রতিবেদক : ইংরেজী নতুন বছরের প্রথমদিনে তারবিয়াহ নূরানী ও হিফজ একাডেমীর শিক্ষার্থীদের নবীন বরণ, পোশাক ও বই বিতরণ করা হয়েছে। জেলার গৌরনদী উপজেলার কালনা হাজীপাড়ায় অবস্থিত তারবিয়াহ নূরানী ও হিফজ একাডেমী মিলনায়তনে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন উপজেলা বিআরডিবির সাবেক চেয়ারম্যান সিনিয়র সাংবাদিক জহুরুল ইসলাম জহির। স্থানীয় সমাজ সেবক জহিরুল ইসলাম হাওলাদারের সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি ছিলেন, দৈনিক জনকণ্ঠ পত্রিকার বরিশালের ব্যুরো প্রধান খোকন আহমেদ হীরা, ইকরা নূরানী ক্যাডেট মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল হাফেজ মাওলানা আবুল বাশার। গৌরনদী রিপোর্টার্স ইউনিটির সাধারণ সম্পাদক আবু সাঈদ খন্দকারের সঞ্চালনায় সবশেষে দোয়া-মোনাজাত পরিচালনা করেন উপজেলা ইমাম সমিতির সভাপতি হযরত মাওলানা মুফতি আব্দুল হালিম। অনুষ্ঠানের শুরুতে মাদ্রাসা পরিচালনা কমিটির উদ্যোগে নতুন বছরের প্রথমদিনে তারবিয়াহ নূরানী ও হিফজ একাডেমীর শিক্ষার্থীদের ফুল দিয়ে বরণ করে নতুন পোশাক ও বই বিতরণ করা হয়েছে।

শীতের সকালে সড়কের ধারে খেজুরের রস খাচ্ছেন দুই ব্যক্তি। অভিরাম, রংপুর।

মানিকগঞ্জে সরিষা ও মধুতে লাভবান চাষিরা

মানিকগঞ্জ প্রতিনিধি : মানিকগঞ্জের মাঠজুড়ে এখন সরিষা ফুলের হলুদ সমারোহ। সরিষা ফুলে ঘুরে ঘুরে মধু সংগ্রহ করছে মৌমাছির ঝাঁক। সংগৃহীত মধু নিয়ে জমা করছে পাশে স্থাপিত মৌ-বাক্সে। এতে সরিষা ফুলের পরাগায়নে সহায়তা হচ্ছে। ফলে একদিকে যেমন সরিষার উৎপাদন বাড়ছে; তেমনই বাড়ছে মধুর উৎপাদন। সরিষা ও মধুর সমন্বিত চাষে লাভবান হচ্ছেন কৃষক ও মৌ-চাষিরা। সরিষা ফুল থেকে মৌমাছির মাধ্যমে মধু সংগ্রহ করায় যেমন আর্থিকভাবে লাভবান হচ্ছেন মধু সংগ্রহকারীরা; তেমনই বাড়ছে সরিষার উৎপাদনও। ৩-৪ দিন পরপর আগুনের ধোঁয়া দিয়ে এসব বাক্স থেকে মৌমাছি সরিয়ে দেওয়া হয়। প্রতিটি বাক্সের ভেতরে ৭-৮টি ফ্রেমে মৌচাক থাকে। এই মৌচাক একটি স্টিলের ড্রামের ভেতরে নিয়ে ঘূর্ণায়মান যন্ত্রের মাধ্যমে মধু বের করা হয়। এসব মধু সংগ্রহ করে প্লাস্টিকের ড্রাম ভর্তি করে বাজারজাত করা হয়। জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর সূত্রে জানা গেছে, মানিকগঞ্জের সাতটি উপজেলায়ই সরিষা চাষ হয়। এ বছর জেলায় ৬৩ হাজার ২ হেক্টর জমিতে সরিষা আবাদ করা হয়েছে। জেলার সাতটি উপজেলায় এ বছর ১২০ জন মৌ-চাষি প্রায় ১২ হাজার মৌ-বাক্স বসিয়েছেন। এসব মৌ-বাক্স থেকে ১ লাখ ৮০ হাজার কেজি মধু সংগ্রহ করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। প্রতি কেজি মধু ২৫০-৩০০ টাকা দরে বিক্রি করা হচ্ছে।

মানিকগঞ্জে হালি পেঁয়াজের চারা রোপণের ধুম, মিরসরাইয়ে লাউ চাষে লাভবান কৃষক, দেড় মাস আগে সাতক্ষীরার কালীগঞ্জ থেকে মানিকগঞ্জ সদর উপজেলার দিঘী গ্রামে আসেন মৌ-চাষি (মধু সংগ্রাহক) সেলিম রেজা। তিনি সরিষা ক্ষেতের একপাশে ১০০টি মৌ-বাক্স বসিয়েছেন মধু সংগ্রহের জন্য। এরই মধ্যে মধু সংগ্রহ করে বাজারজাত করেছেন। ভালো মূল্যও পেয়েছেন। তিনি বলেন, '২০০৮ সাল থেকে মানিকগঞ্জে মৌ-চাষ ও মধু সংগ্রহ করছি। গত বছর চার মাসে প্রায় ৬০ মণ মধু সংগ্রহ করেছি। প্রতি কেজি মধু ৩০০ টাকা দরে বিক্রি করেছি। এসব মধু ডাবর, এপি ও এসিআই কোম্পানির কাছে বিক্রি করেছি। প্রতি সপ্তাহে প্রতিটি মৌ-বাক্স থেকে দেড় থেকে ২ কেজি করে মধু পাওয়া যায়। মধুর স্বাদ ও মান অনেক ভালো।' মানিকগঞ্জে সরিষা ও মধুতে লাভবান চাষিরা, মধু কিনতে আসা মোসলেম উদ্দিন বলেন, 'প্রতি বছর এভাবে মাঠ থেকেই ৭-৮ কেজি মধু কিনি। সময় ও প্রকারভেদে কেজি ৩০০-৪০০ টাকা নিয়ে থাকে।

এই মধুর মান ভালো। সারাবছর ঘরে সংরক্ষণ করে নিজে খাই ও আত্মীয়দের দিই।' জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক ড. রবীআহ নূর আহমেদ জাগো নিউজকে বলেন, 'মৌ-চাষের কারণে পরাগায়নের মাধ্যমে ফসলের উৎপাদন ২৫-৩০ শতাংশ বাড়ে। পাশাপাশি বিপুল পরিমাণ মধু পাওয়া যায়। এসব মধুর বাজারজাত সহজ করতে এবং ন্যায্যমূল্য পেতে পাইকারি ব্যবসায়ী বা কোম্পানিগুলোর সঙ্গে মৌ-চাষিদের যোগসূত্র তৈরিতে কাজ করে যাচ্ছি।'

বাঘায় প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ

বাঘা, রাজশাহী প্রতিনিধি : রাজশাহীর বাঘায় প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়েছে। উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে বাঘা বুদ্ধি ও অটিস্টিক প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়ের অর্ধশতাধিক শিক্ষার্থীদের মাঝে এই শীতবস্ত্র (কম্বল) বিতরণ করা হয়। এ সময় উপস্থিত ছিলেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটির সভাপতি শাম্মী আক্তার, উপজেলা প্রকল্প বাস্তাবায়ন কর্মকর্তা মাহমুদুল ইসলাম, প্রতিবন্ধী সাহায্য ও সহায়তা কেন্দ্রের কর্মকর্তা মুনসুর আলী, বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাকালিন সদস্য সাংবাদিক আব্দুল লতিফ মিঞা, প্রতিষ্ঠাতা সাইফুল ইসলাম, প্রধান শিক্ষক মাজেদুল ইসলাম প্রমুখ।

বীরগঞ্জে জুয়ার সরঞ্জামসহ আটক ৭

বীরগঞ্জ, দিনাজপুর প্রতিনিনিধি : দিনাজপুরের বীরগঞ্জ উপজেলার কবিরাজহাট আব্বাসের মিল চাতাল হতে জুয়ার সরঞ্জাম ও নগদ অর্থসহ ৭ জুয়াড়িকে আটক করেছে থানা পুলিশ। উপজেলার ভোগনগর ইউনিয়নের কবিরাজহাট- গোলাপগঞ্জ সড়কে আব্বাস আলীর মাওলা ইন্ডাষ্ট্রি নামীয় মিল চাতালে জুয়া খেলার সময় বীরগঞ্জ থানা পুলিশ অভিযান চালিয়ে জুয়ার সরঞ্জাম ও আব্বাস আলীসহ ৭ জুরায়ীকে গ্রেফতার করেছে। অভিযুক্তদের দিনাজপুর আদালতে প্রেরণ করা হয়। গ্রেফতারকৃতরা হলো- ভোগনগর ইউনিয়নের আব্দুল মান্নানের ছেলে মোঃ আতাহারুল ইসলাম (৪০), মৃত দবির উদ্দিনের ছেলে লুৎফর রহমান (৪৩), পূর্ব চাউলিয়ার মৃত রহিম উদ্দিনের ছেলে মোঃ তৈহিবুল ইসলাম সাবুল(৪৩), নওগাঁ নাপিতপাড়ার শুকানু চন্দ্রের ছেলে সুভাষ চন্দ্র (৪৩), তারক ঘোষের ছেলে সুভাষ ঘোষ (৫০), লস্করপুর গ্রামের মৃত আব্দুল হামিদের ছেলে মোঃ ফারুক হোসেন (৫৮) ও বিজয়পুরের মৃত সাঈদ আলীর ছেলে আব্বাস আলী (৬৫)। বীরগঞ্জ থানার অফিসার ইনচার্জ মোঃ আব্দুল গফুর জানান, জুয়ার আসরে অভিযান চালিয়ে ৭ জুয়াড়িকে গ্রেফতার করা হয়। নগদ ২১ হাজার ১শত ৭৫ টাকা ও জুয়ার সরঞ্জাম উদ্ধার পুর্বক তাদের বিরুদ্ধে জুয়া প্রতিরোধ আইনে ১(১)২০২৫ নং মামলা দায়ের করে আদালতে পাঠানো হয়েছে।

সারিয়াকান্দিতে ব্লাড ডোনেট ফাউন্ডেশনের কম্বল বিতরণ

সারিয়াকান্দি, বগুড়া প্রতিনিধি : সারিয়াকান্দি ব্লাড ডোনেট ফাউন্ডেশন এর উদ্যোগে গরীব অসহায় সুবিধা বঞ্চিত মানুষের মাঝে শীত বস্তু উপহার করা হয়েছে। সারিয়াকান্দি থানার তদন্ত মো; শফিকুল ইসলাম প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। আরো উপস্থিত ছিলেন ইঞ্জিনিয়ার মোঃ আব্দুল ওহাব (বিএসসি) ব্যবস্থাপনা পরিচালক স্কাইটার্চ ডিজাইন এন্ড হোল্ডিংস লিমিটেড উত্তরা ঢাকা। সভাপতিত্ব করবেন: সহ-সভাপতি মো: রাকিবুল হাসান রনি , সারিয়াকান্দি ব্লাড ডোনেট ফাউন্ডেশন। প্রধান আলোচক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন: জনাব মো: নুরুল ইসলাম অন্ত প্রতিষ্ঠাতা, সারিয়াকাদি ব্লাড ডোনেট ফাউন্ডেশন। সঞ্চলনায় করেন : জনাব মো: আরাফাত রহমান সাধারণ সম্পাদক, সারিয়াকান্দি ব্লাড ডোনেট ফাউন্ডেশন। মো. পারভেজ আলম পল্লব ম্যানেজার-সেলস, এ্যাসেট ডেভেলপমেন্টস এন্ড হোল্ডিংস লিমিটেড, ঢাকা। জনাব অধ্যক্ষ: মো: তোজাম্মেল হক জনাব মোঃ খোরশেদ আলম (রামচন্দ্রপুর) জনাব: মো: মাসুদ রানা সহকারী শিক্ষক রামচন্দ্রপুর স্কুল অ্যান্ড কলেজ জনাব মো: মাহাবুর আলম লিটন সহকারী শিক্ষক দুবলাগাড়ী মিয়া কলেজ, শাজাহানপুর, বঙ্গড়া। জনাব: তারেক আল মামুন (তরুন) গজারিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় জনাব: মো: মোঃ বদরুল ইসলাম (পরশ মনি) মেকানিক কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর জনাব মোঃ জোবায়েদ রহমান সবুজ সহকারী শিক্ষক বাংলা(করোতোয়া মাল্টিমিডিয়া স্কুল এন্ড কলেজ বগুড়া) জনাব: মোঃ শামীম আহমেদ বাংলাদেশ সেনাবাহি-নী জনাবঃ মোঃ ওসমান গনি সমাজ সেবক কাটাখালী জনাব: মো: মিঠু মিয়া (বাংলাদেশ পুলিশ) জনাব মো: লিটন লিটন চন্দ্র গণযোগাযোগ অধিদপ্তর মোছাঃ মুনমুনারা সহকারী শিক্ষিকা দড়িপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় জনাব মোঃ ইসতিয়াক আহম্মেদ সাদিক সভাপতি গাবতলি বন্ধু সমাজিক সংগঠন জনাব: মো জাহাঙ্গীর আলম সভাপতি হরিণা স্বপ্ন ছায়া ফাউন্ডেশন। জনাব মো: রাকিবুল হাসান আহাদ কো-অর্ডিনেটর সারিয়াকান্দি ব্লাড ডোনেট ফাউন্ডেশন জনাব মোঃ রায়হান আকন্দ যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক সারিয়াকান্দি ব্লাড ডোনেট ফাউন্ডেশন জনাব মোঃ হারুনুর রশিদ (আনু) সহ- যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক সারিয়াকান্দি ব্লাড ডোনেট ফাউন্ডেশন মো: নিরব হাসান সাংগঠনিক সম্পাদক।

কলমাকান্দায় প্রাথমিক স্তরের বই বিতরণ

কলমাকান্দা; নেত্রকোনা প্রতিনিধি : নেত্রকোনার কলমাকান্দা উপজেলায় সারাদেশের ন্যায় প্রাথমিক স্তরের বই বিতরণ অনুষ্ঠান শুরু হয়েছে। কলমাকান্দা মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে এই বিতরণ অনুষ্ঠান উদ্ভোধন করেন, অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি উপজেলা নির্বাহী অফিসার ফাইযুল ওয়াসীমা নাহাত। এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা শিক্ষা অফিসার, মোঃ সারোয়ার জাহান, সহকারী শিক্ষা অফিসার মোঃ মোজাম্মেল হোসেন, ।

রামগতিতে বই বিতরণ অনুষ্ঠিত

রামগতি, লক্ষ্মীপুর প্রতিনিধি : লক্ষ্মীপুরের রামগতিতে বছরের শুরুতে পাওয়া মাদ্রাসার ৭ম শ্রেণীর তিনটি এবং প্রাথমিকের ১ম ও ২য় শ্রেণীর তিনটি করে বই শিক্ষার্থীদের হাতে তুলে দেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা সৈয়দ আমজাদ হোসেন। গতকাল বুধবা-র সকালে উপজেলা সদর আলেকজান্ডার কামিল মাদ্রাসা এবং আলেকজান্ডার মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় মিলনায়তনে পৃথকভাবে এই বই বিতরণ করা হয়। বছরের শুরুতে মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলো কোন বই না পাওয়ায় শিক্ষার্থীদের হাতে তুলে দিতে পারেনি সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান। বিতরণ অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রশাসনের নেজারত ডেপুটি কালেক্টর মীর মেজবাহীজ্জুলাম চৌধুরী, উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা মোহাম্মদ দিদার হোসেন, উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার রূপাঞ্জলী কর, মাদ্রাসা অধ্যক্ষ মাওলানা তৈয়ব আলী, উপজেলা বিএনপির আহবায়ক মো. জামাল উদ্দিন, উপজেলা জামায়াতের আমীর মাওলানা আবদুর রহিম, রামগতি প্রেসক্লাব সভাপতি মো. রেজাউল হক আলেকজান্ডার মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সেলিনা আকতার। এছাড়া বিদ্যালয়ের শিক্ষক, শিক্ষার্থীসহ অভিভবাকরা উপস্থিত ছিলেন।

সুন্দরগঞ্জে তীব্র শীতে জনজীবন বিপর্যস্ত

সুন্দরগঞ্জ, গাইবান্ধা প্রতিনিধি : গাইবান্ধার সুন্দরগঞ্জ উপজেলায় তীব্র শীত ও হিমেল হাওয়ায় জনজীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। গত ৩ দিন থেকে ঘনকুয়াশায় চাদরে ঢাঁকা পড়েছে গোটা উপজেলা। এর প্রভাবে তীব্র শীত ও হিমেল হাওয়ায় কাহিল হয়ে পড়েছে জনজীবন। দিনের বেলায়ও সূর্যের মুখ দেখা যাচ্ছে না। বিশেষ করে উপজেলার ৬ ইউনিয়নের বিশাল চরাঞ্চলে বসবাসরতদের জীবনযাত্রার গতি থমকে গেছে। শীতে কাতর হাজার হাজার মানুষ ঘর থেকে বের হতে পারছেন না। শীতবস্ত্র অভাবে কাঁথামুরি দিয়ে শীত নির্বারণের চেষ্টায় তারা ঘরে বসে থাকছেন। অনেকে খড়কুটো জ্বালিয়ে ঠান্ডা থেকে নিজেদের রক্ষার জন্য চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। এদিকে বিপাকে পড়েছেন খেটে খাওয়া সাধারণ মানুষজন ও দিনমজুর। ঠান্ডায় ঘর থেকে কাজের সন্ধানে বের হতে না পারায় তারা অনাহারে-অর্ধাহারে দিন যাপন করতে বাধ্য হচ্ছেন। বিশেষ করে বৃদ্ধ-বৃদ্ধা ও শিশুরা শীতের তীব্রতায় চরম দূর্ভোগে পড়েছেন। সরকারি ভাবে উপজেলার ১৫ ইউনিয়ন ও পৌর এলাকায় শীতার্তদের মাঝে ৪ হাজার কম্বল বিতরণ করা হলেও চাহিদার তুলনায় তা অপ্রতুল। বেসরকারি ভাবে কিছু কিছু এলাকায় শীতবস্ত্র ও কম্বল বিতরণ করা হচ্ছে। তবে চরাঞ্চলের শীতার্তরা এ সুবিধা থেকে বঞ্চিত। উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা মশিউর রহমান এর সাথে মুঠোফোনে কয়েকবার যোগাযোগের চেষ্টা করা হলে তিনি ফোন রিসিভ করেননি। উপজেলা নির্বাহী অফিসার মো: নাজির হোসেন জানান, শীতার্ত মানুষদের জন্য পর্যাপ্ত শীতবস্ত্র ও কম্বলের বরাদ্দ চেয়ে সংশ্লিষ্ট দপ্তরে যোগাযোগ অব্যাহত রয়েছে। আশা করছি জরুরি ভিত্তিতে বরাদ্দ পাওয়া যাবে। বরাদ্দ যা পেয়েছি তা বিতরণ করা হয়েছে।

উত্তরাঞ্চলে শীতের প্রকোপ বাড়ছে। ঠান্ডায় জবুথবু হয়ে বসে আছেন ছিন্নমূল এক ব্যক্তি। সাতমাথা এলাকা, বগুড়া

সাটুরিয়ায় শিক্ষকদের মাঝে কম্বল ও শিক্ষার্থীদের বই বিতরণ

সাটুরিয়া, মানিকগঞ্জ প্রতিনিধি : মানিকগঞ্জের সাটুরিয়া উপজেলায় ধর্মীয় শিক্ষকদের মাঝে কম্বল বিতরণ ও ২০২৫ নতুন শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থীদের মাঝে বই বিতরণ করা হয়েছে। ইসলামিক ফাউন্ডেশন সাটুরিয়া শাখার উদ্যগে মডেল মসজিদের হলরুমে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের মাঝে কম্বল বিতরণ করেন সহকারী কমিশনার (ভূমি) তানভীর আহমদ। ইসলামিক ফাউন্ডেশন সাটুরিয়া শাখার ফিল্ড সুপার ভাইজার মো. মাইনুদ্দিনের সভাপতিত্বে আরও বক্তব্য রাখেন সাটুরিয়া উপজেলার মডেল কেয়ারটেকার (ভারপ্রাপ্ত) শাহিন সরকার, সাধারণ কেয়ারটেকার মাওলনা মুনিরুজ্জামান জিহাদী, মাওলনা রফিকুল ইসলাম। এতে ইসলামিক ফাউন্ডেশন সাটুরিয়া শাখার শতাধিক ধর্মীয় শিক্ষকদের মাঝে কম্বল বিতরণ করা হয়। পরে আনুষ্ঠানিকভাবে ২০২৫ সালের নতুন শিক্ষা বর্ষের শিক্ষার্থীদের মাঝে নতুন বই বিতরণ উদ্ভোধন করা হয়। এ সময় ইসলামিক ফাউন্ডেশন সাটুরিয়া শাখার ১২২ জন শিক্ষক শিক্ষিকা উপস্থিত ছিলেন।

রামগতিতে মাধ্যমিকের বই পায়নি শিক্ষার্থীরা

রামগতি, লক্ষ্মীপুর প্রতিনিধি : লক্ষ্মীপুরের রামগতিতে বছরের প্রথম দিনে কোন বই পায়নি মাধ্যমিকের শিক্ষার্থীরা। প্রাথমিকে ১ম ও ২য় শ্রেণীর পেয়েছে তিনটি করে বই। কবে বই পৌঁছাবে সেটি নিশ্চিত নন শিক্ষা কর্মকর্তারা। উপজেলা প্রথমিক শিক্ষা অফিসের তথ্যমতে, উপজেলায় ১ম থেকে ৫ম শ্রেণির ২৩ হাজার ৮০০টি এবং প্রাক-প্রাথমিকের ৪ হাজার ১০০টি বইয়ের চাহিদা রয়েছে। এর মধ্যে বছরের প্রথম দিনে ১ম ও ২য় শ্রেনির ৩টি করে বই দেওয়া হয়েছে শিক্ষার্থীদের হাতে। এসব শ্রেনির চাহিদা ছিল ৪ হাজার ৭০০টি বই। চাহিদা অনুয়ায়ী কোন বই পায়নি উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিস। উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিস সূত্রে জানা যায়, উপজেলার ২১টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ৬ষ্ঠ থেকে ১০ম শ্রেণির মোট শিক্ষার্থী ১৯ হাজার ৯০০ জন। এর বিপরীতে বইয়ের চাহিদা ২ লাখ ৫২ হাজার ৪৫০টি। ১৩টি মাদ্রাসার ৬ষ্ঠ থেকে ১০ম শ্রেণির শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৯ হাজার ২৫০ জন, এর বিপরীতে বইয়ের চাহিদা ১ লাখ ৩৫ হাজার ৭০০টি। ইবতেদায়ী শিক্ষার্থীর সংখ্যা ১০ হাজার ৫৫০ জন। এর বিপরীতে চাহিদা ৭৬ হাজার ৮০০টি বইয়ের। এর মধ্যে মাদ্রাসার ৭ম শ্রেণিতে তিনটি বই (বাংলা, ইংরেজী, গণিত) দেওয়া হয়েছে শিক্ষার্থীদের হাতে। আলেকজান্ডার পাইলট বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক রিয়াজ উদ্দিন বলেন, কারিগরীসহ অন্যান্য শ্রেণীর নতুন বই এখনো হাতে পাইনি। বছরের শুরুতে বই পাওয়া না গেলেও আমরা ২০১২ সালের কারিকুলামের ভিত্তিতে বই দিয়েই শিক্ষা কার্যক্রম শুরু করেছি। এখনো একটি বই পাননি বলে জানান আলেকজান্ডার সরকারি মডেল পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক বদরুল আলম বলেন, তিনি বলেন, যেহেতু বই পাইনি তাই পুরানো কারিকুলাম দিয়ে কার্যক্রম শুরু করেছি। উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার রূপাঞ্জলী কর বলেন, 'আমরা এবার চাহিদা অনুযায়ী সব বই পাইনি। এর মধ্যে বছরের প্রথম দিনে ১ম ও ২য় শ্রেনির ৩টি করে বই দেওয়া হয়েছে শিক্ষার্থীদের হাতে। কিছু দিনের মধ্যে বই চলে আসবে বলে তিনি জানান। উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার মোহাম্মদ দিদার হোসেন বলেন, মাধ্যমিকের কোন বই গতকাল বুধবার দুপুর পর্যন্ত পাইনি।

গফরগাঁওয়ে বাতেনিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বই বিতরণ

গফরগাঁও, ময়মনসিংহ প্রতিনিধি : ময়মনসিংহের গফরগাঁওয়ে নতুন বছরের প্রথম দিনে উপজেলার প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বই বিতরণ উৎসব পালিত হয়েছে। পৌরশহরের বাতেনিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বই বিতরণ উৎসবে শুভ উদ্বোধন করেন অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি গফরগাঁও উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) আমির সালমান রনি। উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার (ভারপ্রাপ্ত) নূরে আলম ভূঁইয়ার সভাপতিত্বে ও উপজেলা শিক্ষক সমিতির আহ্বায়ক একেএম হাবিবুর রহমান কাজলের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন, উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) আমির সালমান রনি। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন উপজেলা সহকারী প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার মোঃ হেলাল উদ্দিন আরিফ রব্বানী, গফরগাঁও ইন্সট্রাক্টর ইউ আরসি মোঃ শাহ আলম ও বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক নীলিমা সুলতানা প্রমুখ। উক্ত দিনে প্রাথমিকের প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেনীর সকল শিক্ষার্থীর হাতে আনন্দের সাথে নতুন বই তুলে দেওয়া হয়েছে। অপরদিকে শিক্ষার্থীরা নতুন বই হাতে পেয়ে আনন্দ মেতে উঠে এবং বিনামুল্যে বই উপহার দেওয়ার জন্য বই উঁচিয়ে শিক্ষার্থীরা মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনুসকে ধন্যবাদ জানায়। অনুষ্ঠানে উপজেলা সহকারী প্রাথমিক শিক্ষা অফিসারবৃন্দ, শিক্ষক-শিক্ষার্থী ও অভিভাবকগন উপস্থিত ছিলেন।

ধামইরহাটে শিক্ষার্থীদের মাঝে নতুন বই বিতরণ

ধামইরহাট, নওগাঁ প্রতিনিধি : নওগাঁর ধামইরহাটে শিক্ষার্থীদের মাঝে নতুন বছরের বই বিতরণ কার্যক্রম উদ্বোধন করা হয়েছে। চকময়রাম মডেল সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, ধামইরহাট বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়,সফিয়াা পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়, হরিতকি ডাঙ্গা উচ্চ বিদ্যালয়, ধামইরহাট মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, হরিতকিডাঙ্গা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় এর শিক্ষার্থীদের হাতে নতুন বছরের নতুন বই তুলে দিয়ে তারুন্যের উৎসবের শুভ উদ্বোধন করেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোস্তাফিজুর রহমান। এ সময় উপস্থিত ছিলেন চকময়রাম মডেল সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক এস এম খেলাল ই রব্বানী, মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার শেখ আব্দুল্লাহ আল মামুন,উপজেলা শিক্ষা অফিসার রবিউল।

নতুন সম্ভাবনা নিয়ে নতুন বছরের সূর্যোদয়। বাওশা, চাটমোহর, পাবনা।

এবার সৈকতের সাথে একমত হলেন মাইকেল ভন

স্পোর্টস ডেস্ক : ভারতীয় ওপেনার যশস্বী জাইসওয়ালকে শরফুদ্দৌলা ইবনে শহীদ সৈকতের আউট দেওয়া নিয়ে রীতিমত দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে গেছে ক্রিকেট দুনিয়া। ভারতের অধিনায়ক রোহিত শর্মা সৈকতের আউটের সিদ্ধান্তকে সঠিক মেনে নিলেও সুনীল গাভাস্কার এবং রাজিব শুকলার মত অনেকে বলেছেন, জাইসওয়ালকে নট আউট দেওয়া উচিত ছিল। বেশিরভাগ মানুষই সৈকতের পক্ষে মত দিয়েছেন। এবার ইংল্যান্ডের সাবেক অধিনায়ক মাইকেল ভনও সৈকতের পক্ষে ভোট দিয়েছেন। এক্সে এক বার্তা দিয়ে ভন জানিয়েছেন, জাইসওয়াল আউট ছিলেন, সৈকত সঠিক ছিলেন। এক্সে এক বার্তা দিয়ে ভন লিখেছেন, 'এ সমস্ত কিছু বন্ধ হওয়া উচিত। এটা আউট ছিল। সব সিদ্ধান্ত সঠিক ছিল। এই সপ্তাহে অস্ট্রেলিয়া (ভারতের চাইতে) বেশি ভালো ছিল।' ভারতের সাবেক ক্রিকেটার সুরিন্দর খান্নাও সৈকতের পক্ষে রায় দিয়েছেন। ভারতীয় বার্তা সংস্থা আইএএনএস এর সঙ্গে আলাপকালে সুরিন্দর বলেছেন, 'বিতর্ক তৈরির মতো কিছু তো ছিল না সেখানে। চারটা অ্যাঙ্গেল থেকে দেখানো হয়েছে। বলটা গ্লাভসে লেগেছে, তাতে কিছুটা গতি কমে বলটা উইকেটের পেছনে অ্যালেক্স ক্যারির হাতে জমা পড়ে।' এছাড়া ভারতের আরেক ক্রিকেটার আকাশ দ্বীপের সমালোচনা করে সুরিন্দর বলেন, 'আকাশ দীপও আউট হওয়ার পর একই কথা বলেছিল। এরা তো মিথ্যাবাদী (ঝুটে লোগ হ্যায় ইয়ে)। আপনাকে আগে সৎ হতে হবে, এরপরই কেবল আপনি জিততে শুরু করবেন। হাতে ব্যাট থাকলে বলা কানায় লেগেছে কি না সেটি আপনি না বুঝে পারেন কীভাবে? ঘটনা হলো আমরা বাজে খেলেছি ও হেরেছি।' সুরিন্দর আরও বলেন, 'ওরা কেমন ধরনের ব্যাটিং করছে? আইপিএল আসুক, দেখবেন এই খেলোয়াড়েরাই রান পাবে। অতি আক্রমণাত্মক টি-টোয়েন্টি সুলভ ব্যাটিং না করে ইতিবাচক খেলা উচিত। নতুন বছরে (ভারত দলের) ভাগ্য পাল্টানোর আশা করছি।' বর্ডার-গাভাস্কার ট্রফিতে ২-১ ব্যবধানে পিছিয়ে আছে ভারত। সিরিজের পঞ্চম এবং সর্বশেষ টেস্ট মাঠে গড়াবে আগামীকাল শুক্রবার।

এবার রিয়েল এস্টেট ব্যবসায় নামলেন মেসি

স্পোর্টস ডেস্ক : ফুটবল ক্যারিয়ারের শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে আর্জেন্টাইন সুপার স্টার লিওনেল মেসি। যেকোনো সময়ই অবসর নিতে পারেন এই তারকা ফুটবলার। তার আগেই নতুন যাত্রা শুরু করেছেন তিনি। স্পেনে রিয়েল এস্টেট ব্যবসায় নাম লিখিয়েছেন মেসি। বিশ্বকাপজয়ী এই তারকা ফুটবলারের রিয়েল এস্টেট বিনিয়োগ ট্রাস্টের নাম এদিফিসিও রোসটাওয়ার সোচিমি। প্রতিষ্ঠানটির বোর্ডের চেয়ারম্যান মেসি নিজেই। যার একমাত্র শেয়ারহোল্ডার তা পারিবারিক বিনিয়োগ প্রতিষ্ঠান লিমেকু এস্পানা। তবে নতুন বিনিয়োগকারী নেওয়ার পরিকল্পনা তাদের আছে। মেসির স্ত্রী আন্তোনেলা রোকুজ্জু বোর্ডের ভাইস প্রেসিডেন্ট। অন্য সদস্যদের মধ্যে রয়েছেন আলফোনসো নেবোত; যিনি মেসির পারিবারিক ব্যবসা পরিচালনা করেন। আরেকজন র‍্যামোন আডেল স্পেনের এনার্জি কোম্পানি নাটুরজিরও বোর্ড সদস্য। স্প্যানিশ মার্কেটে এর প্রতিটি শেয়ারের মূল্য ৫৭.৪ ইউরো। মূলধন ২২৩ মিলিয়ন ইউরো। বাংলাদেশি মুদ্রায় যার পরিমাণ ২ হাজার ৭৮৪ কোটি ৩৭ লাখ টাকার বেশি। এদিফিসিও রোসটাওয়ার সোচিমির স্পেন ও অ্যান্ডোরায় সাতটি হোটেল রয়েছে। স্পেনে আরও রয়েছে তিনটি অফিস ও অ্যাপার্টমেন্ট। তা ছাড়া লন্ডন ও প্যারিসেও অ্যাপার্টমেন্ট রয়েছে তাদের। ২০১৩ সালে মেসির বিনিয়োগ ট্রাস্টটির যাত্রা শুরু হয়। কোম্পানির বেশির ভাগ বিনিয়োগকারী স্পেনের কাতালুনিয়ার অঞ্চলের। যে অঞ্চলে মেসি ২০০০ সালে ১৩ বছরে থাকতে বার্সেলোনায় খেলার জন্য স্থায়ী হয়েছিলেন।

প্লিমিথেও টিকলেন না রুনি

স্পোর্টস ডেস্ক : খেলোয়াড়ী জীবনে সফলতা পেলেও কোচিং ক্যারিয়ার যেন ঠিক তার উল্টোটা। ইংলিশ সাবেক ফুটবলার ওয়েইন রুনি থিতু হতে পারছেন না কোনো ক্লাবেই। ইংলিশ ফুটবলের দ্বিতীয় স্তরের দল প্লিমিথ অর্গাইলে ২৫ ম্যাচ কোচিং করিয়েই বিদায় নিতে হয়েছে তাকে। রুনির সঙ্গে সমঝোতার মাধ্যমেই চুক্তি বাতিল করে ক্লাবটি। আজ এক বিবৃতিতে নিজেরাই নিশ্চিত করে বিষয়টি। মে মাসে তিন বছরের জন্য কোচ হিসেবে রুনিতে নিয়োগ দেয় তারা। ইয়ান ফস্টারের স্থলাভিষিক্ত হন সাবেক এই ইংলিশ অধিনায়ক। কিন্তু দায়িত্ব নিয়ে সফল হননি তিনি। ভুগতে থাকা প্লিমিথকে উঠাতে পারেননি। চ্যাম্পিয়নশিপে তার অধীনে ২৩ ম্যাচের মাত্র ৪টিতে জয় পেয়েছে প্লিমিথ। ১৮ পয়েন্ট নিয়ে আছে টেবিলের নিচের দিকে। ২০২১ সালে কোচিং ক্যারিয়ার শুরু করা রুনি দ্বিতীয় স্তরের দল ডার্বি কাউন্টির দায়িত্ব নিয়ে ক্যারিয়ার শুরু করেন।

ঘরের মাঠে পয়েন্ট খোয়ালো চেলসি

স্পোর্টস ডেস্ক : ইনজুরি টাইমের গোলে সর্বনাশ হলো চেলসির। ৪৫ বছর পর স্ট্যামফোর্ড ব্রিজে ফুলহ্যামের কাছে হারলো স্বাগতিকরা। গত বৃহস্পতিবার প্রিমিয়ার লিগে ফুলহ্যামের বদলি খেলোয়াড় রদ্রিগো মুনিজের ৯৫ মিনিটের গোলে ২-১ ব্যবধানে হেরে গেছে চেলসি। ১৯৭৯ সালের পর এটি স্ট্যামফোর্ড ব্রিজে ফুলহ্যামের প্রথম জয় এবং দ্বিতীয় স্থানে থাকা চেলসির শিরোপা আশায় বড় ধাক্কা। দুই ম্যাচ বেশি খেলে টেবিল টপার লিভারপুলের থেকে চার পয়েন্ট পিছিয়ে গেলো চেলসি। অথচ ম্যাচের ১৬ মিনিটের মাথায় লিড নিয়েছিল স্বাগতিকরা। কোলে পালমার দুই ডিফেন্ডারকে পাশ কাটিয়ে ইসা ডিওপের পায়ের মধ্য দিয়ে নিচের কর্নারে স্লাইড করে দুর্দান্ত এক গোল করেন।

২০২৫ সালের খেলাধুলার সূচি

স্পোর্টস ডেস্ক : জানুয়ারি, বাংলাদেশ নারী ক্রিকেট দলের ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফর: ৩ ওয়ানডে, ৩ টি-টোয়েন্টি, অস্ট্রেলিয়ান ওপেন (টেনিস): ১২-২৬ জানুয়ারি, মেলবোর্ন। অ-১৯ নারী বিশ্বকাপ ক্রিকেট: ১৮ জানুয়ারি-২ ফেব্রুয়ারি, মালয়েশিয়া। ফেব্রুয়ারি, আইসিসি চ্যাম্পিয়নস ট্রফি (ক্রিকেট): ১৯ ফেব্রুয়ারি-৯ মার্চ, পাকিস্তান ও সংযুক্ত আরব আমিরাত। মার্চ,জিম্বাবুয়ের বাংলাদেশ সফর: দেশের মাটিতে ৩ ওয়ানডে, ৩ টি-টোয়েন্টি। *দিনক্ষণ চূড়ান্ত হয়নি।বাংলাদেশ-ভারত ফুটবল (এশিয়ান বাছাই): ২৫ মার্চ, ভারত।আইপিএল (ক্রিকেট): ১৪ মার্চ-২৫ মে, ভারত। এপ্রিল, লন্ডন ম্যারাথন (অ্যাথলেটিকস)২৭ এপ্রিল, লন্ডন। মে,বাংলাদেশের পাকিস্তান সফর (ক্রিকেট): ৩ ওয়ানডে, ৩ টি-টোয়েন্টি। *দিনক্ষণ চূড়ান্ত হয়নি। ফ্রেঞ্চ ওপেন (টেনিস): ২৫ মে-৮ জুন, প্যারিস।উয়েফা চ্যাম্পিয়নস লিগ ফাইনাল (ফুটবল): ৩১ মে, মিউনিখ, জার্মানি। জুন বাংলাদেশ-শ্রীলঙ্কা (ক্রিকেট): অ্যাওয়েতে ২ টেস্ট, ৩ ওয়ানডে, ৩ টি-টোয়েন্টি। *দিনক্ষণ চূড়ান্ত হয়নি। বাংলাদেশ-সিঙ্গাপুর ফুটবল (এশিয়ান বাছাই): ১০ জুন, ঢাকা। ফিফা ক্লাব বিশ্বকাপ (ফুটবল): ১৪ জুন-১৩ জুলাই, যুক্তরাষ্ট্র। উইম্বলডন (টেনিস): ৩০ জুন-১৩ জুলাই, লন্ডন, ইংল্যান্ড। জুলাই মেয়েদের ইউরো (ফুটবল): ২-২৭ জুলাই, সুইজারল্যান্ড। বিশ্ব সাঁতার চ্যাম্পিয়নশিপ: ১১ জুলাই-৩ আগস্ট, সিঙ্গাপুর। আগস্ট ভারতের বাংলাদেশ সফর (ক্রিকেট): ৩ ওয়ানডে, ৩ টি-টোয়েন্টি। *দিনক্ষণ চূড়ান্ত হয়নি ইউএস ওপেন (টেনিস): ২৫ আগস্ট-৭ সেপ্টেম্বর, নিউইয়র্ক, যুক্তরাষ্ট্র। সেপ্টেম্বর ফিফা অ-২০ বিশ্বকাপ ফুটবল: ২৭ সেপ্টেম্বর-১৯ অক্টোবর, চিলি। নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপ (ক্রিকেট): সেপ্টেম্বর-অক্টোবর, ভারত। বিশ্ব অ্যাথলেটিকস চ্যাম্পিয়নশিপ: ১৩-২১ সেপ্টেম্বর, টোকিও, জাপান। অক্টোবর ওয়েস্ট ইন্ডিজের বাংলাদেশ সফর: ৩ ওয়ানডে, ৩ টি-টোয়েন্টি। দিনক্ষণ চূড়ান্ত হয়নি। বাংলাদেশ-হংকং ফুটবল (এশিয়ান বাছাই): ৯ অক্টোবর, ঢাকা। বাংলাদেশ-হংকং ফুটবল (এশিয়ান বাছাই): ১৪ অক্টোবর, হংকং। ফিফা অ-১৭ বিশ্বকাপ ফুটবল: ৫-২৭ নভেম্বর, কাতার। এটিপি ফাইনালস (টেনিস): ৯-১৬ নভেম্বর, তুরিন, ইতালি। নভেম্বর বাংলাদেশ-ভারত ফুটবল (এশিয়ান বাছাই): ১৮ নভেম্বর, ঢাকা। আয়ারল্যান্ডের বাংলাদেশ সফর (ক্রিকেট): ২ টেস্ট, ৩ ওয়ানডে, ৩ টি-টোয়েন্টি। অ্যাশেজ (ক্রিকেট): ২১ নভেম্বর-৮ জানুয়ারি ২০২৬, অস্ট্রেলিয়া। ডিসেম্বর বাংলাদেশ নারী ক্রিকেট দলের ভারত সফর: ৩ ওয়ানডে, ৩ টি-টোয়েন্টি।আফ্রিকান কাপ অব নেশনস (ফুটবল): ২১ ডিসেম্বর ২০২৫-১৮ জানুয়ারি ২০২৬, মরক্কো।

টানা তৃতীয়বার এআইপিএসের বর্ষসেরা দল আর্জেন্টিনা

স্পোর্টস ডেস্ক : কাতার বিশ্বকাপের ফাইনালে ফ্রান্সকে হারিয়ে ৩৬ বছরের আক্ষেপ ঘুচিয়েছিল আর্জেন্টিনা। এরপর থেকেই দুর্দান্ত ছন্দে রয়েছে আলবিসেলেস্তারা। সদ্য শেষ হওয়া ২০২৪ সালে কোপা আমেরিকার শিরোপা জয়সহ বিশ্বকাপ বাছাইয়েও চমক দেখিয়েছে মেসি-আলভারেজরা। তাই ইন্টারন্যাশনাল স্পোর্টস প্রেস অ্যাসোসিয়েশনের (এআইপিএস) বর্ষসেরা ফুটবল দল নির্বাচিত হয়েছে আর্জেন্টিনা। ইউরো চ্যাম্পিয়ন স্পেন ও চ্যাম্পিয়ন্স লিগ, লা লিগা, উয়েফা সুপার কাপ, স্প্যানিশ সুপার কাপ ও ইন্টারন্যাশনাল কাপজয়ী রিয়াল মাদ্রিদকে হারিয়ে ২০২৪ সালের সেরা হয়েছে আর্জেন্টিনা। এ নিয়ে টানা তৃতীয়বার এই পুরস্কার জিতল বিশ্বচ্যাম্পিয়নরা। ক্রীড়াঙ্গনের সাংবাদিকদের নিয়ে গঠিত আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান এআইপিএস। বিশ্বের ১১১টি দেশের ৫১৮ জন সাংবাদিক নিয়ে একটি ভোটিং প্যানেল আছে সংস্থাটির। প্যানেলে থাকা সাংবাদিকদের ভোটে জয়ী হয়েই সম্মনজনক স্বীকৃতি অর্জন করেছে আর্জেন্টিনা। প্রথম হওয়া আর্জেন্টিনার ভোটিং পয়েন্ট ৫৭৯ ।

২ ম্যাচের নিষেধাজ্ঞায় ব্রাজিলিয়ান ফরোয়ার্ড

স্পোর্টস ডেস্ক : প্রিমিয়ার লিগে গত ১৪ ডিসেম্বর ইপ্সউইচ টাউনের বিপক্ষে খেলা চলাকালীন ক্লাবটির নিরাপত্তাকর্মীর সঙ্গে বিবাদে জড়িয়ে পড়েন উলভারহ্যাম্পটন ওয়ানডারার্সের ব্রাজিলিয়ান ফরোয়ার্ড মাথিউস কুনিয়া। যে কারণে তাকে দুই ম্যাচের জন্য নিষিদ্ধ করেছে ইংল্যান্ডের ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন (এফএ)। ম্যাচটিতে অবশ্য জিততে পারেনি কুনিয়ার দল। ২-১ ব্যবধানে হেরে বসে। ম্যাচ শেষে প্রতিপক্ষের নিরাপত্তাকর্মীকে কনুই দিয়ে আঘাত করেন কুনিয়া। পরে তার চশমাও কেড়েন নেন ব্রাজিলিয়ান এই ফরোয়ার্ড। এই ঘটনায় নিষেধাজ্ঞার পাশাপাশি জরিমানাও গুণতে হবে তাকে। দিতে হবে ৮০ হাজার পাউন্ড। এই নিষেধাজ্ঞার কারণে প্রিমিয়ার লিগে নটিংহ্যাম ফরেস্ট ও এফএ কাপের তৃতীয় রাউন্ডে ব্রিস্টল সিটির বিপক্ষে গুরুত্বপূর্ণ এই ফরোয়ার্ডকে পাবে না উলভস। যদিও ভালো অবস্থানে নেই ক্লাবটি। ১৯ ম্যাচে ১৬ পয়েন্ট নিয়ে ১৭তম স্থানে রয়েছে তারা।

ইসলাম

ইসলামিক অর্থব্যবস্থা অমুসলিমদের কাছেও আকর্ষণীয়

ধর্মপাতা ডেস্ক : মধ্যপ্রাচ্য ও দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার মুসলিম-সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশগুলোতে ইসলামিক অর্থনীতি ঐতিহ্যগতভাবেই আধিপত্য বিস্তার করেছে। এখন বাকি বিশ্বের বেশিরভাগ দেশগুলোই ইসলামিক অর্থব্যবস্থার দিকে ঝুঁকছেন। অর্থ ব্যবস্থা নিয়ে গড়ে উঠা গবেষণা প্রতিষ্ঠান ডেয়ালগিক ডেটা (উবধষড়মরপ ফধঃধ)-এর তথ্যমতে সুদৃঢ় বাজার পরিস্থিতি, উন্নত নিয়ন্ত্রক ব্যবস্থাপনায় মুগ্ধ হয়ে নন-মুসলিম দেশসমূহে ইসলামি ঋণ প্রদান গত তিন বছরের মধ্যে ২০১৭ সালে নতুন উচ্চতায় পৌঁছেছে। ইসলামিক অর্থনৈতিক পণ্য শরিয়া অথবা ইসলামি আইন মেনে চলে এবং ঝুঁকি ও মুনাফা-বন্টন নীতির ওপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত। শরিয়া আইনে ঋণের ওপর সুদ নিষিদ্ধ। শরিয়া আইনে মদ, শুকর, পর্নোগ্রাফি ও জুয়ার সঙ্গে আর্থিক কার্যক্রমকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। ডেয়ালগিক ডেটা অনুযায়ী, চলতি বছরের জানুয়ারি থেকে নভেম্বর পর্যন্ত ১১ মাসে মধ্যপ্রাচ্য ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার বাইরে নন-মুসলিম দেশগুলোর সরকারি 'সুকুক' বা ইসলামিক বন্ডের মূল্য ২.২৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে পৌঁছেছে। যা ২০১৬ সালের চেয়ে ২ বিলিয়ন ডলারেরও বেশি এবং ২০১৫ সালে রেকর্ডকৃত দ্বিগুনের চেয়েও ১ বিলিয়ন ডলার বেশি। গ্লোবাল ব্যাংকিংয়ের দৃষ্টিকোন থেকে বাকি বিশ্বের জন্য অর্থায়নের ক্রমবর্ধমান উৎস হিসেবে ইসলামিক ফাইন্যান্সের রূপান্তর মূলত ঋণগ্রহীতার তালিকা থেকে সহায়তা প্রাপ্ত হয়েছে, যারা সম্প্রতি কয়েক বছর ধরে ইসলামিক বন্ড বিক্রি করেছে। এই তালিকায় প্রথম দিকের নন-মুসলিম প্রতিযোগীদের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে সিঙ্গাপুর সরকার। সিঙ্গাপুরকে অনুসরণ করে পরবর্তীতে যুক্তরাজ্য, লুক্সেমবার্গ এবং হংকং ২০১৪ সালে তাদের প্রথম সুকুক বা ইসলামিক বন্ড ইস্যু করে। সম্প্রতি আফ্রিকার দেশগুলোতেও এই ব্যবস্থা জনপ্রিয় হয়। তন্মধ্যে দক্ষিণ আফ্রিকা, নাইজেরিয়া এবং আইভেরি কোস্টে আইন এবং কর ব্যবস্থায় পরিবর্তন করা হয়েছে। যার ফলে ঋণগ্রহীতাদের জন্য ইসলামিক বন্ড ইস্যুকরণ সহজ হয়েছে। ইসলামিক বন্ড বিক্রির দিক থেকে বৈশ্বিক কোম্পানিগুলো পিছিয়ে নেই। মার্কিন বহুজাতিক কোম্পানি 'গোল্ডম্যান স্যাচ' (**Goldman Sachs**) এবং জেনারেল ইলেকট্রিকসের 'জি ই ক্যাপিটাল' (এবহবৎধষ **Electric's GE Capital**) গত কয়েক বছরে ইসলামিক বন্ড বিক্রি করছে। কান্ট্রি গার্ডেন এবং বেইজিং এন্টারপ্রাইজেস ওয়াটার গ্রুপের মতো চীনের প্রতিষ্ঠানগুলোও যথাক্রমে ২০১৫ ও ২২১৭ সালে মালয়েশিয়ার অধীনস্থ সংস্থাগুলোর মাধ্যমে ইসলামিক বন্ড ইস্যু করেছে। কোম্পানিগুলো তাদের আয়সমূহ দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার অর্থনৈতিক প্রকল্পগুলোর জন্য ব্যবহার করেছে।

নারীর পরচুল ব্যবহার প্রসঙ্গে ইসলাম

ধর্মপাতা ডেস্ক : নারীদের জন্য কোনো মানুষের চুল পরচুলা হিসাবে ব্যবহার করা নাজায়েজ। হাদিস শরিফে এ ব্যাপারে কঠিন ধমকি এসেছে। হজরত নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আল্লাহতায়ালা অভিশাপ করেন ওই নারীর প্রতি যে (অন্য নারীকে) চুল লাগিয়ে দেয় এবং যে নারী নিজে চুল লাগায়। -সহিহ বোখারি: ৫৯৩৩

অবশ্য পরচুলা যদি কোনো মানুষের চুল না হয়ে শোকর ব্যতীত অন্যকোনো পশুর হয় অথবা কৃত্রিম চুল হয় তাহলে তা ব্যবহার করা অবৈধ নয়। সাহাবি হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, পশম দিয়ে তৈরি পরচুলা ব্যবহার করতে সমস্যা নেই। -মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা: ২৫৭৪৩

সুনানে আবু দাউদের বর্ণনায় এসেছে, হজরত সাঈদ ইবনে যুবায়ের (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'করমাল' ব্যবহারে কোনো সমস্যা নেই। -হাদিস: ৪১৬৮

'করমাল' আরবি শব্দ। অর্থ হলো- রেশম বা পশমের সুতা দিয়ে তৈরি কেশগুচ্ছ যা মহিলারা চুলের সঙ্গে যুক্ত করে ব্যবহার করে। সুতরাং কেনো ধরনের নকল চুল ব্যবহার করা জায়েয নেই- এ কথা ব্যাপকভাবে বলা ঠিক নয়। প্রকাশ থাকে যে, কৃত্রিম চুল লাগালে তখনই জায়েজ হবে যখন তা শুধুই সৌন্দর্যচর্চা পর্যন্ত সীমিত থাকবে। কিন্তু এ ধরনের চুল ব্যবহার করার দ্বারা যদি প্রতারণা উদ্দেশ্য থাকে তাহলে তা নাজায়েজ হবে। -রদ্দুল মুহতার: ৬/৩৭২; বজলুল মাজহুদ: ১৭/৫৮

মানুষ হচ্ছে বিশ্বজগতের মূল আকর্ষণ

ধর্মপাতা ডেস্ক : কোরআনে কারিমের সূরা লুকমানের ২০ নম্বর আয়াতে আল্লাহতায়ালা ইরশাদ করেছেন, 'তোমরা কি দেখো না আসমান ও জমিনে যা কিছু আছে, তার সবই আল্লাহ তোমাদের সেবায় নিয়োজিত করে দিয়েছেন এবং তোমাদের প্রতি তার প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য নেয়ামতসমূহ পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন? এমন লোকও আছে, যারা জ্ঞান, পথনির্দেশ ও সুস্পষ্ট কিতাব ছাড়াই আল্লাহ সম্পর্কে বাকবিতণ্ডা ও তর্ক করে।' বস্তুত ধর্মীয় বিশ্বাস, নৈতিকতা ও সামাজিক বিষয়াদি সম্পর্কে হজরত লুকমান (আ.) নিজ সন্তানের প্রতি যেসব উপদেশ দিয়েছেন এই আয়াতে সেসবের কিছুই আলোচনা হয়েছে। এই আয়াতে আল্লাহতায়ালাকে চেনার উপায় নিয়ে বলা হয়েছে। আয়াতে বলা হচ্ছে, আল্লাহতায়ালা আকাশ ও ভূমি সৃষ্টি করে এর মধ্যবর্তী সবকিছু এমনভাবে বিন্যস্ত করেছেন যাতে সেগুলো সব সময় মানুষের সেবায় নিয়োজিত থাকে। আকাশে চন্দ্র ও সূর্যের উপস্থিতি এবং নিজ অক্ষের ওপর ও সূর্যের কক্ষপথে পৃথিবীর ঘূর্ণনের ফলে ভূপৃষ্ঠে মানুষের বসবাস উপযোগী পরিবেশ তৈরি হয়েছে। সাগর-মহাসাগর, ভূপৃষ্ঠে ও ভূগর্ভের নানা প্রকার খনিজ সম্পদ, জল ও স্থলের নানা জীবজন্তু ও প্রাণী, গাছপালা ও কৃষিপণ্য ইত্যাদি সবই আল্লাহতায়ালা মানুষের সেবায় নিয়োজিত করে দিয়েছেন। এসবের কিছু অংশের নিয়ন্ত্রণ তিনি মানুষের হাতে ছেড়ে দিয়েছেন এবং বাকি সব কিছুই মানুষের কল্যাণের লক্ষ্যে তিনি নিজেই পরিচালনা করছেন। আসলে আল্লাহতায়ালা শুধু মানুষের বস্তুগত চাহিদাই পূরণ করেননি, সেইসঙ্গে তার আত্মিক চাহিদা পূরণ এবং চলার পথের দিশা দিতে যুগে যুগে পাঠিয়েছেন বহু নবী ও রাসূল। মানুষ যাতে দিকহারা হয়ে না যায় এবং আত্মিক দিক দিয়ে পূর্ণতায় পৌঁছাতে পারে সে ব্যবস্থা করেছেন দয়ালু আল্লাহ। কিন্তু সব যুগে সব সময়ে এমন কিছু মানুষ ছিল এবং আছে যারা আল্লাহর এসব নেয়ামতের শুকরিয়া আদায় না করে তার সম্পর্কে অযথা তর্কে লিপ্ত হয়।

এসব মানুষের কোনো যুক্তি না থাকা সত্ত্বেও তারা গায়ের জোরে ঈমানদারদের সঙ্গে তর্ক করে। বর্ণিত আয়াতের শিক্ষণীয় দিকগুলো হলো- ক. এই বিশ্বজগতের মূল আকর্ষণ হচ্ছে- মানুষ। আকাশ ও জমিনের বাকি সবকিছু সৃষ্টি করা হয়েছে মানুষেরই কল্যাণে। খ. মানুষের জন্য আল্লাহ প্রদত্ত নেয়ামত যেমন প্রচুর পরিমাণে রয়েছে তেমনি তার বৈচিত্রও অনেক। এরপরও আল্লাহর প্রতি মানুষের অকৃতজ্ঞতা কাম্য নয়।

গ. আমাদের উচিত জ্ঞান-বুদ্ধি ও যুক্তিনির্ভর আলোচনা করা। অথবা আল্লাহ প্রদত্ত কিতাবের শিক্ষাকে দলিল হিসেবে তুলে ধরেও আলোচনা হতে পারে।

ক্রোধ দমনের পুরস্কার আল্লাহর ভালোবাসা

ধর্মপাতা ডেস্ক : কোরআনের কারিমের সূরা আলে ইমরানের ১৩৪ নম্বর আয়াতে পরহেজগারদের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বলা হয়েছে, 'যারা সচ্ছল ও অসচ্ছল সব অবস্থায়ই অর্থ-সম্পদ ব্যয় করে এবং যারা ক্রোধ দমন করে ও অন্যের দোষ ত্রুটি মাফ করে দেয়। এ ধরনের সৎলোকদের আল্লাহ অত্যন্ত ভালোবাসেন।' তার মানে এ আয়াতে আল্লাহর ভালোবাসা পাওয়ার উপায় উল্লেখ করা হয়েছে। আর তা হলো- ক্রোধ নিয়ন্ত্রণ করা। আসলে অনিয়ন্ত্রিত রাগ মানব জীবনে চরম বিপর্যয় ডেকে আনে। ক্রোধের পরিণতি ভালো নয়। মনোবিজ্ঞানীদের মতে, জীবন নৈপুণ্যের গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো- নেতিবাচক উত্তেজনাময় দিকগুলোকে এমনভাবে নিয়ন্ত্রণ করা; যাতে সেগুলো আরেকটি নেতিবাচকতার জন্ম না দেয় বরং ইতিবাচকতার দিকে ধাবিত হয়। 'ক্রোধ' মানুষের আচার-আচরণের ওপর ব্যাপক উত্তেজনাকর প্রভাব ফেলে। মনের ভেতরে একটা নেতিবাচক ও অসন্তোষজনক অনুভূতির জন্ম দেয়। তারপরও এই ক্রোধকে মানুষের একটি জরুরি আচরণ বলে মনে করা হয়। কেননা এই ক্রোধকে যদি সুন্দরভাবে এবং গঠনমূলকভাবে কাজে লাগানো যায় তাহলে এই ক্রোধই হয়ে উঠতে পারে মানুষের সবচেয়ে ভালো প্রহরী ও রক্ষক। আবার নিয়ন্ত্রণ করতে না পারলে ব্যক্তিগত এবং সামাজিক জীবনে বিচিত্র সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে এই ক্রোধ। সুতরাং ক্রোধ এবং উত্তেজনার উপাদানকে সঠিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। নিয়ন্ত্রণ যদি যথাযথ হয় তাহলে ক্রোধই তার আচার- আচরণে পরিবর্তন আনার ক্ষেত্রে ব্যাপক ভূমিকা রাখতে পারে। এ কারণেই প্রাচীনকাল থেকে মনোবিজ্ঞানীরা ক্রোধকে সঠিকভাবে কাজে লাগানোর জন্য ব্যাপক চেষ্টা প্রচেষ্টা চালিয়ে আসছেন। কোরআনে কারিমে আল্লাহতায়ালা মানুষের আচার-আচরণগত ত্রুটি-বিচ্যুতি সংশোধন ও মানুষের ক্রোধ দমনের উপায়গুলোর প্রতি বেশ গুরুত্ব দিয়েছে। মানুষের মানসিক অস্থির পরিস্থিতি ও অবস্থার মধ্যে সবচেয়ে ভয়ংকর হলো- রাগ। এই রাগ যদি একবার নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বসে তাহলে- মারাত্মক বিপর্যয় ঘটে যায়। পৃথিবীতে যত অপরাধ ঘটায় কিংবা ভয়ংকর যত সিদ্ধান্ত মানুষ তার জীবনে নেয় এই রাগ বা ক্রোধের অবস্থাতেই নেয়। পবিত্র কোরআনের সূরা আল ইমরানের ১৩৪ নম্বর আয়াতে পরহেজগারদের একটি অনন্য গুণ হিসেবে ক্রোধ সংবরণের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। বলা হয়েছে, 'ওয়াল কাজিমিনাল গাইজ।' এখানে 'কিজম' শব্দের অর্থ হলো- মশকের মুখ বন্ধ করা; যার ভেতরে পানি ভর্তি। এই শব্দটিকে এখানে রূপকার্থে ব্যবহার করা হয়েছে। মারাত্মক রাগ এবং ভয়াবহ মানসিক অস্থিরতা অর্থেও শব্দটির প্রয়োগ হয়ে থাকে। তো যখন এই রাগ বা ক্রোধের আগুণ মানুষের মুখে জ্বলে ওঠে দেহ তখন স্বাভাবিক অবস্থা থেকে দূরে সরে যায়। স্বাভাবিকভাবেই মানুষ তখন ঔচিত্যবোধ হারায়, স্বাভাবিক অনুভূতিও হারিয়ে বসে। সবচেয়ে বড় বিপদ হলো- ক্রোধের সময় মানুষের বোধ এবং বুদ্ধি কোনো কাজ করে না। সুতরাং বিবেক-বুদ্ধিকে সুস্থভাবে কাজে লাগাতে হলে এই ক্রোধ থেকে বাঁচতে হবে। জ্ঞানীরা 'ক্রুদ্ধ হওয়া সোজা কাজ। কিন্তু যথার্থ ব্যক্তির ওপর যথাযথ পর্যায়ে ক্রুদ্ধ হওয়া, বিবেচ্য মাত্রায় ক্রুদ্ধ হওয়া এবং যথাযথ কারণে।

ক্ষমা আল্লাহর দেওয়া গুণ

ধর্ম ডেস্ক : আল্লাহতায়ালা মানুষকে স্বাভাবিক বুদ্ধিমত্তা দান করেছেন। সেই বুদ্ধিমত্তার দাবি হচ্ছে দায়িত্বশীলতা। একজন মানুষের বুদ্ধিমত্তা যত বেশি থাকবে, তিনি তত বেশি দায়িত্বশীল। তিনি নারী বা পুরুষ, যা-ই হোন না কেন। বুদ্ধিমত্তা না থাকলে দায়িত্ব থাকে না। যেমন ছোট শিশুদের কোনো দায়দায়িত্ব নেই। কারণ তাদের বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশ ঘটেনি। তেমনি উন্মাদকে কোনো কিছুর জন্য দায়ী করা যায় না। কেননা তাদের বুদ্ধিবৃত্তিক সামর্থ্য হারিয়ে গেছে। যা হোক, আমাদের মানবসত্তার একটি অংশ হলো আমরা ভুল করে থাকি। মাঝে মধ্যে আমরা অনিচ্ছাকৃত ভুল করি। তবে কখনো কখনো আমরা জেনেশুনে এবং ইচ্ছা করেই পাপকাজ করি এবং অন্যদের ব্যাপারে ভুল করে থাকি। একটা কথা আছে, তা হলো- ভুল করা মানবিক ব্যাপার এবং ক্ষমা করা আল্লাহ প্রদত্ত গুণ। এই কথাটির উভয় অংশই অত্যন্ত সত্য। মানুষ হিসেবে আমরা দায়িত্বশীল ঠিকই; তবে আমাদের ভুলত্রুটি হয়ে থাকে। তাই আমরা সর্বদাই আল্লাহতায়ালার ক্ষমা প্রত্যাশী। ইসলাম দুই ধরনের ক্ষমার কথা বলে- ক. আল্লাহর পক্ষ থেকে ক্ষমা।

দোয়ায় যে বিষয়গুলো খেয়াল রাখা দরকার ফরজ নামাজের পর

ধর্মপাতা ডেস্ক : আমাদের সমাজে প্রায় প্রতিটি মসজিদেই ফরজ নামাজের জামাত শেষে সম্মিলিতভাবে মোনাজাত করা হয়। এভাবে মোনাজাতের বৈধতা নিয়ে যদিও সামান্য বিতর্ক আছে, তবে বিশুদ্ধ মত হিসেবে এভাবে মোনাজাত করা বৈধ এবং এতে কোনো সমস্যা নেই। তবে মোনাজাতের সময় খেয়াল রাখতে হবে, এ মোনাজাত যেন নামসর্বস্ব এবং রেওয়াজ রক্ষার্থে করা না হয়। হাদিস শরিফে আছে, ফরজ নামাজের পর দোয়া কবুল হয়। আর এ বিষয়টি সামনে রেখেই ফরজ নামাজের পর দোয়া করা হয়। কিন্তু অনেক সময় দেখা যায়, দোয়ার জন্যে ইমাম সাহেব হাত তোলেন ঠিকই; কিছু আরবি বাক্যও হয়তো পাঠ করেন। কিন্তু কোনো দোয়া করেন না অর্থাৎ নিজের প্রয়োজনে কিংবা মুসল্লিদের বা আম মুসলমানদের জন্যে আল্লাহতায়ালার দরবারে কিছুই চান না। অথচ এই সময় আল্লাহর কাছে চাইলে তা কবুল হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। যেমন, কেউ কেউ হাত তুলে বলেন, 'আল্লাহুম্মা আনতাস সালাম ওয়ামিনকাস সালাম তাবারাকতা ইয়া যাল জালালি ওয়াল ইকরাম' পড়েন এবং এরপরই দোয়া শেষ করে দেন। অথচ এখানে তো কোনো কিছুই চাওয়া হয়নি। এখানে কেবলই আল্লাহতায়ালার প্রশংসাসূচক কিছু কথা বলা হয়েছে। কোরআনে কারিমে এবং হাদিস শরিফে অনেক দোয়া আমাদেরকে শেখানো হয়েছে। নামাজের পর সংক্ষিপ্তাকারে হলেও আমরা সেসবের কোনোটা কোনোটা পড়ে নিতে পারি। সাধারণ মুসল্লিরাও ইমাম সাহেবের দোয়ার পর 'আমিন'ও বলতে পারেন। মনে মনে নিজেরাও কোনো দোয়া করতে পারেন। তবে দোয়ার সময় অবশ্যই লক্ষ রাখতে হবে, মোনাজাতের কারণে যেন মাসবুক মুসল্লিদের নামাজে ব্যাঘাত না ঘটে।